

# হাদিস শরিফ

الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

দাখিল

নবম-দশম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

হাদিস শরিফ

الصف التاسع والعاشر للداخل

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

রচনায় ও সংকলনে

মাওলানা ড. সৈয়দ মুহা. শরাফত আলী

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ

মাওলানা আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনায়

মাওলানা ড. মোঃ দাউদ আহমদ

---

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা-সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিপুল আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ী ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদিস শরিফ শেষনবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী। ইহা কুরআন মাজিদের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং ইসলামি শরিয়তের ২য় মূল উৎস। হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ‘হাদিস শরিফ’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোন প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্লাহ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা



## সূচিপত্র / محتويات الكتاب

تعريف الحديث	হাদিস পরিচিতি	১
باب السلام	সালাম অধ্যায়	১৪
باب الإِسْذَان	অনুমতি চাওয়ার বর্ণনা অধ্যায়	৪৭
باب المصافحة والمعانقة	মুসাফাহা ও মুয়ানাকা অধ্যায়	৫৭
باب القيام	দন্ডায়মান হওয়া অধ্যায়	৭২
باب العطاس والتثاؤب	হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায়	৮৩
باب الضحك وأقسامه	হাসি ও তার প্রকার অধ্যায়	৯৩
باب الإسماعي	নাম রাখা সম্পর্কীয় অধ্যায়	১০০
باب حفظ اللسان والغيبة والشتم	জিহবা সংযতকরণ, কুৎসা ও গালমন্দ অধ্যায়	১১৯
باب الوعد	অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি অধ্যায়	১৫৫
باب المزاح	কৌতুক সংক্রান্ত অধ্যায়	১৬৫
باب المفارقة والعصبية	বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায়	১৬৯
باب البر والصلة	মাতা-পিতার প্রতি সন্ত্যবহার ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়	১৮০
باب الشفقة والرحمة على الخلق	সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন অধ্যায়	১৮৯
باب الحب في الله ومن الله	আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ভালবাসা অধ্যায়	১৯৯
باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات	কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং গোপনীয় বিষয়ের আলোচনা হতে বিরত-থাকা অধ্যায়	২০৯
باب الحذر والتأني في الأمور	সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়	২১৮
باب الرفق والحياء وحسن الخلق	দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা অধ্যায়	২২৫
باب الغضب والكبر	ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায়	২৩৩
باب الظلم	অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায়	২৪১
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান অধ্যায়	২৪৯
باب أداب الأُطعمة	খানাপিনার আদব অধ্যায়	২৬৩
باب الصدقة	দান-সাদকাহ অধ্যায়	২৭৯
باب عذاب النار	জাহান্নামের শাস্তি অধ্যায়	২৮৯
باب نعم الجنة	জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়	২৯৮
باب كسب الحلال	হালাল রুজি উপার্জনের বর্ণনা অধ্যায়	৩০৫
باب الصدق في التجارة	ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা অধ্যায়	৩১২
باب الفتن	ফিতনা-ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায়	৩২০
باب السكران	নেশা সংক্রান্ত অধ্যায়	৩২৯
باب الإِرهَاب	সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অধ্যায়	৩৩৯
باب إِيذاء النساء	নারীদের উত্ত্যক্ত করা/ইভটিজিং অধ্যায়	৩৪৫

## প্রথম অধ্যায়

### হাদিস পরিচিতি

ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় মূলভিত্তি হচ্ছে মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুত্তফা (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী আল-হাদিস। এটা আল কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী, কাজ, আদর্শ ও গুণাবলি সবই হাদিস। ইহা মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অত্যধিক।

معنى الحديث لغة হাদিসের আভিধানিক অর্থ :

ح-দ-ث মূল অক্ষর أحاديث বহুবচনে, বিশেষ্য এটা একবচন, اسم শব্দটি حديث অর্থ হলো-

১. الجديد তথা নতুন।

২. ومن أصدق من الله حديثاً – যেন, আল্লাহ তাআলা বলেন- তথা القول

৩. وجعلناهم أحاديث – যেন, কুরআনের ভাষ্য তথা الوعظ

হাদিসের পারিভাষিক সংজ্ঞা: معنى الحديث اصطلاحاً

حديث এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জুমহুর মুহাদ্দিসিনের মতে-

الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكذلك يطلق على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقاريرهم.

অর্থাৎ, নবি করিম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন, অনুরূপভাবে সাহাবি ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকেও হাদিস বলে।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. বলেন-

الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقديره.

অর্থাৎ, জুমহুর তথা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের পরিভাষায় নবি করিম (ﷺ) এর বাণী, কর্ম ও তাকরির বা মৌন সমর্থনকে ‘হাদিস’ বলা হয়।

موضوع الحديث হাদিসের আলোচ্য বিষয়:

হাদিসের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লামা কিরমানি রহ. বলেন,

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রসূল হিসেবে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সত্ত্বা তথা তাঁর জীবনের সকল দিকের বিস্তারিত বর্ণনা।

নুকাতুদুরার গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-

موضوع الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أفعاله وأقواله وتقريراته.

অর্থাৎ, হাদিসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবি করিম (ﷺ) এর জাত, যেখানে নবিজির কর্মপদ্ধতি, কথোপকথন ও মৌন সমর্থন ইত্যাদি বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়।

غرض الحديث হাদিসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে:

হাদিসের উদ্দেশ্যে হচ্ছে সমগ্র মানবজাতিকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. (موطأ مالك)

অর্থ- আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে গেলাম, যদি উহা শক্তভাবে ধারণ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ বা হাদিস। (মুআত্তা)

সুতরাং হাদিসের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এমন এক সোনালি সমাজ বিনির্মাণ, যেখানে রয়েছে মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপে কল্যাণ আর শান্তি।

হাদিস, খবর, সুন্নাহ, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য

আপাতদৃষ্টিতে হাদিস, সুন্নাহ, খবর, আছার ও হাদিসে কুদসির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও হাদিস বিশারদগণ এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা তথা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি মতামত উপস্থাপন করা হলো-

(ক) আভিধানিক পার্থক্য:

الوعظ - القصة - الجديد - أحاديث এর আভিধানিক অর্থ - حديث শব্দটি একবচন, বহুবচনে أحاديث

القول তথা- কথা, নতুন, ঘটনা, উপদেশ ইত্যাদি।

২. السنة এর অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি। এটি একবচন, বহুবচনে سنن ব্যবহার হয়।

৩. النبأ - এর আভিধানিক অর্থ - خ - ب - ر - اسم একবচন, বহুবচনে أخبار মূল অক্ষর خبر শব্দটিও তথা সংবাদ।

৪. العلامة তথা চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি اسم এর আভিধানিক অর্থ الآثار শব্দটিও

৫. الحديث القدسي এর অর্থ হলো পবিত্র সত্তার বাণী তথা মহান আল্লাহ তাআলার বাণী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আভিধানিক দিক থেকে চারটি শব্দের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

(খ) পারিভাষিক পার্থক্য:

نزهة النظر গ্রন্থাকারের মতে-

الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما جاء عن الصحابي والتابعي والخبر هو ما جاء من غيرهما والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وتعالى.

অর্থাৎ, হজরত নবি করিম ﷺ থেকে যা এসেছে তা ‘হাদিস’, সাহাবি ও তাবি‘য়ীগণ থেকে যা এসেছে তা ‘আসার’, সাহাবি ও তাবি‘য়ীগণ ব্যতীত অন্যদের থেকে যা এসেছে তা ‘খবর’। আর ‘হাদিসে কুদসি’ হলো মহানবি ﷺ আল্লাহ তাআলার বাণী হতে যা বর্ণনা করেন। যেমন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزئ به

সনদ অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ:

সনদের প্রতুলতা ও অপ্রতুলতা অনুযায়ী হাদিস প্রথমত দু’প্রকার। যথা- ১. المتواتر ২. الأحاد

১. المتواتر এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ: اسم فاعل থেকে তفاعل বাবে শব্দটি متواتر এর ছিগাহ। এটা তواتر মাসদার থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ হলো- التعاقب তথা ধারাবাহিকতা। যেমন বলা হয়- تواتر المطر

খ. পারিভাষিক অর্থ: হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি মুতাওয়াতিরের পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন, যে হাদিসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে অসংখ্য হবে, যা নির্দিষ্টভাবে গণনা করা সম্ভব নয়। যেমন- হজরত রসুল (ﷺ) এর বাণী - من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

## ২. الأحاد এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : أحاد শব্দটি বহুবচন। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- (১) এক (২) অভিন্ন। যেমন পবিত্র

কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন- قل هو الله أحد

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: জুমহুর আলেমগণের মতে أحاد বলা হয় এমন হাদিসকে, যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হাদিসে মুতাওয়াতিরের চেয়ে কম। অর্থাৎ, যে হাদিসে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলী পাওয়া যায় না তাকে আহাদ হাদিস বলে।

উল্লেখ্য আহাদ হাদিস তিন প্রকার যথা - ১. مشهور (মাশহুর), ২. عزيز (আজিজ), ৩. غريب (গরিব)

## ১. مشهور এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ : مشهور শব্দটি شهرة শব্দ থেকে উৎকলিত। এটা اسم مفعول এর ছিগাহ। শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ১. الظاهر তথা প্রকাশিত, ২. المعروف তথা পরিচিত, ৩. প্রসিদ্ধ ৪. ঘোষণাকৃত, ৫. বিখ্যাত ৬. খ্যাত। এ প্রকারের হাদিস সবার নিকট প্রসিদ্ধ বলে একে مشهور বলে।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: মুফতি আমিমুল ইহসান রহ. বলেন- إن كان له طرق محصورة بأكثر من اثنين - বুলেন- অর্থাৎ, যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে তা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

## ২. عزيز এর পরিচিতি:

ক. আভিধানিক অর্থ: আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে عزيز শব্দটি صفة مشبهة এর ছিগাহ। শব্দটি ضرب ও উভয় বাবের অন্তর্গত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ندر ও قل তথা কম ও দুর্লভ হওয়া। ২. وهو العزيز الحكيم - তথা মজবুত ও শক্তিশালী হওয়া। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- واشتد

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ড. মাহমুদ ত্বহান বলেন- هو إن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند - আজিজ ঐ সব أحاد হাদিসকে বলা হয়, যার রাবির সংখ্যা কোনো স্তরে দুয়ের কম হয়নি।

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة مع الإمام في شيء - উদাহরণ-

الحديث المقطوع এর পরিচিতি :

ক. আভিধানিক অর্থ: **مقطوع** শব্দটি **قطع** মূলধাতু থেকে **اسم مفعول** এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ-কর্তনকৃত, বিচ্ছিন্ন, পৃথককৃত ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: **مقطوع** হাদিস হলো- **ما انتهى إلى التابعي يقال له المقطوع** যে সকল হাদিসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে **حديث مقطوع** বলে। উদাহরণ ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। যেমন - **النية في الوضوء ليست بشرط** - অযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নয়। স্ত

### মতন অনুসারে হাদিসের প্রকারভেদ

মতন বা বিষয়বস্তু হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। যথা-

১. **قولي** (কওলি), ২. **فعلি** (ফে'লি) ৩. **تقريری** (তাকরিরি)

- **قولي** (হাদিসে কওলি): মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ), সাহাবায়ে কেলাম ও তাবেয়ী গনের এর পবিত্র মুখ নিসৃত বাণীকে হাদিসে কওলি বা বাণীসূচক হাদিস বলা হয়।
- **فعلی** (হাদিসে ফে'লি): মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) স্বয়ং রসুল হিসেবে যে সকল কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং কোন সাহাবি তা বর্ণনা করেছেন অথবা কোন সাহাবি ও তাবেয়ী কোন কাজ করেছেন তাকে হাদিসে ফে'লি বা কর্মসূচক হাদিস বলে।
- **تقريری** (হাদিসে তাকরিরি): সাহাবিগণ মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর সম্মুখে শরিয়ত সম্পর্কিত যে কথা বলেছেন বা যে কাজ করেছেন এবং রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার প্রতিবাদ করেননি বা নীরব থেকে প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, তদ্রূপ সাহাবি ও তাবেয়ীগন যাতে মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন তাকে হাদিসে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

### মুনকাতি' হাদিসের প্রকার

মুনকাতি' হাদিস তিন প্রকার। যথা- ১. **معلق** (মু' আল্লাক) ২. **معضل** (মু'দাল) ৩. **مرسل** (মুরসাল)।

- **معلق** (মু'আল্লাক হাদিস) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রে প্রথম দিকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তাকে **حديث معلق** বলে।
- **معضل** (মু'দাল হাদিস) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের মধ্যস্থান থেকে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম একসাথে বাদ পড়েছে তাকে **حديث معضل** বলে।

- **حديث مرسل (মুরাসাল হাদিস)** : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের শেষ দিক থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম অর্থাৎ, কোন সাহাবির নাম বাদ পড়েছে তাকে **حديث مرسل** বলে।

### শক্তির দিক থেকে হাদিসের প্রকার

শক্তি ও দুর্বলতার দিক থেকে হাদিস সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. صحيح (সহিহ)    ২. حسن (হাসান)    ৩. ضعيف (দয়িফ)

- **الحديث الصحيح (সহিহ হাদিস)**: যে হাদিসের বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং তাদের স্মরণশক্তি খুবই প্রখর এবং যাদের বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আর তাদের বর্ণনা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনার বিপরীতও নয় এরূপ হাদিসকে সহিহ হাদিস বলে।
- **الحديث الحسن (হাসান হাদিস)**: যে সহিহ হাদিসের রাবীদের স্মৃতি সামান্য কম থাকে, যা অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হয় না তাকে হাসান হাদিস বলে।
- **الحديث الضعيف (দয়িফ হাদিস)**: যে হাদিসে সহিহ এবং হাসান হাদিসের শর্তসমূহ সম্পূর্ণ অথবা কিছু শর্ত বাদ পড়ে যায় তাকে দয়িফ হাদিস বলে।

### অগ্রহণযোগ্য হাদিসের প্রকার

যে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নেই এমন হাদিস তিন প্রকার। যথা-

- **الحديث الموضوع (মাওযু' হাদিস)**: যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কোন এক সময় ইচ্ছাপূর্বক হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা রচনা করেছেন বলে প্রমানিত।
- **الحديث المتروك (মাতরুক হাদিস)**: যে হাদিসের বর্ণনাকারী সাধারণ কাজ-কারবারে মিথ্যা কথা বলেন মর্মে খ্যাত।
- **الحديث المبهم (মুবহাম হাদিস)**: যে হাদিসের রাবির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাতে তার গুনাগুন বিচার করা যেতে পারে। মুহাদ্দিসিনের মতে, এরূপ ব্যক্তি যিনি সাহাবি নন বিচার-বিবেচনা ব্যতীত তার হাদিস গ্রহণ করা যাবে না।

### ইসলামে হাদিসের গুরুত্ব:

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। হাদিসকে উপেক্ষা করে ইসলামি জীবন-বিধান কল্পনা করা যায় না। হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ বাণী। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে, وما ينطق عن الهوى إن

“তিনি [রসূল (ﷺ)] ওহি ব্যতীত নিজ থেকে কিছু বলেন না” (আন নাজম-৩১)

ইসলামের যাবতীয় মৌল নীতিমালা কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। আর হাদিস সেই মৌল নীতিমালাকে ভিত্তি করে



প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রায় পাঁচশত আয়াতে সালাত, সাওম, হজ্জ ও জাকাতসহ বিভিন্ন বিষয়ের হুকুম-আহকাম ও মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো বাস্তবায়ন ও পালনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়নি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও হিদায়াত মোতাবেক মহানবি (ﷺ) নিজে কথা ও কাজের মাধ্যমে তথা স্থায়ী জীবনে এ সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবে অনুশীলন করে এর পালন পদ্ধতি নিজ অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আলোচনার মাধ্যমে এর বিশদ বিবরণ প্রদান করত কুরআনের উপর আমল করার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

আল-কুরআনের আদেশ নিষেধ মান্য করেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে হয় এবং মহানবির আদেশ-নিষেধ ও তার অনুসৃত বিধি বিধান মান্য করেই রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য করতে হয়। আর রসুল (ﷺ) এর আনুগত্যের মধ্যেই যেহেতু আল্লাহ তাআলার আনুগত্য নিহিত, তাই হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

১- {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন।” (আল ইমরান-৩১)

২- {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور: ৫৬]

আর যদি তোমরা তার (রসুলের (ﷺ)) আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা নূর-৫৪)

৩- {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ৭]

“রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে তোমরা বিরত থাক” (আল হাশর-৭)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

“আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহ তাআলার কিতাব ও তার নবি (ﷺ) এর সুন্নাহ”।

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, খুব শীঘ্র এমন অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কুরআনের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে। তোমরা তাদেরকে সুন্নাহর সাহায্যে পাকড়াও কর। কেননা, সুন্নাহর ধারক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখবেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন-“لولا السنة ما فهم احد منا القرآن .” “সুন্নাহ বা হাদিস বিদ্যমান না থাকলে আমাদের কেউই কুরআন বুঝতে পারত না।”

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-“إن السنة تفسر الكتاب وتبينه .” “সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষকারী।”

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রহ. বলেন-“السنة بيان للكتاب ولا تخالفه” “সুন্নাহ বা হাদিস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী এবং সুন্নাহ কুরআনের বিরোধিতা করে না।”

উপরোল্লিখিত আয়াত, হাদিস এবং মুসলিম মনীষীদের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও সমষ্টি নিহিত। আর হাদিসের মাধ্যমেই কুরআন উপলব্ধি করতে হবে। হাদিস ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব।

### আল-কুরআন এবং আল-হাদিসের মধ্যে পার্থক্য:

আল কুরআন এবং আল হাদিস ইসলামি জীবন বিধানের মৌলিক উৎস। অবশ্য আল কুরআন ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস। তবে কুরআন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভাষা এবং মর্ম সম্বলিত। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার পরোক্ষ ইংগিত, যা রসূল (ﷺ) এর ভাষায় প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে বিধৃত হলো-

১. কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহি বা প্রত্যাদেশ। আর হাদিস আল্লাহ তাআলার রসূলের প্রতি পরোক্ষ ওহি।
২. কুরআন হজরত জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে হজরত রসূল (ﷺ) নিকট অবতীর্ণ। আর হাদিস অপ্রকাশ্য প্রত্যাদেশরূপে সরাসরি হজরত রসূল (ﷺ) এর নিকট অবতীর্ণ।
৩. কুরআনের ভাব ও ভাষা আল্লাহ তাআলার নিজের। অপরদিকে হাদিসের ভাব ও মর্ম আল্লাহ তাআলার, কিন্তু ভাষা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর।
৪. কুরআন **وحي متلو** বা পঠিত প্রত্যাদেশ। আর হাদিস **وحي غير متلو** বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।
৫. নামাজে কুরআন পাঠ করা ফরজ। অপরদিকে হাদিস নামাজে পাঠ করা যায় না।

### হাদিস সংরক্ষণ:

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তার নবুয়তি জীবনে যে সকল কথা বলেছেন, যে সব কাজ করেছেন এবং সাহাবিদের যে সকল কথা ও কাজকে সমর্থন দিয়েছেন, তা সবই হাদিস ও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

সাহাবিগণ হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদিসসমূহকে পৃথিবীর মহামূল্যবান মনি-মুক্তার চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে করতেন। তারা প্রিয় নবির বাণীকে নিজেদের জন্য মূল্যবান পাথের মনে করা ছাড়াও

পরবর্তীকালের মানুষের সুপথ নির্দেশক মনে করতেন। এ কারণে সাহাবিগণ হাদিস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মুখস্ত করে রাখতেন। আর হাদিস মুখস্ত করা তাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কেননা আরবগণ জন্মগতভাবে অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। আরববাসীগণ অনায়াসে নিজ বংশের গৌরব বর্ণনায় সূদীর্ঘ কবিতা ও নসবনামা স্মৃতিপটে মুখস্ত করে রাখত। সুতরাং এহেন প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন জাতির জন্য তাদের প্রিয় নবির বাণী তথা হাদিসসমূহ মুখস্ত করে রাখা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। বরং একে তারা অত্যন্ত পূণ্যময় কাজ মনে করতেন। মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসুলের বাণীকে প্রধানত মুখস্ত করে রাখতেন এদের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হজরত আয়েশা (রাঃ), হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) প্রমুখ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়া মসজিদে নব্বীতে অবস্থানকারী আসহাবে সুফফা নামক একদল সাহাবি জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণ মহানবি (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং কুরআন ও হাদিস চর্চা করতেন এবং কণ্ঠস্থ করে নিতেন। মহানবি (ﷺ) যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন, যাতে সাহাবিগণ তা মুখস্ত করে নিতে পারেন।

রসূল (ﷺ) গৃহঅভ্যন্তরে যা কিছু বলতেন বা করতেন উম্মাহাতুল মুমিনীন সেগুলো মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষ তা মুখস্ত করে নিতেন। অতপর তাঁরা সেগুলো অন্যান্য সাহাবিগণের নিকট বর্ণনা করতেন। এভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতিটি কথা, কাজ ও সমর্থন সম্পর্কে যাঁরা অবহিত হতেন, তাঁরা অনুপস্থিত সাহাবিগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় কোন কোন সাহাবি তাঁর অনুমতিক্রমে হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস বলেন- আমি মহানবি (ﷺ) এর নিকট থেকে যা শ্রবণ করতাম, তার সব কিছুই লিখে রাখতাম। উল্লেখিত পদ্ধতিতে মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় হাদিস সুরক্ষিত ছিল।

মহানবি (ﷺ) এর ওফাতের পর সাহাবিগণ অত্যন্ত যত্নের সাথে হাদিসসমূহ মুখস্ত ও সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যখন ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়, তখন নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবিগণ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে কোন অঞ্চলের লোকই একই স্থানে সকল হাদিস শিক্ষা লাভ করতে পারত না। এজন্য কিছু সংখ্যক সাহাবি বিভিন্ন এলাকায় গমন করে হাদিস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এর দৃষ্টান্ত হলো হজরত আবু আইউব আনসারি (রাঃ) একটি মাত্র হাদিস সংগ্রহের জন্য সূদূর মিসরে হজরত উকবা বিন আমিরের কাছে গিয়েছিলেন। হজরত আনাস (রাঃ) একটি মাত্র হাদিস শ্রবণ করার জন্য দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করে হজরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস এর কাছে গমন করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদিস সংগ্রহ করার জন্য সাহাবিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

এভাবে তাঁরা হাদিস সংগ্রহ করে বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকেন। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এবং হজরত আয়েশা (রাঃ) মদিনাতে, হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মক্কাতে, হজরত আবু মুসা (রাঃ) বসরায়, হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হজরত আনাস (রাঃ) এবং হজরত আলি (রাঃ) কুফাতে, হজরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) মিসরে এবং আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) সিরিয়াতে হাদিস শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহানবি (সাঃ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ যেভাবে মুখস্ত করে হাদিস সংরক্ষণ করতেন, তাঁর ইত্তিকালের পর সাহাবিগণ এবং পরবর্তীতে তাবয়ি এবং তাবে-তাবেয়িগণও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা মুখস্ত করে সংরক্ষণ সংরক্ষণের ধারা অব্যাহত রাখেন, এমনভাবে হাদিস সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

### হাদিস সংকলন:

মহানবি (সাঃ) এর জীবদ্দশায় সাহাবিগণ রসুলুল্লাহ (সাঃ) হাদিসসমূহ অত্যন্ত আহহসসহকারে মুখস্ত করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করতেন। আবার অনেকে মহানবি (সাঃ) এর অনুমতি সাপেক্ষে কিছু কিছু হাদিস লিখেও রাখতেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আমলে স্মৃতিপটে মুখস্ত রাখার সাথে সাথে কিছু হাদিস লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ ছিল। হজরত আলি (রাঃ), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ), হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হজরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিগণ কিছু কিছু হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত আর কোন সাহাবি আমারচেয়ে বেশী হাদিস জানতেন না। কারণ, তিনি হাদিস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।

মহানবি (সাঃ) এর আমলে প্রশাসনিক কাজ-কর্ম লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা, সরকারি কর্মচারী এবং জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত নির্দেশ দান করা হতো। এতদ্ব্যতীত রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সন্মুখদেহের সাথে পত্র বিনিময়, ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধি লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। আর মহানবি (সাঃ) এর আদেশক্রমে যা লেখা হতো তা হাদিস বলে পরিচিত।

মহানবি (সাঃ) এর ওফাতের পর বিভিন্ন কারণে হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরআন মাজিদের সাথে হাদিসের সংমিশ্রণ হওয়ার আশংকায় কুরআন পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাদিস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ ছিলো। কিন্তু প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর আমলে কুরআন মাজিদ গ্রন্থাকারে লিখিত হলে সাহাবিগণ হাদিস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আর কোন বাধা আছে বলে অনুভব করেননি। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে নাগাদ সাহাবি ও তাবয়িগণ প্রয়োজন অনুসারে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। অতপর হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে উমাইয়া খলিফা উমার ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.

এর আদেশে হাদিস সংগ্রহের জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর বিন হাজমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও আলিমগণের কাছে একটি ফরমান জারি করে বলেন যে, আপনারা মহানবি (ﷺ) এর হাদিস সমূহ সংগ্রহ করুন। কিন্তু সাবধান মহানবি (ﷺ) এর হাদিস ব্যতিত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মজলিস প্রতিষ্ঠা করে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষা দিতে থাকুন। কেননা, জ্ঞান গোপন করা হলে তা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ আদেশ জারি করার পর মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলের হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়। কথিত আছে যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবন শিহাব জুহরি (রহ.) সর্বপ্রথম হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে হাত দেন; কিন্তু তাঁর সংকলিত হাদিস গ্রন্থের বর্তমানে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এরপর ইমাম ইবন জুরাইজ মক্কায়, ইমাম মালিক (রহ.) মদিনায়, আব্দুল্লাহ ইবন ওহাব (রহ.) মিসরে, আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) ইয়ামেনে, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) খুরাসানে এবং সুফিয়ান সাওরি (রহ.) ও হাম্মাদ ইবন সালামা (রহ.) বসরায় হাদিস সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। এ যুগের ইমামগণ কেবল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো ও স্থানীয় হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদিস সমূহই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কেউই বিষয়বস্তু হিসেবে বিন্যাস করে হাদিসমূহ লিপিবদ্ধ করেননি। এ যুগে লিখিত হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (রহ.) এর সংকলিত ‘মুয়াত্তা’ কিতাব সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থ। ইমাম মালিক (রহ.) এর ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থটি হাদিস সংকলনের ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এটি হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নে মুসলিম মনীষীদের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। এরই ফলে দেশের সর্বত্র হাদিস চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। ইমাম শাফিয়ি (রহ.) এর ‘কিতাবুল উম্ম’ এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থদ্বয় হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

অতপর হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন মনীষী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন ইমাম বুখারি রহ., ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম আবু দাউদ রহ., ইমাম তিরমিজি রহ., ইমাম নাসায়ি রহ. এবং ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.। এদের সংকলিত হাদিস গ্রন্থগুলো হলো সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি, সুনানে নাসায়ি এবং সুনানে ইবনে মাজাহ। এ ছয়খানা হাদিস গ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে সহিহ সিতাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলা হয়।

মোট কথা, মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় যে হাদিসসমূহ প্রধানত সাহাবিদের স্মৃতিপটে মুখস্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা লিখিত রূপ নেয়। আর হাদিস লিপিবদ্ধের কাজ পরিসমাপ্ত হয় আব্বাসীয় যুগে।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الحديث এর আলোচ্য বিষয় কি ?

ক. পুরাণ কিছা-কাহিনী।

খ. রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলী।

গ. সকল নবিদের সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জী।

ঘ. রসুল হিসেবে নবি করিম (ﷺ) এর সত্ত্বা।

২. الحديث শব্দটি কোন্ বাব থেকে ব্যবহৃত হয়?

ক. باب ضرب- يضرب

খ. باب كرم- يكرم

গ. باب فتح- يفتح

ঘ. باب فضل- يفضل

৩. হাদিস সংকলনের ফরমান সর্ব প্রথম কে জারি করেন ?

ক. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

খ. হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)

গ. হজরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ)

ঘ. হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.

৪. হাদিস কিরূপ ওহি ?

ক. الوحي المتلو

খ. الوحي الجلي

গ. الوحي غير المتلو

ঘ. الوحي غير التشريع

৫. কোন্টি أحাদ এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক. الخبر المشهور

খ. الخبر العزيز

গ. الخبر المتواتر

ঘ. الخبر الغريب

৮. ما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى আয়াতাত্শ দ্বারা হাদিসকে ওহির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ-

i. নবি করিম (সাঃ) কুরআন তেলাওয়াত ছাড়াও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন না।

ii. নবি করিম (সাঃ) স্বাভাবিক কথাবার্তাও ওহির দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে বলতেন।

iii. নবি করিম (সাঃ) এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ইমাম সাহেব মসজিদে খুৎবার সময় বললেন, রোজা একজন মুসলিমের জন্য বিশেষ নেয়ামত। কারণ,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به .

এ হাদিসটি শুনে ওযায়ের সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে কখনো রোজা পরিত্যাগ করবে না।

(ক) وحي কোন প্রকারে حديث ?

(খ) হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) খুৎবায় উল্লেখিত حديث টি কোন প্রকারের? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ওযায়ের সিদ্ধান্তটি হাদিসের গুরুত্বের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### بَابُ السَّلَامِ

#### সালাম অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করার জন্য সালামকে সুন্নাহ হিসেবে অভিবাদন রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের এই সংস্কৃতি প্রথম প্রচলিত হয় হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে। পরবর্তী পয়ায়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) সকলকে সালাম প্রদান করার নির্দেশ দেন। সর্বজনীন পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম মানবতার শান্তির জন্য পারস্পরিক সালামের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। স্বয়ং মহান রাক্বুল আলামিন সালাম ও তার উত্তরের আদব সম্পর্কে বলেন-

{وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: ৮৬]

“আর যদি তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তাহলে তোমরাও তার চেয়ে উত্তম সালাম প্রদান কর অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।”

পৃথিবীতে প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় ভালোবাসা ও সম্মতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন অভিবাদন তেমন নয়। কেননা এতে শুধু ভালোবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালোবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। কেননা সালামের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করা হয় যে, আল্লাহ পাক আপনাকে সব বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। মূলকথা- সালাম ইসলামি শরিয়তে আদাব বা শিষ্টাচারিতার অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের আলোকে ভদ্রতা ও নম্রতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

مُسَلِّمٌ সম্পর্কিত আলোচনা:

مُسَلِّمٌ শব্দটি باب تفعيل থেকে মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১। اَلْسَّلَامَةُ وَالْبِرَّةُ مِنَ الْعُيُوبِ অর্থাৎ, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা।

২। اَلْأَمَانُ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা।

৩। اَلتَّحِيَّةُ তথা স্বাগতম ও অভিবাদন জানানো।

৪। আনুগত্য প্রকাশ করা।

আল্লামা রাগেব ইম্পাহানি রহ. বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি নাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

পরিভাষায়- মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে দোআ কামনা, নিরাপত্তা দান ও কুশল বিনিময় করাকে সালাম বলা হয়।

## حُكْمُ السَّلَام (সালামের বিধান):

সালাম ইসলামের অন্যতম শি'য়ার। ওলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, সালাম দেয়া সুন্নত। আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, নামাজ, মল-মুত্র ত্যাগ, কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় সালাম প্রদান করা মাকরুহ। আর বিধর্মীকে সালাম দেয়া হারাম। সালাম বা অভিবাদন ইসলামি শরিয়তের একটি মৌলিক বিষয়, যা সমাজের মানুষকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।

### হাদিস-১:

১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيَاكَ الْتَفَرَّ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ فَأَنَّهُمْ خَيَّبَتْكَ وَخَيَّبَتْكَ ذُرِّيَّتُكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ أَدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (عليه السلام) কে তাঁর (আদম আ.) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ষাট হাত। যখন তিনি তাঁকে (আদম) সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, “যাও! ঐ দলটিকে সালাম কর। তারা হলেন ফেরেশতাগণের উপবিষ্ট একটি দল। তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা এটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম বা অভিবাদন। অতপর তিনি (তাদের নিকট) গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম বললেন। জবাবে তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা ওয়ারাহমাতুল্লাহ।” হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফেরেশতাগণ প্রতিভোরে “ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বাক্য বৃদ্ধি করলেন।” অতঃপর তিনি আরো বললেন, যত লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা সকলেই আদম (عليه السلام) এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উচ্চতা হবে ষাট হাত। এরপর হতে অদ্যাবধি সৃষ্টিকূলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। (বুখারি ও মুসলিম)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الصلاة : হিগাহ বাহাছ ماضى معروف واحد مذكر غائب : صلي

মাদ্দাহ - ل - و - ناقص واوي , জিনস - ص - ل - و

صورة : অর্থ- আকার-আকৃতি, গুণ।



ذراع : اسم একবচন, বহুবচন ذرعان , اذرع অর্থ- গজ, হাত, হস্ত পরিমিত। আরবিতে ১৮ ইঞ্চিকে ذراع বলা হয়।

التحية মাসদার تفعیل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر غائب : ছিগাহ  
মাদাহ ی - ی - ح জিনস لفیف مقرون অর্থ- তাঁরা অভিবাদন করবে, তাঁরা সম্মান  
করবে।

زادوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب : ছিগাহ  
মাদাহ ی - ی - د জিনস أجوف یائی অর্থ- তারা বৃদ্ধি করল।

ينقص : ছিগাহ جمع مذكر غائب : ছিগাহ  
মাদাহ ی - ی - ق - ص জিনস صحيح অর্থ- লোপ পাবে, হ্রাস পাবে, কমবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

خلق الله آدم على صورته : আল্লাহ তাআলা হজরত আদম  
عليه السلام কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বাক্যটির বিশ্লেষণে মুহাদ্দিসিনে কিরাম থেকে বিভিন্ন মত পাওয়া  
যায়।

۱। متقدمين বা প্রথম যুগের আলিমদের মতে, এ বাক্যটি متشابه (মুতাশাবিহ) এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক  
মর্ম একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

۲। متأخرين বা পরবর্তী যুগের ওলামা হতে এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তারা বলেন, বাক্যের صورته  
এর সর্বনামটি আল্লাহ ও আদম উভয়ের দিকে প্রত্যাভর্তিত হতে পারে। যদি আল্লাহ তাআলার দিকে  
প্রত্যাভর্তিত হয় তাহলে এর অর্থ হবে-

ক) الصورة এর অর্থ الصفة তথা গুণ। সুতরাং অর্থ হবে- আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে নিজস্ব গুণের  
উপর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ নিজের গুণ প্রকাশার্থে হজরত আদম (عليه السلام) কে তৈরী করেছেন।  
যেমন তাঁকে জীবন, বাকশক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা, শ্রবণ ইত্যাদি গুণসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন। হজরত আদম  
(عليه السلام) এর সকল গুণাবলি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির প্রকাশ।

খ) অথবা الاضافة للتشريف তথা আদমআলাইহিস সালামএর মহত্ত্বের জন্য صورة শব্দকে আল্লাহ  
তাআলার দিকে ইয়াফত করা হয়েছে। অতএব অর্থ- হবে তিনি আদম (عليه السلام) কে أشرف المخلوقات  
করে সৃষ্টি করেছেন।

আর صورته এর সর্বনামটি আদম (عليه السلام) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হলে তার অর্থ হবে নিম্নরূপ-

(ক) আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে এমন এক পরিকল্পিত আকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন, ইতোপূর্বে যে আকৃতিতে আর কেউই ছিল না।

(খ) আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে আদমের আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। যার দৈর্ঘ্য ষাট হাত।

فzادوه ورحمة الله : এর অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতাগণ হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর সালামের জবাব ওয়ারাহমাতুল্লাহ শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সালামের উত্তরে عليك السلام এর ন্যায় السلام عليكم ও السلام عليك বলাও জায়েজ আছে। উভয় প্রকার উত্তর দানে কোন পার্থক্য নেই। আবার এটাও জানা গেল যে, সালামের প্রত্যুত্তরে সালাম শব্দ হতে কিছু বাড়িয়ে বলা উত্তম। আর এটা জবাবের শিষ্টাচারও বটে। যেমন- السلام عليكم এর জবাব الله ورحمة الله এবং السلام وبركاته ورحمة الله এর জবাব عليكم ورحمة الله বলা। কোন কোন বর্ণনায় السلام عليكم এর পর ومغفرته ও এসেছে। এরচেয়ে বৃদ্ধি করার কথা পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার থেকে উত্তমভাবে জবাব দাও।

তারকিব: خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

صورة এবং حرف جار على শব্দটি علی। আর مفعول به শব্দটি فاعل আর آدم শব্দটি فعل, خلق শব্দটি صورة এবং مجرور মিলে مضاف اليه ও مضاف এবার مضاف হল সর্বনামটি "ه" আর مضاف হলো جملة فعلية متعلق এবং مفعول ও فاعل তার فعل পরিশেষে متعلق হয়েছে। মিলে مجرور ও جار হয়েছে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) : অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের মধ্যে হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) অন্যতম। তিনি ইসলাম পূর্বে যুগে দক্ষিণ আরবের “আয্দ” বা দাউস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর প্রকৃত নামের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আবদুশ শাম্স, আবদু উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান বা আবদুল্লাহ বা উমায়ের। তবে তিনি ইতিহাসে আবু হুরায়রা নামে সুপরিচিত। তাঁর পিতার নাম সাখর বা আমির। মাতার নাম মায়মুনা। হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) ৬২৬ খৃষ্টাব্দে, হিজরি ৭ম সনে খায়বার যুদ্ধের সময় মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইত্তিকাল পর্যন্ত তিনি সর্বদা রসুলুল্লাহ (ﷺ)

এর সোহবতে থাকেন। তিনি ৫৯ বা ৫৭ হিজরি সনে ৭৮ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর অবদান অসামান্য। সাহাবি গণের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৫টি। তিনি ছিলেন আহলুস সুফফা এর একজন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁকে একবার বাহরাইন প্রদেশের ওয়ালী বা প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

হাদিস-২:

২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, “ হে আল্লাহর রসুল! ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?” তিনি বললেন, “তুমি অপরকে খাদ্য দেবে এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।” (বুখারি ও মুসলিম।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

সأل : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : মাসদার  
 سؤال : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر حاضر : মাসদার  
 تطعم : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر حاضر : মাসদার  
 تقرأ : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر حاضر : মাসদার  
 ضرب يضرب : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر حاضر : মাসদার  
 لم تعرف : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر حاضر : মাসদার

হাদিস-৩:

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِصَالٍ يَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ . (رواه النسائي)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন একজন মুমিনের জন্য অপর মুমিনের প্রতি ছয়টি কর্তব্য রয়েছে (১) যখন সে রোগাক্রান্ত হবে, তখন তার সেবা করবে। (২) যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় উপস্থিত হবে। (৩) যখন সে আহবান করবে, তখন সাড়া দেবে। (৪) যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে, তখন তাকে সালাম দেবে। (৫) যখন সে হাঁচি দেবে তখন তার হাঁচির জবাব দেবে। (৬) উপস্থিত, অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তার মঙ্গল কামনা করবে। (ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**وینصح إذا غاب أو شهد** এর মর্মার্থ হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অত্র হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমানগণকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রতি দায়িত্ব হচ্ছে তার কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা। চাই সে উপস্থিত থাক আর অনুপস্থিত থাক। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উপস্থিতদের কল্যাণের অর্থ হচ্ছে, তাকে শরয়ী বিধান পালনে উৎসাহিত করা, চাই তা **امر بالمعروف** তথা সৎকাজের আদেশ হোক কিংবা **نهی عن المنکر** বা অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা হোক। আর অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, তার বা তার পরিবারের ক্ষতিসাধন না করা, গিৰত বা দোষ-ত্রুটি সমাজের কাছে তুলে না ধরা ইত্যাদি।

### تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

**خصال** : বহুবচন, একবচনে **خصلة** অর্থ- অভ্যাস, স্বাভাব, চরিত্রসমূহ।

**مات** : **نصر ينصر** বাব **اثبات فعل ماضي معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** ছিগাহ **مات** : **أجوف واوي** জিনস **م - و - ت** মাদ্দাহ **الموت** অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করল।

**يسلم** : **السلام** মাসদার **تفعيل** বাব **اثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** ছিগাহ **يسلم** : **صحيح** জিনস **س - ل - م** মাদ্দাহ **السلام** অর্থ- সালাম প্রদান করবে।

**ينصح** : **فتح يفتح** মাসদার **اثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** ছিগাহ **ينصح** : **صحيح** জিনস **ن - ص - ح** মাদ্দাহ **النصيحة** অর্থ- উপদেশ দেবে।

### হাদিস-৪:

٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমান আনবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমানদার হাতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক জিনিসের সন্ধান দিব না, যা তোমরা প্রতিপালন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? (তা হল) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন কর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থঃ لا تؤمنوا حتى تحابوا -এর ব্যাখ্যা: রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর অমিয় বাণী لا تؤمنوا حتى تحابوا, তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না। এর মর্মার্থ হচ্ছে-

১। محبة বা ভালোবাসা ইমান পূর্ণতার পূর্বশর্ত। অর্থঃ, একে অপরকে না ভালোবাসলে ইমান পূর্ণতা লাভ করে না। তবে এ ভালোবাসাটি নিরেট আল্লাহ তাআলার জন্য হতে হবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে-

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان

২। অন্যভাবে বলা যায়, রসুল (সাঃ)-এর বাণী দ্বারা পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। কেননা, ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। আর মুসলিম ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ইমানের অন্যতম দাবি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, إنما المؤمنون إخوة

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার افعال বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : تحابوا

অর্থ- তোমরা ইমান আনয়ন করবে। مهموز فاء জিনস -ম -ন -مাদাহ الإيمان

মাসদার تفاعل বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : تحابوا

অর্থ- তোমরা পরস্পরকে ভালো বাসবে। مضاعف ثلاثي জিনস -হ -ব -ب-مাদাহ التحاب

মাসদার افعال বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : أفسوا

অর্থ- তোমরা প্রচলন কর। ناقص يائي জিনস -ফ -শ -ي

### হাদিস-৫:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّأَكِبُ عَلَى

الْمَآثِي وَالْمَآثِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তিকে, পদব্রজে গমনকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ر - الركوب আসদার يسمع - سمع বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : الراكب

ب - صحيح , অর্থ- আরোহনকারী।

ম - ش المشي আসদার يضرب - ضرب বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : الماشي

ي - ناقص يائي জিনস - অর্থ- পদব্রজে চলাচলকারী।

القليل - কম, নগন্য। القلة আসদার صفت مشبه বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : القليل

হাদিস-৬:

٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, ছোট বড়কে এবং পথ অতিক্রমকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

يسلم الصغير على الكبير এর মর্মার্থ : ইসলাম যে শান্তি-স্থিতিশীলতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশের ধর্ম, তার বাস্তব প্রমাণ আলোচ্য হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন يسلم الصغير على الكبير অল্প বয়স্করা বড়দের সালাম করবে। অর্থাৎ, ইসলামের বিধান হলো- বড়দের শ্রদ্ধা করা। ছোটদের স্নেহ করা। আর এ দুটি কাজের সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য হাদিসের মধ্যে। কেননা ছোটরা বড়দের সালাম প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তার বিনিময়ে বড়রা ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও আন্তরিক হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে বড়দেরকে ছোটদের সালাম করার বিধান বলা হয়েছে তা উত্তমতার দিক বিবেচনায়। তবে বড়রা ছোটদেরকেও প্রশিক্ষণ ও উদ্ধৃদ্ধ করার জন্য সালাম দিতে পারেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصغير : ছোট, বয়োকণিষ্ঠ। অর্থ- الصغير একবচন, বহুবচন اسم

ম - র - র : হিগাহ মাসদার مرور نصر ينصر اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : المار  
জিনস مضاعف ثلاثي - অর্থ, অতিক্রমকারী।

হাদিস-৭:

۷- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غُلَمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) (একবার) কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المرور : হিগাহ মাসদার مرور نصر ينصر باب اثبات فعل ماضٍ معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : مر  
মাদ্দাহ ম - র - র জিনস مضاعف ثلاثي - অর্থ, অতিক্রম করল, গমন করল।

غلمان : বালকগণ। অর্থ- غلام একবচন, বহুবচন اسم

হাদিস-৮:

۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَإِنَّ أَجْلَلَ النَّاسِ مَنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ." (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সবচেয়ে বড় অক্ষম সে, যে দু'আ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং সবচেয়ে বড় কৃপণ সে, যে সালাম দিতে কৃপণতা করে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি শোআবুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع - : হিগাহ মাসদার العجز اسم التفضيل বাহাছ واحد مذکر : أعجز  
জিনস صحيح - অর্থ, সবচেয়ে বড় অক্ষম। জ - র

الدعاء : শব্দটি মাসদার। বাবে- نصر ينصر -মাদ্দাহ- د ع و -জিনস- اوى ناقص -অর্থ- প্রার্থনা করা, দোআ করা।

হাদিস-৯:

৯- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। (ইমাম বুখারী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التكلم : মাসদার تفعل বাব اثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : تكلم  
মাদ্দাহ : ل - م - صحیح : তিনি কথা বললেন।

الفهم : মাসদার سمع يسمع বাব اثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : تفهم  
মাদ্দাহ : ه - م - صحیح : বুঝা যায়।

হাদিস-১০:

১০- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন আহলে কিতাব (ইহুদি ও খৃষ্টানগণ) তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা وعليكم (তোমাদের উপরও) বলে উত্তর দিবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التسليم : মাসদার تفعل বাব اثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : سلم  
মাদ্দাহ : س - ل - م : صحیح , অর্থ- সে সালাম করল।



হাদিস-১১:

১১- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ إِنَّ الْيَهُودَ آتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ -

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা একদল ইহুদি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করল, অতপর তারা বলল, তোমাদের মৃত্যু হোক। তখন আমি বললাম, “বরং তোমাদের মৃত্যুহোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত।” নবি করিম (ﷺ) বললেন, “হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোমল, তিনি সকল ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।” আমি বললাম, “(হে আল্লাহ তাআলার রসুল!) আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলেছে? তখন তিনি বললেন, “আমিও তো তাদের জবাবে عليكم (তোমাদের প্রতিও) বলেছি। অন্য এক বর্ণনায় عليكم শব্দ রয়েছে, তথ্যই বা উল্লেখ করা হয়নি (বুখারি ও ইমাম) বুখারি শরিফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, একদা একদল ইহুদি নবি (ﷺ) এর নিকট আগমন করল এবং বলল, السام عليك আপনার মৃত্যুহোক। উত্তরে তিনি বললেন عليكم তোমাদের উপরও। কিন্তু হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব পতিতহোক। (তার কথা শুনে) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, “হে আয়েশা! থামো, তোমারকোমলতা অবলম্বন করা উচিত। তুমি কঠোরতা অবলম্বন ও অশোভন উক্তি করা থেকেবঁচে থাক। তখন হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বললেন, আপনি কি শোনেননি তারা কি বলেছে?” তখন রসুল (ﷺ) বললেন, “তুমি কি শোনেনি আমি কি বলেছি? আমি তাদের কথাকে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের ব্যাপারে আমার বদ দুআ কবুল হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদদুআ কবুল হবে না। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি অশ্লীল কথা বল না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অশালীনতা পছন্দ করেন না।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاستيدان ماسدار استفعال باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : استأذن

মাদ্দাহ অর্থ- অনুমতি প্রার্থনা করল।

اللعة ماسدار استفعال باب اللعنات ، اللعان বহুবচনে একবচন اسم : اللعة

মাদ্দাহ অর্থ- অভিসম্পাত।

الذكر ماسدار ينصر باب نفى جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يذكر

মাদ্দাহ অর্থ- তিনি উল্লেখ করেননি।

الرد ماسدار ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متکلم : رددت

মাদ্দাহ অর্থ- আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

ماسدار استفعال باب نفى فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يستجاب

মাদ্দাহ অর্থ- দোআ কবুল করা হবে না।

### হাদিস-১২:

١٢- عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত উসামা ইবনে যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গমন করলেন। সেখানে মুসলিম, মুশরিক তথা মূর্তিপূজক এবং ইহুদিরা একত্রিত ছিল। তিনি তাদের প্রতি সালাম দিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ماسدار ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : مر

মাদ্দাহ অর্থ- তিনি অতিক্রম করলেন।

أخلاق ماسدار بلم معروف বাহাছ একবচন اسم : أخلاق

الأوثان ماسدار الوثن অর্থ- মূর্তি বা প্রতিমা।

## হাদিস-১৩:

১৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু সায়েদ খুদরি (রাঃ) নবি করিম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ। সাহাবিগণ বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপরে বসা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, যেখানে বসে আমরা আলাপ-আলোচনা করব। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় না থাকে; তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা আরয করলেন, যে আল্লাহ তাআলার রসুল! রাস্তার হক কি? উত্তরে তিনি বললেন, রাস্তার হক হল- (১) চক্ষু অবনমিত করা। (২) (কাউকে) কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। (৩) সালামের উত্তর দেয়া (৪) সৎ কাজের আদেশ করা এবং (৫) মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা। (বুখারি ও মুসলিম।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ایاکم والجلوس بالطرقات : ‘অর্থাৎ, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।’ রসুল (সাঃ) এর এই বাণী আমাদের সমাজ জীবনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ, রাস্তায় বসে থাকা তথা রাস্তা অবরুদ্ধ করার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সেদিকে সতর্ক করেই রসুল (সাঃ) এ উক্তি করেন। রাস্তায় বসার ক্ষতিকর দিক হলো-

১. রাস্তায় বসে দ্বিনি বা পার্শ্বিবে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করলে পথচারীদের চরম কষ্ট হয়।
২. যানজটের সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগ বাড়ে।
৩. দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
৪. রাস্তায় বসা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে যা ক্ষতিকর।

তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার হক আদায় করে রাস্তার সন্নিহিত বসার অনুমতি আছে।

## صحابہ এর পরিচয়:

صحابہ শব্দটি একবচন বহুবচনে أصحاب অর্থ- সাথী, সঙ্গী। পরিভাষায়- صحابة এর সংজ্ঞায় হজরত ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন- من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام - সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা রসুল ইমানের সাথে (সাঃ) কে দেখেছেন/সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইমানের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।’

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

مادداه التحدث ماسدار تفعل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاج جمع متكلم : نتحدث

বলি। অর্থ- আমরা পরস্পর কথাবর্তা করি।  
জিনস - হ - দ - ঠ

الاباء ماسدار فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف باهاج جمع مذكر حاضر : أيتيم

মাদ্দাহ অর্থ- তোমরা অস্বীকার করলে।  
জিনস - ব - ষ - ঈ

ع - ماسدار افعال باب امر حاضر معروف باهاج جمع مذكر : اعطوا

অর্থ- তোমরা দাও, আদায় কর।  
জিনস - ট - ঈ - ঈ

ن - ك - ماسدار الإنكار ماضى مفعول واحد مذكر : المنكر

অর্থ- অপ্রচলিত কথা বা কাজ।  
জিনস - ক - ঈ - ঈ

### হাদিস-১৪:

١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَارْشَادُ السَّبِيلِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُذْرِيِّ هَكَذَا)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (সাঃ) থেকে অত্র ঘটনায় আরো বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাস্তার আরেকটি হক হল, (পথ হারা ব্যক্তিকে) পথের সন্ধান দেয়া। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিসের শেষাংশে এরূপ বর্ণনা করেছেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

السبيل : اسم একবচন, বহুবচন- سبل অর্থ- রাস্তা, পথ।

القصة : اسم একবচন, বহুবচন- القصص অর্থ- ঘটনা, কাহিনী অবস্থা।

### হাদিস-১৫:

١٥- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُعِينُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا ) وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ

অনুবাদ: হজরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত ঘটনায় নবি করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাস্তার হক হল মজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করবে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসের পর এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মিশকাত প্রণেতা বলেন, আমি এ দুটি হাদিস বুখারি ও মুসলিমে পাইনি।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الاعانة ماسدائر افعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر حاضر : تعينوا  
মাদ্দাহ - أجبوا واوي - ع - و - ن - جিনস - অর্থ- তোমরা সাহায্য কর।

ل - ه - مাদ্দাহ - اللهف ماسدائر فتح يفتح باب اسم مفعول باهاض واحد مذكر حاضر : الملهوف  
- জিনস - صحيح - অর্থ- অত্যাচারিত, মজলুম।

ماسدائر ضرب يضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر حاضر : تهدوا  
- অর্থ- তোমরা পথ দেখাবে।

### হাদিস-১৬:

١٦- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) -

অনুবাদ: হজরত আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার বা দায়িত্ব রয়েছে। (১) যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম দেবে। (২) তাকে কোন মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেবে। (৩) কোন মুসলমান হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দেবে। (৪) কোন মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। (৫) কোন মুসলমান মারা গেলে তার জানাযায় অনুগমন করবে (দাফন, কাফন এবং জানাযার শরীক হবে) এবং (৬) সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। (ইমাম তিরমিজি ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

يحب له ما يحب لنفسه এর ব্যাখ্যা : হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী-‘সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপরের জন্যও পছন্দ করবে।’ আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) সাম্য-শান্তি, শৃঙ্খলা ও পরস্পরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পথ নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ, এক মুসলমান ভাই তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকবে। সে নিজের স্বার্থ রক্ষায় যে রূপ সতর্ক ও সচেতন থাকে অনুরূপভাবে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের স্বার্থ রক্ষায়ও সমান গুরুত্ব দিবে। যার মাধ্যমে পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে ইমানের বলে বলিয়ান ও মানবদরদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

### : أحكام السلام

সালাম ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন। সকল উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে-

{وَاِذَا حِيْتُمْ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا} {النساء: ৮৬}

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে- أفشوا السلام بينكم অর্থ- তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটান।

নামাজরত, কুরআন তেলাওয়ারত, পানাহারে লিঙ্গ, মলমূত্র ত্যাগে লিঙ্গ, যিকির-আযকারে মশগুল ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরুহ। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে- সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব।

### : تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لمع ماسدار باব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لقي  
للقاء , ناقص يائي جنس ل - ق - ي , اর্থ- সে সাক্ষাত করল, মিলিত হল।

يشمت ماسدار باব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يشمت  
التشميت , صحيح جنس ش - م - ت , اর্থ- হাঁচির জবাব দেবে।

يعود ماسدار باব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يعود  
العيادة , اجوف واوي جنس ع - و - د , اর্থ- সে সেবা গুরুত্ব করে।

يتبع ماسدار باব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يتبع  
الاتباع , صحيح جنس ت - ب - ع , اর্থ- সে অনুগমন করবে, পিছে চলবে।

## হাদিস-১৭:

১৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। অতপর লোকটি বসে পড়ল। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য দশটি সাওয়াব। অতপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রসুল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য বিশটি সাওয়াব। অতপর আরও এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন। লোকটি বসে পড়ল। তখন রসুল (ﷺ) বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশটি সাওয়াব। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جاء : ছিগাহ বাহাছ واحد مذكر غائب : মাসদার  
 ج - ي - ء - مادداه المجيء  
 اর্থ- উপস্থিত হল/আসল।  
 مركب جينس  
 رد : ছিগাহ বাহাছ واحد مذكر غائب : মাসদার  
 ر - د - د - مادداه الرد  
 اর্থ- ফিরিয়ে দিল, উত্তর দিল।  
 مضاعف ثلاثي جينس

## হাদিস-১৮:

١٨ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَرَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَصَائِلُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত মু'আয ইবনে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি নবি করিম (ﷺ) থেকে উপরোক্ত হাদিসের সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন। একই সাথে তিনি একথাও বৃদ্ধি করেন, অতপর আরেক লোক

আসল এবং বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু, তখন নবি করিম (ﷺ) বলেন, এ ব্যক্তির জন্য ৪০টি নেকি লেখা হল। তিনি আরো বললেন, এভাবে ফজিলত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الزيادة ماسدار ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ  
মাদ্দাহ أجوف يائي জিনস ز - ي - د অর্থ- সে বৃদ্ধি করল।

مغفرة : ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- ক্ষমা করা।

الفضائل : বহুবচন, একবচনে الفضيلة অর্থ- বর্ধিত, মর্যাদা, ফজিলত।

হাদিস-১৯:

١٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার নিকট সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

و - ل مাদ্দাহ الولی ماسدار ضرب يضرب باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : ছিগাহ  
অর্থ- অধিক নিকটবর্তী।

البدء ماسدار فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ  
মাদ্দাহ مهموز لام جিনস ب - د - ع অর্থ- সে আরম্ভ করল, শুরু করল।

হাদিস-২০:

٢٠ - عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

অনুবাদ: হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)



تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نسوة : বহুবচন, একবচনে, امرأة অর্থ- মহিলাগণ।

হাদিস-২১:

২১- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আলি ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন একদল লোক যেতে থাকে, তখন একজনের সালাম দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে গোটা মজলিসের পক্ষ থেকে তাদের একজনের সালামের জবাব ও যথেষ্ট হবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি শুআবুল ইমান গ্রন্থে মারফু হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, হাসান ইবনে আলি এ হাদিসকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন ইমাম আবু দাউদ রহ. এর উস্তাদ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجزاء : মাসদার অفعال বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يجزى  
মাদ্দাহ : ناقص يائي জিনস - জ - য - যি

المرور : মাসদার نصر ينصر বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ جمع مذکر غائب : مروا  
মাদ্দাহ : مضاعف ثلاثي জিনস - ম - র - র

হাদিস-২২:

২২- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تُشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

অনুবাদ: হজরত আমর ইবনে শুআইব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ব্যতীত অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মিল রেখো না। কেননা, ইহুদিগণ

আঙ্গুলীর ইশরায় সালাম করে, আর খিষ্টানগণ হাতের তালুর ইঙ্গিতে সালাম করে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

শ- মাদ্দাহ التشبه ماسداه تفعّل باب نهى حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : لاتشبهوا  
অর্থ- তোমরা সাদৃশ্য করো না। صحيح জিনস -ب-ه

إصبع অর্থ- আঙ্গুলিসমূহ। اسم جامد ইহা : الأصابع

الكف অর্থ- হাতের তালু। اسم جامد ইহা : الآكف

হাদিস-২৩:

٢٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। যখন তোমাদের কেউ কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের উভয়ের মাঝে কোন বৃক্ষের অথবা পাথরের অথবা দেয়ালের অন্তরায় সৃষ্টি হয়, অতপর তার সাথে আবার সাক্ষাত হয়, তবে সে যেন পুনরায় সালাম করে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ماسداه نصر ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : حالت  
অর্থ- আড়াল করা। جينس ح - و - ل مাদ্দাহ الحول

جدار অর্থ- প্রাচীর, দেয়াল। اسم جامد ইহা : جدار

হাদিস-২৪:

٢٤- عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: হজরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীর ওপর সালাম করবে। আর যখন তোমরা গৃহ থেকেবের হবে, তখন

গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় নিবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান কিতাবে হাদিসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার نصر ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ دخلتم : অর্থ- তোমরা প্রবেশ করলে। صحيح জিনস - দ - খ - ল - মাদ্দাহ الدخول

মাসদার التسليم مাদ্দাহ باب امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ سلموا : অর্থ তোমরা সালাম কর। صحيح জিনস - স - ল - ম

মাসদার الايداع مাদ্দাহ باب امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ أودعوا : অর্থ- তোমরা বিদায় গ্রহণ কর। صحيح জিনস - ও - দ - এ

হাদিস-২৫:

٢٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, হে বৎস! যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে। কেননা, তোমার সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য বরকতের কারণ হবে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

بنی : ইহা ابنی এর مصغر অর্থ- হে প্রিয় বৎস।

মাসদার نصر باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ يكون : অর্থ- হবে। صحيح জিনস - ক - ও - ন

হাদিস-২৬:

٢٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَامٌ قَبْلَ الْكَلَامِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কথা-বার্তা শুরুর পূর্বেই সালাম করতে হবে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি মুনকার হাদিস।)

হাদিস-২৭:

২৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমরা জাহেলি যুগে অভিবাদনের সময় বলতাম, আল্লাহ তোমার চোখ শীতল করুন এবং প্রত্যুষে তুমি কল্যাণের অধিকারী হও। অনন্তর যখন ইসলামের আগমন হলো, তখন আমাদেরকে এরূপ বলা থেকে নিষেধ করা হল। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الانعام ماسدادر افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : ছিগাহ : أنعم  
মাদাহ ন - এ - ম - صحيح জিনস - অর্থ- সে পরিতৃপ্ত করেছে।  
انهي ماسدادر فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى مجهول باهاض جمع متكلم : ছিগাহ : نهينا  
মাদাহ ন - ই - ي - ناقص يائي জিনস - অর্থ- আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

হাদিস-২৮:

২৮- عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بَبَابِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ فَأَقْرَبُهُ السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত গালিব রহ. হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত হাসান বসরি রহ. এর ফটকে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি তথায় এসে বলল, আমার পিতা আমার দাদা হতে আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমার দাদা বলেন, আমার পিতা একবার আমাকে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রসুল (ﷺ) এর নিকট যাও এবং তাঁকে আমার সালাম দাও। আমার দাদা বলেন, আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম এবং আরয করলাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন তিনি উত্তরে বললেন, তোমার এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

حدث ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : ছিগাহ : حدث

মাদ্দাহ **مركب** জিনস **أ - ت - ي** অর্থ- তুমি আস, তুমি কর।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাদ্দাহ الإتراب ماسداه افعال باب امرغائب معروف باهاض واحد مذكر غائب : فليتراب

অর্থ- সে যেন মাটি লাগিয়ে দেয়।  
ব - জিনস صحيح

ন - ج ماسداه النجاح فتح يفتح باب اسم تفضيل باهاض واحد مذكر : انجح

অর্থ- অধিকতর সফলকাম।  
হ - জিনস صحيح

### হাদিস-৩১:

۳۱- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)

অনুবাদ: হজরত যায়েদ ইবন সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করলাম এমতাবস্থায় যে, তাঁর সামনে একজন লেখক বসা ছিল। অতপর আমি রসুল (ﷺ) কে লেখকের উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, কলমটি তোমার কানের ওপর রাখ। কেননা, এটা প্রয়োজনীয় কথা ও উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি গরিব হাদিস এবং এ হাদিসের সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

মাদ্দাহ الوضع ماسداه فتح باب امرحاضر معروف باهاض واحد مذكر حاضر : ضع

অর্থ- তুমি রাখ।  
উ - জিনস و - ض

أذن : এ শব্দটি জামদ اسم একবচন, বহুবচনে آذان অর্থ- কান।

مآل : অর্থ- পরিণতি, পরিণাম। এখানে মনোকামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

### হাদিস-৩২:

۳۲- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ

السُّرْيَانِيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمْنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَرَنِي

نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعْلَمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সুরিয়ানি ভাষা শিক্ষা করি। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি ইহুদিদের লিখন পদ্ধতি শিখে নেই। তিনি আরো বলেন, আমি পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহুদিদেরকে বিশ্বাস করতে পারি না। হজরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, অর্ধ মাস অতিবাহিত না হতেই আমি সুরিয়ানি ভাষা শিখে ফেললাম। অতপর নবি করিম (ﷺ) যখনই কোন ইহুদির নিকট চিঠি লেখার ইচ্ছা করতেন, তখন আমি তা লিখতাম। আর যখন, তারা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট চিঠি লিখে পাঠাত তখন আমিই তাদের চিঠি রসুল (ﷺ) এর সমীপে পাঠ করতাম। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ما دنا العلم ماسدار تفعل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد متكلم : اعلم  
 صحیح জিনস - ل - ع - م

মাস - أشهر - شهور - বছর বচন, একবচন اسم : شهر

السريانية : ইহা ইহুদিদের ভাষা, তাওরাত এ ভাষারই অবতীর্ণ হয়েছিল।

হাদিস-৩৩:

٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيُسَلِّمْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ কোন সমাবেশে পৌঁছে, তখন সে যেন সালাম করে। যদি তথায় তার বসার প্রয়োজন হয়, তবে যেন বসে পড়ে। অতঃপর যখন সে প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায় তখন যেন সালাম করে। কেননা, প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে অধিক হকদার নয়। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

انتهاه ماسداتر افتعال باب إثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذكر غائب : خيگاه : انتهى

মাদাহ - অর্থ- ناقص يائي جنس ن - ه - ي

ح - ق - ماسداتر نصر ينصر باب اسم تفضيل باهاح واحد مذكر : خيگاه : أحق

অর্থ- مضاعف ثلاثي جنس ق

## হাদিস-৩৪:

٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَعَضَّ الْبَصَرَ وَاعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جُرَيْرٍ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

৩৪. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাস্তা সমূহের উপর বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে সে লোকের জন্য (কল্যাণ আছে) যে অন্যকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীদের সাহায্য করে। (মাসাবিহ প্রণেতা হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (মিশকাত প্রণেতা বলেন) এ সম্পর্কে হজরত আবু জুরাই এর হাদিসটি সদকার ফজিলত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

هدى ماسداتر يضرب باب اثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذكر غائب : خيگاه : هدى

মাদাহ - অর্থ- ناقص يائي جنس ه - د - ي

الإعانة ماسداتر افعال باب إثبات فعل ماضى معروف باهاح واحد مذكر غائب : خيگاه : أعان

মাদাহ - অর্থ- اجوف واوي جنس ع - و - ن

## হাদিস-৩৫:

٣٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى مَلَكٍ مِنْهُمْ جُلُوسٌ فَقُلْ أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكَ



السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْتُ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكَلَّمْنَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَدُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هُوَ لَاءِ فَقَالَ هُوَ لَاءِ دُرِّيَّتِكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَاءِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَالِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَاتَاهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدْتُ دُرِّيَّتَهُ وَنَسِيتُ دُرِّيَّتَهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ দান করলেন, তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে তাঁর প্রশংসা করে আলহামদু লিল্লাহ বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন **يُرحمك الله** হে আদম! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। এখন তুমি ফেরেশতাদের মধ্যে যে দলটি উপবিষ্ট আছে তাদের কাছে যাও এবং বল **السلام عليكم** আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিতহোক। তিনি গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশতাগণ জবাব বললেন **والسلام ورحمة الله** (তোমার প্রতিও আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। অতপর তিনি তার প্রভুর নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটিই তোমার এবং তোমার সন্তানদের পারস্পরিক সালাম বা অভিবাদন। অতপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় (কুদরতি) মুষ্টিবদ্ধ হাতদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি এই হস্তদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটি পছন্দ করে নাও। তখন আদম (রাঃ) বললেন, আমি আমার প্রভুর ডান হাতকে পছন্দ করলাম। আর আমার প্রতিপালকের উভয় হাতই ডান এবং কল্যাণকর। অতপর আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের মুষ্টি খুললেন। হাত খুলতেই দেখা গেল যে, উহাতে আদম ও তাঁর সন্তানগণ রয়েছে। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ তাআলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। তখন দেখা গেল যে, প্রত্যেক মানুষের আয়ুষ্কাল তাঁর দুচোখের মাঝে (কপালে) লেখা আছে। তাদের মাঝে উজ্জ্বলতম অথবা সকলের চেয়ে উজ্জ্বল একজন লোক রয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে প্রভু! এ ব্যক্তিকে? আল্লাহ বললেন, এ ব্যক্তি তোমার সন্তান দাউদ! আমি তাঁর জন্য চল্লিশ বছর বয়স লিখেছি। আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে প্রভু! তার বয়স বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ বললেন, আমি তো তাঁর জন্য এটিই লিপিবদ্ধ করেছি। এবার আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তাঁকে আমার বয়স (এক হাজার) হতে ষাট বছর

দান করলাম। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা তোমার খুশী। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন অতপর যতদিন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ততদিন তিনি (আদম) বেহেশতে বসবাস করেন। অতপর তাঁকে বেহেশত হতে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হল। আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় বয়স গণনা করতে লাগলেন। অবশেষে (তাঁর আয়ুষ্কাল ৯৪০ বছর অতিক্রম হওয়ার পর) তাঁর কাছে মৃত্যুর ফিরেশতা হজরত আজরাইল (عليه السلام) এলেন। আদম আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, আপনি তো ত্বরিত এসে গেছেন। কেননা, আমার বয়স এক হাজার বছর লিখা হয়েছে। আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, জী হ্যাঁ কিন্তু আপনি তো আপনার সন্তান দাউদকে ষাট বছর দান করেছেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম অস্বীকার করলেন। এ কারণে তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে থাকে। আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গিয়েছেন (ফল খাওয়া যে নিষিদ্ধ সে কথা) তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সেদিন হতে কোন কিছু লিখে রাখতে এবং তার উপর সাক্ষী রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছে। (ইমাম তিরমিজি রহ. অত্র হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ق مَادَّاهُ الْقَبْضُ مَاسِدَارُ ضَرْبٍ يَضْرِبُ بَابِ اسْمٍ مَفْعُولٍ بَاهَا حُ ثَنِيَّةٌ مُؤَنَّثٌ حِغَاهُ : مقبوضتان

অর্থ- সংকুচিত, মুষ্টিবদ্ধ দুটি বস্তু। জিনস - ব - ض

الاختيار مَاسِدَارُ افْتَعَالٍ بَابِ امرٍ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ بَاهَا حُ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ حَاضِرٌ : اختر

অর্থ- তুমি পছন্দ কর। জিনস - খ - ي - ر

ذرية : ذرية ذراريه অর্থ সন্তান-সন্ততি। এক বচন, বহুবচনে

ض - و - ء مَادَّاهُ الضَّوُّ مَاسِدَارُ نَصْرٍ بَابِ اسْمٍ تَفْضِيلٍ بَاهَا حُ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ : أضوء

অর্থ- অধিকতর উজ্জ্বল। জিনস - مركب

الإيهابُ مَاسِدَارُ افْعَالٍ بَابِ اثباتِ فعلٍ ماضٍ مجهولٍ بَاهَا حُ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ : أهبط

অর্থ- অবতরণ করা হল, তাকে নামিয়ে দেয়া হল। জিনস - ه - ب - ط

### হাদিস-৩৬:

٣٦- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মহিলাদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন। (ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

نسوة : বহুবচন, একবচনে امرأة অর্থ মহিলাগণ।

হাদিস-৩৭:

۳۷- وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالِ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سِقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا عَلَى مُسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالِ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى النَّبِيعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلْعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هَهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ قَالِ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَابِطِينَ إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (তোফায়েল) হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট আসা যাওয়া করতেন এবং তাঁর সাথে সকাল বেলায় বাজারে যেতেন। তিনি বলেন; যখন আমরা সকাল বেলায় বাজারে যেতাম, তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখনই কোন মামুলি দোকানদার, বিক্রেতা, মিসকীন বা অন্য কোন লোকের নিকট দিয়ে গমন করতেন, তখন তাদেরকে সালাম দিতেন। হজরত তোফায়েল বলেন, একদিন আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কী করবেন? আপনি তো কেনা-কাটার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোন পণ্যের মূল্য জিজ্ঞেস করেন না, কোন সওদা করেন না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেন না। অতএব, আপনি আমাদেরকে নিয়ে এখানে বসুন, আমরা হাদিস আলোচনা করি। হজরত তোফায়েল বলেন, তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, হে ভুড়িওয়ালা! বর্ণনাকারী বলেন, হজরত তোফায়েল বড় পেট বিশিষ্ট ছিলেন। আমরা সকালে কেবল সালাম দেওয়ার জন্য বাজারে যাই। যার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়, তাকে আমরা সালাম করি। (ইমাম মালেক হাদিস বর্ণনা করেন। আর ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।



### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

حائط : বাগান, দেয়াল ঘেরা বাগান, আর দেয়াল  
বিহীন বাগানকে বলা হয় بستان (বুস্তান)।

أ- ذ- ي ماد্দাহ افعال বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ  
জিনস مرکب অর্থ- সে কষ্ট দিল।

ب- خ- مাদ্দাহ البخل ماسدار سمع يسمع বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : ছিগাহ  
অর্থ- অতি কৃপণ।

### হাদিস-৩৯:

۳۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُّ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ  
الْكِبَرِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,  
প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত। (শুআবুল ইমান গ্রন্থে ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি  
বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ب - د - ع - ماد্দাহ البدء ماسدار فتح يفتح বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : ছিগাহ  
জিনস مهموز لام অর্থ- আরম্ভকারী।

برئ : ছিগাহ واحد مذکر : ছিগাহ  
অর্থ- মুক্ত।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হজরত আদম আলাইহিস সালাম কত হাত লম্বা ছিলেন?

- ক. ৪০ হাত।                      খ. ৫০ হাত।  
গ. ৬০ হাত।                      ঘ. ৭০ হাত।

২. একজন মুমিনের জন্য অন্য মুমিনের প্রতি কয়টি কর্তব্য আছে ?

- ক. ৫ টি।                              খ. ৬ টি।  
গ. ১০ টি।                            ঘ. ১২ টি।

৩. السلام মাসদার হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্টি ?

- ক. سلم                                  খ. سلم  
গ. أسلم                                ঘ. تسلم

৪. কোন মজলিসে মুসলিম ও অমুসলিম লোক একত্রে থাকলে সেখানে সালাম দেয়ার বিধান কি?

- ক. সালাম দিতে হবেনা,  
খ. সকলকে সালাম দিতে হবে,  
গ. মুসলিমদের ভিন্ন ভাবে সালাম দিতে হবে,  
ঘ. মুসলিমদের সালাম ও অমুসলিমদের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রফিক মাতুব্বরের লোকজন তার বড় ছেলে নাইমের নেতৃত্বে গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার জন্য এলাকা বিজ্ঞ আলেম মাওলানা ফোরকান সাহেবের নিকট গেলেন। তারা মাওলানা সাহেবকে দেখা মাত্র সালাম দিলেন। নাইম তার পিতার পক্ষ হতে সালাম পৌছালেন। মাওলানা সাহেব তাদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে হাদিসের আলোকে সালাম বিনিময়ের রীতি-নীতি বুঝিয়ে বললেন।

৫. রফিক মাতুব্বরের সংগীরা কিভাবে সালাম দিলে শরিয়তের রীতি মাফিক হতো ?

- ক. সকলে সমন্বয়ে সালাম দিলে।  
খ. দলনেতা নাইম সালাম দিলে।  
গ. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে।  
ঘ. মাওলানা ফোরকান সাহেব আগন্তুকগণকে সালাম দিলে।

৬. নাইমের মাধ্যমে রফিক মাতুব্বরের সালাম পাবার পর মাওলানা সাহেব কিভাবে জওয়াব দিবেন ?

- ক. শুধু রফিক মাতুব্বরকে সম্মোদন করে জওয়াব দিবেন।  
খ. শুধুমাত্র সালাম বহনকারী নাইমকে জওয়াব দিবেন।  
গ. নাইম ও রফিক মাতুব্বর উভয়কে সম্মোদন করে জওয়াব দিবেন।  
ঘ. তাৎক্ষণিক ভাবে জওয়াব না দিয়ে রফিক মাতুব্বরের সংগে দেখা হলে তখন জওয়াব দিবেন।

৭. **السلام عليكم ورحمة الله** যেমন বাক্যের স্থলে **أَنْعَمَ صَبَاحًا** অথবা **أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا** কারণ কি?

- ক. সালাম বাক্যটি শ্রুতিমধুর।
- খ. সালাম বাক্যটি কুরআনের আয়াত।
- গ. সালাম বাক্যটি অমুসলিমদের কথার সাথে মিল রাখেনা।
- ঘ. সালামের মধ্যে কোন সময় বা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়না বরং সর্বক্ষণ শান্তি বর্ষণ করা হয়।

৮. প্রথমে সালামদাতাকে হাদিসে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ -

- i. সে অহংকার মুক্ত হয়।
- ii. সে বেশী সাওয়াব পায়।
- iii. সে মানুষের ভালোবাসা পায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. নাবিল মাদরাসায় যাচ্ছিল। পথে স্থানীয় বড় ভাই সাকিবের সাথে দেখা হলে নাবিল তাকে সালাম প্রদান করে। জবাবে সাকিব বলে **وعليكم** জবাবটি নাবিলের মনঃপুত না হলে সে বিষয়টি তার উস্তাদের কাছে তুলে ধরল। উস্তাদ জবাব প্রদানের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা শেষে বললেন, সালাম পারস্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র। সকলকে এটি যথানিয়মে পালন করা উচিত।

(ক) সালামের বাক্যটি আরবিতে লিখ।

(খ) **البادئ بالسلام برئ من الكبر** হাদিসটি ব্যাখ্যা লিখ।

(গ) সাকিবের সালামের জবাব প্রদান কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ‘সালাম পারস্পারিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটি মন্ত্র’ উস্তাদের বক্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. ফয়সাল মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে একটি সমাবেশে বক্তব্য পেশ করার শুরুতে সবাইকে **السلام** বলে সালাম দিল। বক্তব্য শেষে তার বন্ধু রাশেদ তাকে বলল, অমুসলিমকে সালাম দেয়া জায়েজ নেই। ফয়সাল বলল, কেন? সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করাই তো ইসলাম।

(ক) **سلام** অর্থ কী?

(খ) **عليكم السلام ورحمة الله وبركاته** বাকটির অনুবাদ কর ?

(গ) সমাবেশে ফয়সালের কিভাবে সালাম দেয়া উচিত ছিল? বর্ণনা কর।

(ঘ) ‘সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করাই তো ইসলাম’ ফয়সালের বক্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

### بَابُ الْإِسْتِیْذَانِ

#### অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়

ইসতিজান (استیذان) আরবি শব্দ অর্থ- অনুমতি প্রার্থনা করা। ইসলামি শরিয়তের ভাষায়- কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে ঘরের মালিকের কাছ থেকে যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয় তাকে ইসতিজান বলে। অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا -

“হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না নাও এবং সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারিদেরকে সালাম না করো। (আননূর-২৭)

অনুমতি প্রার্থনা করার কয়েকটি উপকারিতা আছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল।

- (১) অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসংগত কর্তব্যও বটে।
- (২) দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাতপ্রার্থীর। সে যেন অনুমতি নিয়ে ভদ্র জনোচিত ভাবে সাক্ষাৎ করবে, তাহলে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে অভদ্র পন্থায় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করলে তার উপকার করার ইচ্ছা থাকলেও তা নিশ্চেষ্ট হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে।
- (৩) তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনা অনুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম বিশেষ উপকার সাধনের জন্য অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম প্রচলন করেছে। নিম্নের হাদিস সমূহের মাধ্যমে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারব।

হাদিস-৪০:

٤٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ





قال শব্দটি فعل আর عمر শব্দটি فعل قال এর অতপর فعل তার ফاعল মিলে جملة فعلية হয়ে  
 قول হ'ল। আর جار , مجرور তার ه على حرف جار , فاعل তার ضمير انت আর فعل শব্দটি اقم  
 ও مفعول , فاعل তার اقم فعل । البينة হল مفعول এর সঙ্গে فعل হল متعلق মিলে مجرور  
 قول হ'ল। পরিশেষে قول و مقولة মিলে جملة فعلية قولية হল।

হজরত আবু সায়েদ খুদরি (رضي الله عنه): বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু সায়েদ খুদরি (رضي الله عنه) হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মালিক (رضي الله عنه)। মাতার নাম আলিমাহ (رضي الله عنها)। তাঁর পিতা মাতা হিজরতের পূর্বে ৬২২ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তিনি ইসলামি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। হিজরতের পর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বড় মাপের মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। হজরত ওমর (رضي الله عنه) ও হজরত উসমান (رضي الله عنه) তাঁকে মদিনার মুফতি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ১১৬০টি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। ইমাম জাহাবি রহ. এর মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

٤١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَتَ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

**অনুবাদ:** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে বলেছেন, আমার নিকট তোমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। তুমি পর্দা উঠিয়ে ভেতরে চলে আসবে এবং তুমি আমার গোপন কথা শুনতে থাকবে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

الحجاب : একবচন, বহুবচনে, الحجب অর্থ- পর্দা বা এ জাতীয় বস্তু।

النهي ماسدادر فتح - يفتح باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد متكمم حياض : انهاك

মাদ্দাহ ناقص یائی جنس ن - ہ - ی اর্থ- আমি তোমাকে নিষেধ করব।

## হাদিস-৪২:

৬২- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর খিদমতে আসলাম। অতপর দরজায় করাঘাত করলাম। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি! আমি! সম্ভবত তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)

## ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ:

অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান: অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার বিধান হলো-

১. অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে অনুমতির জন্য সালাম দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী- لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
২. অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে।
৩. তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি না পেলে ফিরে আসবে। যেমন হাদিসে আছে- إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
৪. ফিরে আসার জন্য বললে ফিরে আসবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الدق ماسدادر نصر ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متكلم : ছিগাহ দقق

মাদাহ জিনস দ-ক-ক-ম অর্থ- আমি করাঘাত করলাম।

الكره ماسدادر سمع باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ কره

মাদাহ জিনস ক-র-হ অর্থ- তিনি অপছন্দ করলেন।

## হাদিস-৪৩:

৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلْحِقْ بِأَهْلِ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে দুধভর্তি একটি পেয়ালা পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আহলে সুফফার নিকটে যাও, এবং তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। অতপর আমি তাদের কাছে গেলাম ও তাদেরকে দাওয়াত দিলাম। তাঁরা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁরা প্রবেশ করলেন। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لبنا : একবচন, বহুবচনে البان অর্থ- দুধ।

ادع : ছিগাহ نصر ينصر امر حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ছিগাহ  
মাদ্দাহ ناقص واوي জিনস - د - ع - و

اذن : ছিগাহ سمع يسمع امر اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ  
মাদ্দাহ مهموز فاء জিনস - ذ - ن

الحق : ছিগাহ سمع يسمع امر حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ছিগাহ  
মাদ্দাহ صحيح জিনস - ل - ح - ق

### হাদিস-88:

٤٤- عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبْنٍ أَوْ جِدَايَةٍ وَضَعَايَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو داود)

অনুবাদ : হজরত কালাদাহ ইবনে হাম্বল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (رضي الله عنه) আমাকে কিছু দুধ, অথবা একটি হরিণের বাচ্চা এবং কিছু শশা দিয়ে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট পাঠালেন। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) মক্কার উঁচু উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী (হজরত কালাদাহ) বলেন, আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম, এমন অবস্থায় যে, আমি সালাম করলাম না এবং অনুমতিও নিলাম না। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন, তুমি ফিরে যাও (অর্থাৎ, ঘরের বাইরে যাও) অতপর বল “আসসালামু আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করতে পারি? (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البعث ماسدأر فتح يفتح بآب اثبات فعل ماضى معروف بآهآء واحد مذكر غائب : بعث

মাদ্আহ - صحيح জিনস - ب - ع - ث

جداية : اسم একবচন, বহুবচন, جءاء অর্থ - সাত বা ছয় মাস বয়সের হরিণের বাচ্চা।

ضغاييس : اسم বহুবচন, একবচন, ضغبوس অর্থ - শশাসমূহ।

হাদিস-৪৫:

٤٥- عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাউকে ডাকা হয়, আর যে ব্যক্তি দূত তথা সংবাদ বাহকের সাথে চলে আস, তবে তার সাথে আসাই তার জন্য অনুমতি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।) আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, কোন লোকের অন্য ব্যক্তির নিকট দূত পাঠানোই তার জন্য অনুমতি।

হাদিস-৪৬:

٤٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন গোত্রের দরজায় (বাড়িতে) যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান দিকে, অথবা বাম দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং (অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে) আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম বলতেন। আর এটা সে সময়ের কথা যখন বাড়ির দরজায় পর্দা ঝুলানো থাকত না। ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

استفعال ماسدأر نفى جءد بلم معروف بآهآء واحد مذكر غائب : لم يستقبل

الاستقبال মাদ্আহ - ل - ب - ق - অর্থ - তিনি সম্মুখীন হননি।

তلقاء : ইহা إعلان এর ওজনে, اللقاء অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ সামনা সামনি সাক্ষাৎ বা মিলিত হওয়া।

ستور : বহুবচন, একবচন সتر অর্থ- পর্দাসমূহ।

হাদিস-৪৭:

٤٧- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ  
تَرَاهَا عُريَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ( رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا )

অনুবাদ: হজরত ‘আতা ইবন ইয়াসার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) একদা এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আমার মায়ের নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন লোকটি বললো, আমি তো তার সাথে একই ঘরে থাকি। হযরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি তাঁর নিকট অনুমতি চাও। অতঃপর লোকটি বললো, আমি তার সেবক, তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তুমি কি তোমার মাকে অসম্পূর্ণ পোশাকে (অনাবৃত) দেখতে পছন্দ করো? সে বললো, না। তিনি (রসুল ﷺ) বললেন, তাহলে তুমি তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো। (ইমাম মালিক (রহ.) হাদিসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُريَانَةً এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, ‘তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? অত্র হাদিসের পূর্ববর্তী অংশের মাধ্যমে প্রতীয়মাণ হয় যে, প্রশ্নকারী হজরত রসুল (ﷺ) থেকে এ অনুমতি চেয়েছিল যে, নিজের মা এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রয়োজন নেই। তাই হজরত রসুল (ﷺ) বললেন- না নিজের মায়ের গৃহে প্রবেশেও অনুমতি আবশ্যিক বা ওয়াজিব। হজরত রসুল (ﷺ) সরাসরি এর প্রয়োজনীয়তার কারণ তুলে ধরে বলেন- তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? কেননা মা মুহরিমা হলেও তার সকল অঙ্গ দেখা জায়েজ নেই। আর নিজ গৃহে অনেক সময় সতর ঢাকা নাও থাকতে পারে। সুতরাং শালীনতা রক্ষার জন্যই মায়ের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خ - د - م : الخدمة মাসদার ضرب বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : خادم

صحیح অর্থ- সেবক, পরিচর্যাকারী।

عريانة : একবচন, বহুবচন عاريات এর মূকরূপ হলো عريان অর্থ- উলঙ্গ, বস্ত্রহীন।

## হাদিস-৪৮:

৬৮- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخُلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخُلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحَّحْتُ لِي (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমার জন্য হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তরফ হতে তাঁর নিকট রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায় (সর্বদা) প্রবেশের অনুমতি ছিল। অনন্তর যখন আমি রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে অনুমতি দানের নিমিত্তে গলা ঝাড় দিতেন। (ইমাম নাসায়ী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

د - خ - ل - مাদ্দাহ الدخول মাসদার نصر বাব اسم ظرف বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مدخل  
জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করা, প্রবেশ পথ।

التنحح ماسدার تفعلل বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : تنحح  
অর্থ- সে গলা ঝাড়া দিল।

## হাদিস-৪৯:

৬৯- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে না, তাকে তোমরা প্রবেশের অনুমতি দেবে না। (ইমাম বায়হাকি রহ. তাঁর শুয়াবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য কতবার সালাম দেয়ার পর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ক. একবার  | খ. দুইবার |
| গ. তিনবার | ঘ. চারবার |

২. অনুমতি প্রার্থনার (الإستئذان) শুকুম কি ?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ক. ফরজ     | খ. ওয়াজিব   |
| গ. সুন্নাত | ঘ. মুস্তাহাব |

৩. অনুমতি প্রার্থনার পর পরিচয় জানতে চাওয়া হলে কি বলে পরিচয় দিতে হবে।

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ক. আমি আমি বলে               | খ. নিজের নাম বলে                     |
| গ. নিজের নাম ও পিতার নাম বলে | ঘ. যে পরিচয়ে বাড়ীর লোকে চিনতে পারে |

৪. কাউকে ডেকে পাঠালে তার প্রবেশের জন্য অনুমতির গ্রহণ করতে হবে কি না?

- |  |
|--|
| ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে                                 |
| খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা                               |
| গ. পূর্ব পরিচিত হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা              |
| ঘ. বিশেষ পদ মর্যাদার অধিকারী হলে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা |

৫. ছেলে মাতার ঘরে এবং খাদেম মুনিবের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে কিনা ?

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ক. অনুমতি গ্রহণ করতে হবে        | খ. অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা                   |
| গ. দিনে অনুমতি গ্রহণ করতে হবেনা | ঘ. অনুমতি গ্রহণ করা ভালো, না গ্রহণ করলেও চলে |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অধ্য মাওলানা আকরাম হুসাইন বাসায় অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে মাদরাসায় একজন মেহমান আসল। দফতরি আবু হানিফ অধ্যক্ষ মহোদয়কে সংবাদ দিতে গিয়ে দরজায় দাড়িয়ে সালাম দিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব বেরিয়ে দেখতে পেলেন, আবু হানিফ জানালার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে। এতে তিনি দফতরিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে এতদসংক্রান্ত ইসলামের রীতি-নীতি বুঝিয়ে দিলেন।

৬. আবু হানিফ অনুমতি ব্যতীত উকি মেরে কী ধরনের অন্যায় করেছিল ?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. হারাম         | খ. মাকরুহ তাহরিম |
| গ. মাকরুহ তানজিহ | ঘ. আদবের খেলাফ   |



৭. অনুমতি প্রার্থনার অমোঘ বিধানের দ্বারা হিয়াব বা পর্দার কী হুকুম প্রমাণিত হয়?

ক. মুস্তাহাব

খ. সুন্নাত

গ. ওয়াজিব

ঘ. ফরজ্

৮. কোন ঘরের দরজায় পর্দা না থাকলে এবং দরজা খোলা থাকলে অনুমতি গ্রহণের সময়ে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে তা হলো-

i. দরজার সোজাসুজি স্থানে।

ii. দরজার ডান দিকের স্থানে।

iii. দরজার বাম দিকের স্থানে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ফয়সাল তার বন্ধু রাকিবের বাসায় তার সাথে দেখা করতে বাইরে দাড়িয়ে ‘রাকিব’ বলে ডাকাডাকি করতে থাকে। এতে রাকিবের বাবা বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি যা করেছ, তাতে তোমাকে অনুমতি না দেওয়ার ব্যপারে হাদিসে নির্দেশ রয়েছে।

(ক) কারো বাসায় ঢুকতে অনুমতি নেয়ার হুকুম কী?

(খ) *أُتَحَبُّ أَنْ تَرَاهَا عَرِيَانَةً* হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) রাকিবের বাবা যে হাদিসের কথা বলেছেন তা উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হাদিসের আলোকে ফয়সালের করণীয় ব্যাখ্যা কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

### باب المصافحة والمعانقة

#### করমর্দন ও কোলাকুলি করা অধ্যায়

মুসাফাহা ও মুআনাকার মাধ্যমে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সজ্জাব ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, মুসাফাহা ও মুআনাকা জায়েজ ও সুন্নতসম্মত একটি সুন্দর কাজ।

المصافحة শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে মাসদার। এর অর্থ- করমর্দন করা, ক্ষমা করা, ভাব-বিনিময় করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, সাক্ষাতের সময় ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনা করাকে মুসাফাহা বলে।

المعانقة শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে মাসদার। عنق (ঘাড়) ধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ কোলাকুলি করা। ইংরেজিতে বলা হয় Embracing। শরিয়তের পরিভাষায়- পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একজনের গলার সাথে অন্যের গলা মিশিয়ে কোলাকুলি করাকে মুআনাকা বলে।

হাদিস-৫০:

৫০. عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِأَكْبَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত কাতাদাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আনাস (رضي الله عنه) কে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবিগণের মধ্যে মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (ইমাম বুখারি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

जिनस ص-ف-ح মূল অক্ষর مصدر এর مفاعلة শব্দটি বাবে مصافحة এর পরিচয় : المصافحة আভিধানিক অর্থ- হাতে হাত মিলানো, ক্ষমা করা। পরিভাষায়- المصافحة هي الافضاء بصفحة صحيح اليد إلى صفحة اليد অর্থাৎ, পরস্পরের সাক্ষাতে ভালোবাসা, সজ্জাব ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে কল্যাণ কামনার নামই মুসাফাহা।

حكم المصافحة : মুসাফাহার হুকুম সম্পর্কে জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন- এটি সুন্নাত। তবে যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েজ নেই তাদের সাথে মুসাফাহা করাও জায়েজ নেই।

আর সুদর্শন বালক, যাদেরকে দেখলে মনের মধ্যে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে তার সাথেও মুসাফাহা জায়েজ নেই।

صحیح ع-ن-ق জিনস مصدر এর باب مفاعلة শব্দটি معانقة এর পরিচয়: معانقة অর্থ- ঘাড়। সুতরাং معانقة শব্দের অর্থ- পরস্পর ঘাড় মিলানো। পরিভাষায়-পরস্পর ভালোবাসা, সজাব ও সম্মতীতির নিদর্শনস্বরূপ একজন অপরজনের ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলানোকে معانقة বলে।

حكم المعانقة : মুয়ানাকার حكم সম্পর্কে জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হলো- দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হলে معانقة করা সুন্নাত।

হাদিস-৫১:

৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হজরত হাসান ইবনে আলি (رضي الله عنه) কে চুম্বন করলেন। এ সময় মহানবি (ﷺ) এর নিকট আকরা ইবনে হাবেস (رضي الله عنه) উপস্থিত ছিলেন, হজরত আকরা (رضي الله عنه) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। এ কথা শুনে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

حكم القبلة (চুম্বনের হুকুম):

চুম্বন (القبلة) এর বিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. ইমাম নববি রহ. বলেন- কেউ যদি কারো তাকওয়া, যোগ্যতা, ইলম, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, পৃণ্যশীলতা ও দীনদারী ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্য মুগ্ধ হয়ে চুম্বন করে তবে তা মুস্তাহাব।
২. কেউ যদি কারো ধন-সম্পদ ও প্রভাব দেখে তাকে চুম্বন করে তবে তা মাকরুহ হবে। কারো কারো মতে এটি জায়েজ নেই, বরং হারাম।

## চুম্বনের প্রকারভেদ:

মুসাফাহা ও মুয়ানাকার মত ইসলামে আরেকটি বিষয়েরও অনুমোদন রয়েছে তা হচ্ছে চুম্বন। হুকুমভেদে এই চুম্বন পাঁচ প্রকার।

১. قبلة المؤدة বা স্নেহ মমতার চুম্বন পিতা-মাতা কতৃক নিজের সন্তানকে চুম্বন।
২. قبلة الرحمة দয়ার চুম্বন সন্তান কতৃক পিতার মুখে চুম্বন।
৩. قبلة الشفقة স্নেহের চুম্বন একজন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে চুম্বন।
৪. قبلة الشهوة কামভাবের সহিত চুম্বন স্বামী-স্ত্রী পম্পরের চুম্বন।
৫. قبلة التعظيم ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে কাউকে সম্মান প্রদর্শনার্থে চুম্বন করা। যথা-  
পীর, উস্তাদ ও হক্কানি-রব্বানি আলিমকে চুম্বন করা।

ইমাম আবু ইউসুফের মতে-এক পুরুষ অপর পুরুষকে চুমু দেওয়া জায়েজ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে জায়েজ নেই।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التقبيل ماسدادر تفعيل বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ قبل

মাদাহ ল - ব - ق জিনস صحيح অর্থ- তিনি চুম্বন করলেন।

مناقب : বহুবচন, একবচন مَنَقِبَةٌ অর্থ- উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী, উন্নত চরিত্র।

তারকিব : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ

فاعل তার فعل এখন ضمير هو فاعل উহার فعل لا يرحم , متضمن معنى الشرط من  
فاعل তার فعل এখন ضمير هو فاعل উহার فعل لا يرحم شرط হয়ে جملة فعلية  
মিলে جملة شرطية মিলে جزء ও شرط পরিশেষে جزء হল جملة فعلية মিলে

## হাদিস-৫২:

٥٢- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلُ أَنْ يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ دَاوُدَ قَالَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا)

অনুবাদ: হজরত বারা ইবনে আযেব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যদি দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, তাহলে তাদের উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বে (অতীত জীবনের সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও ইবনু মাজাহ রহ. বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে যে, রসুল করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে করমর্দন করে, অতপর তারা আল্লাহ তাআলার প্রসংসা করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الالتقاء ماسدأر افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض تثنية مذكر غائب : يلقى

মাদ্দাহ - ق - ي - ل - জিনস - ناقص يائي বা ناقص يائي - অর্থ - তারা দুজন সাক্ষাৎ করবে।

الفرق ماسدأر تفعل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض تثنية مذكر غائب : يفرقا

মাদ্দাহ - ف - ر - ق - জিনস - صحيح - অর্থ - তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হবে।

হাদিস-৫৩:

٥٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَرَجُلٌ مِّنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমাদের কোন লোক স্বীয় ভাই, অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালে কি তার সম্মানে মাথা নত করবে? তিনি বললেন, না! লোকটি বলল, তবে কি সে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে? হজরত রসুল (ﷺ) বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি সে তার হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

صديق : একবচন, বহুবচনে, اصدقاء ইহা فعيل এর ওয়নে صيغة صفت - অর্থ - বন্ধু।

الالتزام ماسدأر افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : يلتزم

মাদ্দাহ - ل - ز - م - জিনস - صحيح - অর্থ - জড়িয়ে ধরবে, আলিঙ্গন করবে।

## রাবি পরিচিতি:

খাদেমুর রসুল হজরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه):

প্রখ্যাত সাহাবি হজরত আনাস (رضي الله عنه) মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মালিক ইবনে নসর। মাতার নাম উম্মু সুলাইম। তাঁর মাতা নবিজির খালা ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হজরত আনাস (رضي الله عنه) এর বয়স হয়েছিল দশ বছর। তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণের কারণে তার পিতা খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং স্ত্রীকে মদিনায় ফেলে সিরিয়া চলে যান। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মাতা তাঁকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি একটানা দশ বছর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খিদমত করেন। তাই ইতিহাসে তিনি খাদিমুর রসুল খাদিমুল্লাবি নামে সুপরিচিত। হাদিস বর্ণনা, শিক্ষাদান ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। বসরার জামে মসজিদে হাদিস শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মোট ১২৮৬টি হাদিস বর্ণনা করেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৯১ বা ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বসরায় আর কোন সাহাবি জীবিত ছিলেন না।

## হাদিস-৫৪:

৫- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ)

অনুবাদ: হজরত উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রোগীর সেবার পূর্ণতা হলো তোমাদের কেউ স্বীয় হাত তার কপালের উপর, অথবা হাতের উপরে রাখবে এবং জিজ্ঞেস করবে যে, সে কেমন আছে? আর তোমাদের পারস্পরিক অভিবাদনের পরিপূর্ণতা হলো সালামের পর করমর্দন করা।

(ইমাম আহমদ ও তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جبهة : ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচন جباه অর্থ- কপাল, ললাট।

التضعيف ماسداف تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ

মাদ্দাহ - ض - ع - ف - صحيح জিনস - অর্থ- সে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছে।

হাদিস-৫৫:

৫৫- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجْرُ ثَوْبُهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত য়ায়েদ ইবনে হারিছাহ (رضي الله عنه) মদিনায় আগমন করলেন, এমন সময় হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে ছিলেন। অতপর তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট খালি গায়ে চাঁদর টানতে টানতে উঠে গেলেন। (হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি তাকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। অতঃপর রসুল (ﷺ) তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

القرع ماسدأر فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : قرع  
মাদ্ধাহ - ع - ر - ق জিনস صحيح অর্থ- সে করাঘাত করল, সে দরজায় আওয়াজ করল।

الاعتناق ماسدأر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : اعتنق  
মাদ্ধাহ - ع - ن - ق জিনস صحيح অর্থ- আলিঙ্গন করল।

ج نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : يجر  
মাদ্ধাহ - ع - ن - ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে টেনে আনছে।

হাদিস-৫৬:

৫৬- عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আইউব ইবনে বুশাইর রহ. হতে বর্ণিত, তিনি আনায়হ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি হজরত আবু জার গিফারি (রাঃ) কে জিজ্ঞাস করলাম, আপনারা যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি কি তিনি আপনাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যতবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম ততবারই তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করতেন। একদা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না অতপর যখন আমি বাড়িতে আসলাম, তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হল। আমি তাৎক্ষণিক তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি খাটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর সে আলিঙ্গনটি ছিল অতি উত্তম, অতি উত্তম। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

اللقاء ماسدادر سمع يسمع باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض جمع مذكر حاضر خيگاه : لقيتموه  
 مادداه ناقص يائي ائف , ناقص يائي زينس ل - ق - ي مادداه  
 -ضمير منصوب متصل . اكره

الاخبار ماسدادر افعال باب اثبات فعل ماضى مجهول باهاض واحد متكم خيگاه : اخبرت  
 مادداه صحيح زينس خ - ب - ر  
 -امامه سبباده

**হাদিস-৫৭:**

৫৭- عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حِجَّتِهِ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ  
 الْمُهَاجِرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

**অনুবাদ:** হজরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হই, সে দিন তিনি আমাকে বলেন, হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ر - ك - ب مادداه الركوب ماسدادر سمع يسمع باب اسم فاعل باهاض واحد مذكر خيگاه : الراكب  
 زينس اروهي . ائف

ج - ر - ه مادداه المهاجرة ماسدادر مفاعلة باب اسم فاعل واحد مذكر خيگاه : المهاجر  
 زينس هيجراتكاري . ائف



হাদিস-৫৮:

০৪- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِرَاحٌ بَيْنَمَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ أَصْبِرْنِي قَالَ إِصْطَبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ كَشْحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) নামক জনৈক আনসার ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি নিজ গোত্রের লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন এবং এর মধ্যে হাসি-তামাশা হচ্ছিল। আর তিনি তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় হজরত নবি করিম (ﷺ) একটি লাকড়ী দ্বারা তাঁর পাজরে খোঁচা দিলেন। তখন হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর (رضي الله عنه) বললেন, আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। হজরত রসুল (ﷺ) বললেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। হজরত উসাইদ বললেন, আপনার শরীরে জামা রয়েছে, অথচ আমার শরীরে জামা ছিল না। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নিজের গায়ের জামা তুলে ধরলেন। হজরত উসাইদ (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পাজরে চুম্বন দিতে লাগলেন। আর বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমি এটিই কামনা করছিলাম। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الطعن ماسدادر فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف واهاه واحد مذكر غائب : طعن

মাদ্দাহ - ط - ع - ن জিনস صحيح অর্থ- তিনি খোঁচা দিলেন, তিনি ঠোকা মারলেন।

الاصبار ماسدادر افعال باب امر حاضر معروف واهاه واحد مذكر حاضر : اصبرني

মাদ্দাহ - ص - ب - ر জিনস صحيح অর্থ- আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিন। শব্দের শেষাংশে

نون وقاية ياء متكلم مفعول به

اصطبر ماسدادر افتعال باب امر حاضر معروف واهاه واحد مذكر : اصطبر

মাদ্দাহ - ط - ع - ن জিনস صحيح অর্থ- তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

احتضن ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف واهاه واحد مذكر غائب : احتضن

মাদ্দাহ - ح - ض - ن জিনস صحيح অর্থ- সে জড়িয়ে ধরল।

হাদিস-৫৯:

৫৯- عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا وَفِي بَعْضِ نَسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا).

অনুবাদ: হজরত শাবি রহ. হতে বর্ণিত, একবার নবি করিম (ﷺ) হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুচোখের মধ্যখানে (কপালে) চুম্বন করলেন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকি শুয়াবুল ইমান গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবিহ গ্রন্থের কোন কোন কপিতে এবং শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত বায়াদি হতে মুত্তাসিল হিসেবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

حقیقات الالفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الالتزام ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : التزم

মাদ্দাহ ل - ز - م صحیح জিনস তিনি আলিঙ্গন করলেন।

المصباح : বহুবচন, একবচন المصباح অর্থ- চেরাগসমূহ।

হাদিস-৬০:

৬০- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ رَجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَنَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرُحُ أَمْ يَفْدُومُ جَعْفَرٌ وَوَأَقَّ ذَلِكَ فَتَنَحَّ خَيْبَرَ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ)

অনুবাদ: হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হাবশা (আবিসিনিয়া) ভূমি থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা হলাম এবং মদিনায় এসে পৌঁছলাম। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি জানি না, আমি কি খায়বর বিজয়ের কারণে বেশি আনন্দিত, নাকি জাফরের আগমনে বেশি আনন্দিত। আর ঘটনাক্রমে এই আগমন হয়েছিল খায়বার বিজয়ের দিনে। (মাসাবিহ প্রণেতা হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

تحقیقات الالفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التلقى ماسدادر تفعل باب اثبات فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : تلقاني

জিনস    ناقص يائي বা ناقص يائي    অর্থ- তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন ।    ল - ق - ي

ফ-র-ح    الفرح    আসদার    فتح    يفتح    বাব    اسم تفضيل    বাহাছ    واحد    مذكر    ছিগাহ    :    افرح

জিনস    صحيح    অর্থ- অধিক আনন্দিত ।

الموافقة    আসদার    مفاعلة    বাব    اثبات فعل ماضى معروف    বাহাছ    واحد    مذكر    غائب    :    وافق

মাদ্দাহ    ق - ف - و    জিনস    مثال واوي    অর্থ- সে অনুরূপ হয়েছে, মিল হয়েছে ।

হাদিস-৬১:

٦١- عَنْ زَارِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত যারে (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা যখন মদিনায় এসে পৌছলাম, তখন আমরা দ্রুত আমাদের সওয়ারী হতে অবতরণ করতে লাগলাম, অতপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাত ও পা চুম্বন করলাম। (আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التبادر    আসদার    تفاعل    বাব    اثبات فعل مضارع معروف    বাহাছ    جمع متكلم    :    نتبادر

জিনস    صحيح    অর্থ- আমরা তাড়াহুড়া করছি, আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছি ।    ব - د - ر

رواحل    :    راحلة    অর্থ- সওয়ারিগুলো ।    اسم    বহুবচন, একবচন

হাদিস-৬২:

٦٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্রে এবং দৈহিক অবয়বে, অপর এক বর্ণনায় রয়েছে কথা-বার্তায় আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হজরত ফাতিমা (রাঃ) ব্যতীত তার কাউকে দেখিনি। যখন ফাতিমা (রাঃ) হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশ করতেন তখন তিনি তার দিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় এগিয়ে যেতেন। অতপর তার হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। এমনভাবে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হজরত ফাতিমা (রাঃ) এর কাছে প্রবেশ করতেন, তখন তিনিও হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে উঠে যেতেন। অতপর তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁকে নিজের আসনে বসাতেন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

سمت : ইহা اسم جامد একবচন, বহুবচন سمت অর্থ- আকৃতি, প্রকৃতি, পস্থা, রাস্তা।

دل : اسم مصدر অর্থ- উত্তম স্বভাব, শান্ত অবস্থা।

হাদিস-৬৩:

৬৩- عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا- (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হজরত আবু বকর (রাঃ) কোন এক যুদ্ধ হতে সর্বপ্রথম মদিনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ (দেখলাম) তাঁর কন্যা আয়েশা জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার দরুন বিছানায় শুয়ে আছেন। হজরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্নেহের কন্যা তুমি কেমন আছে? এবং তাঁর গালে স্নেহের চুম্বন করলেন। (হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ض-ج-ع-مাদ্দাহ المضطجاع اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث ছিগাহ : مضطجعة

জিনস صحيح অর্থ- মেরুদণ্ডের উপর ভর করে শয়নকারিণী।

بنية : ইহা بنت এর تصغير অর্থ- স্নেহের কন্যা, ছোট কন্যা।

হাদিস-৬৪:

৬৪- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَحَبَّةً وَأَنَّهُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট একটি শিশু আনা হল, তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, সাবধান! সন্তানরা। হলো কার্পণ্যের হেতু, ভীতির কারণ। আর এরাই হল আল্লাহ তাআলার সুগন্ধি (তথা অন্যতম নিয়ামত)। (গ্রন্থকার এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَحَبَّةً এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, সন্তানগণ কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হলেন-সর্বজ্ঞানে গুণী, সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মধ্যে কী কারণে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয় তার বাস্তবসম্মত কারণ তুলে ধরেছেন তিনি আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে। কেননা সন্তানের মায়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কৃপণতা ও কাপুরুষতার সৃষ্টি হয়। বদান্যতা ও বীরত্ব লোপ পায়। অনেক সময় الله سبيل في তথা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করা ও জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর থেকেও বিরত থাকে। মানুষের মাঝে থেকে এ ধরনের অভ্যাস দূরীভূত করার জন্য রসূল (ﷺ) এ উক্তি করেছেন। তবে সন্তানের প্রতি ব্যয় করা, সন্তানকে স্নেহ করা থেকে বিরত থাকার অনুমোদন ইসলাম দেয়নি।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

صحیح - ب - خ - ل - مাদাহ البخل ماسداسم ظرف واحد واحد : مبخلة

অর্থ- কৃপণতার কারণ, কার্পণ্যের হেতু।

صحیح - ج - ب - ن - مাদاه الجبانه ماسداسم ظرف واحد واحد : محبنة

অর্থ- ভীতুর কারণ।

ريحان : একবচন, বহুবচন رياحين অর্থ- সুগন্ধি, ফুলের সৌরভ।

হাদিস-৬৫:

৬৫- عَنْ يَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ وَمَحَبَّةٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

অনুবাদ: হজরত ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা হজরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট দৌড়ে আসলেন। তখন তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই সন্তানগণ হল কৃপণতা ও ভীতির কারণ। (ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-৬৬:

৬৬- عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: তাবেয়ি হজরত আতা আল-খোরাসানি রহ. হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর করমর্দন কর। ফলে হিংসা বিদূরিত হবে। আর তোমরা পরস্পর হাদিয়া (উপটোকন) আদান-প্রদান কর। তাহলে পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে এবং বিদ্বেষ দূর হবে। (ইমাম মালেক রহ. এ হাদিসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تهادوا : মাদ্দাহ التهادي মাসদার তفاعل বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : ছিগাহ  
- د - ي জিনস - ناقص يائي - অর্থ- তোমরা পরস্পর উপটোকন বিনিময় কর।

تحابوا : মাদ্দাহ التحاب ماسدার تفاعل বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : ছিগাহ  
- ب - ح জিনস - مضاعف ثلاثي - অর্থ- তোমরা পরস্পর ভালোবাসবে।

شحناء : شحن - অর্থ- হিংসা বিদ্বেষ।

হাদিস-৬৭:

৬৭- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ ((رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ))

অনুবাদ: হজরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বি-প্রহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়বে সে যেন কদরের রাতে এই চার রাকাত নামাজ আদায় করবে। আর দু'জন মুসলমান যখন করমর্দন করে, তখন তাদের মাঝে কোন গুনাহ (সগিরা) অবশিষ্ট থাকে না, বরং ঝরে পড়ে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি গুয়াবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المصافحة শব্দটি কোন বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

২. মুছাফাহা করার হুকুম কী ?

ক. ফরজ্।

খ. ওয়াজিব।

গ. সুন্নাত।

ঘ. মুস্তাহাব।

৩. مرحبا শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে ?

ক. مفعول به

খ. مفعول مطلق

গ. حال

ঘ. تميز

৪. وأنهم لمن ربحان الله দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে ?

ক. সন্তান।

খ. স্বামী-স্ত্রী।

গ. কন্যা সন্তান সন্তান।

ঘ. ভাই-বোন।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মকবুল একজন সরকারি কর্মচারী। মকবুলের স্ত্রী ফারহানা একজন স্কুল শিক্ষিকা। তাদের দুটি সন্তান আছে। দিনের বেলায় তারা গৃহ পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে থাকে। বিকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্লাস্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরলে স্ত্রী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মকবুল গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। ছেলে ও মেয়েটা তাকে দেখে ভয় পায়। সে তাদেরকে আদরও করেনা।

৫. ছেলে ও মেয়ের বিষয়ে মকবুলের কেমন হওয়া উচিত?

ক. বিনয়ী

খ. রাশভারী।

গ. স্নেহ পরায়ণ।

ঘ. কঠোর মেজাজি।

৬. সন্তানদের লালন পালনের ভার কার উপর ?

ক. মাতার উপর।

খ. পিতার উপর।

গ. মাতা-পিতা উভয়ের উপর।

ঘ. গৃহ পরিচারক-পরিচারিকার উপর।

৭. মুয়ানাকা ও চুম্বনের ভূকুম কী?

ক. ওয়াজিব।

খ. সুন্নাত।

গ. মুস্তাহাব।

ঘ. মুবাহ।

৮. মুসাফাহা করলে গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ, এতে-

- i. পরস্পরের মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।
- ii. পরস্পরের হিংসা ও শত্রুতা দূর হয়।
- iii. উভয়ের প্রতি আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

আ. করিম সেনা বাহিনীতে চাকুরী করে। সে দুই মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসেই সে তার পিতা-মাতাকে মাথা নিচু করে সাজদার ভঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি করল। তার চাচাতো ভাই আ. গোফরান দেখেছিল। সে সৌদি আরবে থাকে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। একদিন আ. গোফরান আ. করিমকে বলল, কদমবুছি করায় নিষেধ নেই। বিষয়টি সম্মুখে ভালোভাবে জানার জন্য স্থানীয় বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হতে বললেন। বিষয়টি জানার পর থেকে আ. করিম আরো বেশি মায়ের সেবা করেন এবং কদমবুছি করেন।

(ক) المعانقة অর্থ কী ?

(খ.) মুসাফাহার ফজিলত ব্যাখ্যা কর।

(গ) আ. করিমের কাজটি কেমন হয়েছে? পবিত্র হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) আলিমের কাছে জানার পরে আ. করিম যা করলেন হাদিসের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।



## পঞ্চম অধ্যায়

### بَابُ الْقِيَامِ

#### দণ্ডায়মান হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

হজরত নবি কারিম (ﷺ) মুসলিম সমাজকে আমিরের আনুগত্য এবং কারো সম্মানে বা সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার উপমা উপস্থাপন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এক মহান শিক্ষা প্রদান করেছেন। **قيام** এর আভিধানিক অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, সোজা হওয়া, স্থির থাকা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন পদস্থ ব্যক্তি, বুয়ুর্গ বা শ্রদ্ধাভাজন লোক আসলে উপবিষ্ট লোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে কিয়াম বলে। কিয়ামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। স্তরগুলো সঠিকভাবে সকলের জানা থাকা প্রয়োজন।

হাদিস-৬৮:

৬৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ : হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরায়যা গোত্র হজরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) এর রায় মেনে নেয়ার শর্তে (দুর্গ হতে) অবতরণ করল, তখন হজরত রসুলুল্লাহ তাকে ডেকে পাঠালেন। হজরত সা'দ(রা.) নবি করিম (ﷺ) এর নিকটবর্তীই ছিলেন। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে এলেন। অতপর যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আনসারদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে (সম্মানার্থে) দাঁড়িয়ে যাও। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**قوموا إلى سيدكم** এর ব্যাখ্যা: অর্থাৎ, 'তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হও।' উদ্ধৃত হাদিসাংশের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন-

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী **قوموا إلى سيدكم** এর অর্থ- হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও। বাক্যটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে হাদিসবিশারদদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. কতিপয় আলেম বলেন, উক্ত বাক্য দ্বারা হজরত সা'দ (রা.) এর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা পিতা-মাতা, শিক্ষক বা কোনো নেতৃস্থানীয় লোকের জন্য দাঁড়ানো জায়েজ। যেহেতু হজরত সাদ (রা.) নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদিস- **فاذا قام قمنا حتى نراه قد دخل بعض بيوت ازواجه** -এর হাদিস-  
 ২. মেরকাত গ্রন্থকার এ হাদিসাংশের প্রকৃত ও সহিহ অর্থ- করেছেন, যা ব্যাকরণগত দিক থেকেও বিশুদ্ধ। আর তা হচ্ছে, হজরত সা'দ খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়ে গাধায় আরোহণাবস্থায় মসজিদে নববির দিকে আসছিলেন। গাধা হতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে, তাই তাঁর সাহায্যের জন্য নবি করিম (সা.) আনসারদেরকে উঠতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قيام এর প্রকারভেদ :

قيام শব্দটি فعال এর ওজনে বাবে **ينصر نصر** থেকে মাসদার। এর অর্থ- দণ্ডায়মান হওয়া। স্থান ও কালভেদে قيام কয়েক প্রকার হতে পারে। যথা-

১. قيام للتعظيم তথা কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-পিতা মাতার সম্মানার্থে দাঁড়ানো এটা জায়েজ। **وكان اذا دخلت فاطمة عليه قام اليها فاخذ بيده**
২. قيام الاستقبال শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে দাঁড়ানো।
৩. قيام الاستعانة কারো সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। এটা জায়েজ ও পূন্যের কাজ। যেমন-হাদিস শরিফে এসেছে- **قوموا إلى سيدكم أي لاعنائة سيدكم**
৪. قيام للمتكبر দাষ্টিক ও অহংকারী ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া এটা নিষেধ। হাদিস শরিফে এসেছে- **من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من النار**
৫. قيام لزيارة القبور কবর যিয়ারতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া এটা জায়েজ।
৬. قيام للميت মৃত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। কোন কোন ইমামের মতে বৈধ।
৭. قيام للمحبة কারো প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন-হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) ফাতেমা (রা.) কে দেখে দণ্ডায়মান হতেন।
৮. قيام للسكوت নিরবতা পালনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। এটা ইহুদি-নাসারাদের সৃষ্ট-সংস্কৃতি ইসলামে উহার অনুমোদন নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ق - ر - ب - مাদ্দাহ القرب মাসদার কرم বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : قریب

জিনস صحيح অর্থ- নিকটবর্তী।

الانصار : الناصر একবচন, বহুবচন, একবচন اسم সাহায্যকারীগণ।

القيام مাদ্দাহ نصر ينصر বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ : قوموا

অর্থ- তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। জিনস أجوف واوي ق - و - م

سيد : একবচন, বহুবচন, سادات اسیاد অর্থ- নেতা, সর্দার।

হাদিস-৬৯:

٦٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) নবি করিম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে পরে তথায় বসে না পড়ে। বরং তোমরা (চেপে চেপে বসে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: রসুলে করিম (সাঃ) আলোচ্য হাদিসে মজলিসে বসার আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলেছেন- لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে পরে তথায় বসে না পড়ে। বরং তোমরা (চেপে চেপে বসে) জায়গা প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে দাও। রসুলে করিম (সাঃ) এর এরূপ বলার কারণ নিম্নরূপ হতে পারে। যথা-

১. মনোকষ্টের কারণ হওয়া: পূর্ব থেকে বসা ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিজে বসা উক্ত ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, যা মারাত্মক অপরাধ।
২. অধিকার হরণ: পূর্ব থেকে উপবিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আসনের অধিকতর হকদার। তাকে উঠিয়ে দিলে তার অধিকার হরণ করা হয়। যেমন রসুলে করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به

৩. ইহসান ও সহানুভূতি প্রদর্শন: উক্ত লোকটিকে না উঠিয়ে স্থানটিকে প্রশস্থ করে সকলে সেখানে বসলে উক্ত লোকটির প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। এজন্য রসুলে করিম (ﷺ) বলেছেন-

وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

৪. আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ: মজলিশ প্রশস্তকরণ সংক্রান্ত মহান আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণে রসুলে করিম (ﷺ) এ কথাটি বলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} [المجادلة: ১১]

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় তোমরা মজলিসের মধ্যে জায়গা প্রশস্ত কর তখন তোমরা তা করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التفسيح ماسدادر تفعل امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : تفسحوا  
- অর্থ- তোমরা প্রশস্ত কর।  
- স - ফ - জিনস صحيح

التوسع ماسدادر تفعل امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : توسعوا  
- অর্থ- তোমরা বিস্তৃত করে দাও, স্থান করে দাও।  
- ও - স - জিনস مثال

হাদিস-৭০:

৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের বসার স্থান হতে ওঠে যায়; অতঃপর পুনরায় ফিরে আসে, তবে সে ঐ স্থানে বসার অধিক হকদার। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-৭১:

৭১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

(শব্দ বিশ্লেষণ) : تحقیقات الألفاظ

ح-ب-ب الحب ماسداز ضرب يضرب باب اسم تفضيل باهاض واحد مذكر حياها : احب  
 جنس مضاعف ثلاثي اর্থ- اذيك پريي ।

٧٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتِمَّ ثَلَاثُ رَجُلٍ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

(শব্দ বিশ্লেষণ): تحقیقات الألفاظ

النار : একবচন, বহুবচন النيران অর্থ- জাহান্নাম, দোজখ, অগ্নি।

٧٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)



الكسوة نصر ينصر باب نفى جحد بلم معروف باهاح واحد مذكر غائب خياح : لم يكس  
 मददाह - स - न - क जिनस नाकस वावि अर्थ- से कापड़ परिधान करेनि ।

हादिस-१५:

७५- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا  
 حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ (رَوَاهُ أَبُو  
 دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোথাও বসতেন, আমরাও  
 তাঁর চারপাশে বসে যেতাম। আর যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করতেন,  
 তখন স্বীয় জুতা বা নিজের পরিধেয় কোন বস্তু খুলে রেখে যেতেন। এতে তাঁর সাহাবিগণ বুঝতেন যে, তিনি  
 ফিরে আসবেন, ফলে তারা স্ব-স্ব স্থানে বসে থাকতেন। (আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الرجوع : ইহা বাব ضرب এর মাসদার অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা।

النزع ماسدادر فتح يفتح باب اثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مذكر غائب خياح : نزع  
 मददाह - स - न - क जिनस صحيح अर्थ- से खुले राखल ।

الثبوت ماسدادر نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاح جمع مذكر غائب خياح يثبتون  
 मददाह - त - ब - क जिनस صحيح अर्थ- तारा अवस्थान करत, स्थिर থাকत ।

हादिस-१६:

७६- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ  
 أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه) হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন  
 ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় দু'জন লোকের মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত পৃথক করে দেয়া। (দুজনের মাঝখানে  
 বসা)। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يفرق  
 صحیح জিনস - ف - ر - ق - مادাহ التفريق  
 সে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه): হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবি হলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (رضي الله عنه)। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ বা আবু আবদুর রহমান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আল আ'স। তার পিতার নাম আমর ইবনুল আস। মাতার নাম রীতা। ইসলাম পূর্ব যুগে তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করে পিতা-পুত্র একই সাথে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি একই সাথে হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিত, বিখ্যাত সেনানায়ক ও প্রখ্যাত কূটনৈতিক ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিশেষ আবিদ। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রাখতেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ছয়শতের অধিক। তিনি নিজে হাদিস সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করে ছিলেন। যার নাম “সাদিকাহ”। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৭২ বছর বয়সে ৬৫ হিজরিতে মিসরের “ফুসতাত” নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

হাদিস-৭৭:

٧٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا يَأْذِنُهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তির মাঝে বসো না। তবে তাদের অনুমতি নিয়ে বসতে পার। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-৭৮:

٧٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ نِسْوَةِ أَزْوَاجِهِ (رواه البيهقي)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে মসজিদে নববীতে বসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা (দ্বীনি বিষয়ে) করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম। এতদূর পর্যন্ত যে, আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন। (ইমাম বায়হাকি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।



### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

السجود মাসদার نصر ينصر باب اسم ظرف বাহাছ واحد ছিগাহ : المسجد  
এখানে মসজিদে নববি উদ্দেশ্যে।

الرؤية ماسদার فتح يفتح باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع متكلم ছিগাহ : نرى  
মাদাহ ر - ء - ي مركب জিনস অর্থ- আমরা দেখি।

ازواج : زوج অর্থ- স্ত্রীগণ, একবচন, বহুবচন اسم

### হাদিস-৭৯:

٧٩- عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَرَحَّجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِمُسْلِمٍ لَحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَرَحَّجَ لَهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ওয়াসিলাহ ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করল, তখন তিনি মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার বসার জন্যে একটু সরে বসলেন। লোকটি বললো, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! এ স্থানে তো প্রশস্ততা রয়েছে। হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব হলো, যখন সে তার কোন মুসলমান ভাইকে দেখবে, তখন সে যেন তার বসার জন্য কিছুটা সরে বসে। (হাদিসটি ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الترحح ماسদার تفعلل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : ترحح  
অর্থ- সে স্থান পরিবর্তন করল।

الرؤية ماسদার فتح يفتح باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : رأى  
অর্থ- সে দেখল।

তারকিব: إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً

শবে হল متعلق مجرور و جار، مجرور হল المكان في حرف جار، ان حرف مشبهة بالفعل  
উহা سعة। خبر ان مقدم হয়ে شبه جملة متعلق আর فاعل তার شبه فعل। এর সাথে فعل  
হল جملة اسمية متعلق خبر اسم আর اسم ان তার পরিশেষে। হয়েছে اسم ان مؤخر

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন্ প্রকারের দাঁড়ানো হারাম?

ক. সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান।

খ. স্নেহ প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ান।

গ. আজমীদের মত সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

ঘ. প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের জন্য দাঁড়ান।

২. কোন সম্মানী ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানোর হুকুম কী ?

ক. জায়েজ।

খ. মানদুব।

গ. মুস্তাহাব।

ঘ. সুন্নাত।

৩. مাসদার القيام হতে গঠিত আমরের ছিগাহ কোন্টি ?

ক. قم

খ. تقم

গ. أقام

ঘ. أقوم

৪. মজলিসে কোন ব্যক্তির বসার স্থান কতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকবে।

ক. বর্তমান বক্তার বক্তব্য শেষ হওয়া পর্যন্ত

খ. সকলের উপস্থিতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত

গ. মজলিস পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত

ঘ. অন্য কেউ সেখানে না বসা পর্যন্ত।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নোয়াপাড়া গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রাজ্ঞ আলেম মাওলানা ফরিদ উদ্দীনের নাম শুনে দূর-দূরান্ত হতে  
হাজার হাজার মানুষ ওয়াজ শোনার জন্য জমায়েত হল। মাওলানা সাহেব ওয়াজ আরম্ভের পূর্বে ময়দানের  
চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের ময়দানে বসার স্থান করে দেয়ার জন্য মাঠে বসালোকদিগকে অনুরোধ  
করলেন।

৫. দাঁড়ানো লোকদের জায়গা করে দিতে উপবিষ্ট লোকদের জন্য শরিয়তসম্মত করণীয় হচ্ছে-

- i. সকলের সামনে দিকে এগিয়ে চেপে বসা।
- ii. সামনে জায়গা করে দিতে সকলের পেছনের দিকে চেপে বসা।
- iii. মজলিশের যে কোন একপাশে সকলের চেপে বসা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

৬. দাঁড়ানো লোকদের জন্য কোনটি উচিত?

- ক. নিঃশব্দে সামনের দিকে এগিয়ে খালি জায়গায় বসা।
- খ. নিরবে দাঁড়িয়ে আগের মত ওয়াজ শোনা।
- গ. সামনে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বসা লোকদের অনুরোধ করা।
- ঘ. পেছনে খালি জায়গা দেখে বসে পড়া।

৭. قوموا إلى سيدكم হাদিসাংশে আনসারদের দাঁড়াতে আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল-

- i. নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- ii. তিনি আহত ছিলেন, তাই তার সেবা করা।
- iii. নেতার সম্মুখে নিয়ম মাসিক সর্ব সাধারণের দাঁড়িয়ে থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

স্থানীয় এম.পি মহোদয় মাদরাসা পরিদর্শনে আসবেন। তাই ইসলামাবাদ দাখিল মাদরাসার সুপার মাদরাসার সকল শিক্ষার্থীকে রাস্তার দু'পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, কেউ 'টু' শব্দটি করবে না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবে। এম.পি সাহেব পরিদর্শন শেষে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে মাদরাসার সুপারকে বললেন, এরূপ সংস্কৃতি ইসলামি সাম্যের পরিপন্থী।

- (ক) হজরত সা'দ কোন যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন?
- (খ) ولكن تفسحوا وتوسعوا হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখ।
- (গ) এম.পি মহোদয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) “এরূপ সংস্কৃতি ইসলামি সাম্যের পরিপন্থী” এম.পি মহোদয়ের বক্তব্য হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### باب العطاس والتثاؤب

#### হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা অধ্যায়

হাঁচি দেয়া ও হাই তোলা মানুষের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক দুটি কারণ। হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তাও দূর হয় পক্ষান্তরে হাই তোলা সাধারণতঃ অবসাদ ও অলসতাজনিত কারণে হয়ে থাকে। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলা সময় কারণীয় কী? সে সম্পর্কে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারব। হাঁচির উত্তর প্রদান করার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। হাঁচির জবাব দানের মাধ্যমে সওয়াব লাভের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পারিক কল্যাণ কামনাসহ হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। হাঁচি দেয়া ও হাইতোলা সুন্নাত তরিকাসমূহ হাদিসের আলোকে জানা অপরিহার্য।

হাদিস-৮০:

৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاؤَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (رواه البخاري وفي رواية مسلم فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় الحمد لله বলে তখন প্রত্যেক মুসলমান, যে তা শুনে, তার يرحمك الله বলা কর্তব্য (ওয়াজিব) হয়ে যায়। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন সাধ্যমত তা প্রতিহত করে। কেননা, তোমাদেরকেই যখন হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় হা করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العطاس : বাবে ضرب يضرب এর মাসদার, অর্থ- হাঁচি দেয়া।

التثاؤب : তথাউব বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ  
অর্থ- সে হাই তুলল।

الحمد : ইহা বাবে يسمع سمع এর মাসদার, অর্থ- প্রশংসা করা।

তারকিব: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ

আর ضمير هو فاعل আর فعل يحب, اسم ان হল لفظ الله ان حرف مشبهة بالفعل  
 خبر ان হয়ে জমلة فعلية মিলে مفعول ও فاعل তার فعل এবার مفعول হল عطاس  
 হল جملۃ اسمیة মিলে خبر ও اسم তার ان পরিশেষে।

হাদিস-৮১:

۸۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেন, “আলহামদুলিল্লাহ” বলে এবং তার ভাই অথবা বন্ধু যেন “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলে। যখন উত্তরদাতা “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলে, তখন হাঁচিদাতা যেন বলে, “ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম।” (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার افعال বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : يصلح  
 অর্থ- صحيح জিনস ص - ل - ح - মাদ্দাহ الاصلاح

হাদিস-৮২:

۸۲- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمْدَ اللَّهِ وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

২. আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সদয় হোন।

৩. আল্লাহ তাআলা তোমাকে হিদায়াতের পথে রাখুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করুন।

অনুবাদ: হজরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক হজরত নবি করিম (সাঃ) এর সামনে হাঁচি দিল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন। কিন্তু অপরজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি এ ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এ লোকটি (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করল; কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করনি। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

শ-ম-ত-মাদ্দাহ তفعیل باب نفی جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر خيگاه : لم تشمت  
জিনস صحيح অর্থ- সে হাঁচির উত্তর দেয় নি।

হাদিস-৮৩:

৮৩- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمَّتُوهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু মুসা আশআরি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, তবে তোমরা তার জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলবে। আর যদি সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা না করে, তবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলে জবাব দেবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-৮৪:

৮৪- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَرْكُومٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَنَّهُ مَرْكُومٌ)

অনুবাদ: হজরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে তিনি হজরত নবি করিম (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (সাঃ) এর নিকট হাঁচি দিল। তখন হজরত নবি করিম (সাঃ) লোকটির হাঁচির জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” (আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন) বললেন। অতপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় আছে যে, রসুল (সাঃ) তৃতীয়বার হাঁচির সময় বললেন, লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ز - ك - م : মাসদার الزكوم মাসদার نصر ينصر বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مزكوم

জিনস صحيح অর্থ- কফ, সর্দিতে আক্রান্ত।

হাদিস-৮৫:

৮৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاقَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু সায়েদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে সেয়েন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা হাই তোলার সময় শয়তান মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

المساك : মাসদার افعال বাব امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ليمسك

জিনস م - س - ك : صحيح অর্থ- সে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

فم : মুখ। অর্থ- افواه একবচন, اسم جامد ইহা : فم

হাদিস-৮৬:

৮৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ عَطَى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন এবং উহার দ্বারা হাঁচির শব্দ নিচু রাখতেন। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

عَضَّ بِهَا صَوْتَهُ এর মর্মার্থ: عَضَّ উক্তিটির অর্থ হলো- রসুল (ﷺ) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি হাঁচির আওয়াজকে সংযত করতেন। কেননা, হাঁচির বিকট আওয়াজ যদি সংযত না করা হয় তবে তা

মজলিসের লোকের মধ্যে বিরক্তির কারণ হতে পারে। অপরের কাজের স্বাভাবিক গতিও থেমে যেতে পারে। তাছাড়া নাক-মুখ থেকে নির্গত শ্লেষ্মা ও কফ অপরের ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে। যদি হাঁচির আওয়াজ স্বাভাবিক রাখা হয় তাহলে হঠাৎ কেউ আঁতকে উঠবে না এবং বিরক্তি বা ঘৃণারও কোন কারণ থাকবে না। বলা বহুল্য, এসব সঙ্গত কারণেই রসুল (ﷺ) হাঁচির সময় আওয়াজ সংযত রাখতেন।

হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম: হাঁচির উত্তর দেওয়ার হুকুম হলো- হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে তার উত্তরে শ্রোতাকে বলতে হয় ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিব না সুন্নাত তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ওয়াজিবে কেফায়া। সকলের পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে চলবে। কেউ না দিলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন হাদিস শরিফে আছে-  
وليقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
২. ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে, হাঁচির উত্তর দেওয়া সুন্নাতে কেফায়া। তবে সকলের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব।
৩. ইমাম মালেক রহ. থেকে সুন্নাত ও ওয়াজিব উভয় বক্তব্য পাওয়া যায়।
৪. কেউ কেউ বলেন, হাঁচির উত্তর দেওয়া ফরজে আইন।

হাদিস-৮৭:

৮৭- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচিদেয় তখন সে যেন বলে, “الحمد لله على كل حال” (সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেন বলে يرحمك الله (আল্লাহতোমার উপর দয়া করুন)। অতপর হাঁচিদাতা যেন (পুনরায়) বলে يهديكم الله ويصلح بالكم (আল্লাহ তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন।) (ইমাম তিরমিজি ও দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يهدى : হিগাহ واحد مذكر غائب বাব اثبات فعل مضارع معروف বাব ضرب يضرب ماسدادر  
الهداية - اناقص يائي زينس ه - د - ي ماداه الهداية  
সে সঠিক পথে চলছে।



الاصلاح ماسدار افعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : صلح  
মাদ্দাহ ص - ل - ح জিনস صحيح অর্থ- সে সংশোধন করবে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) : হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) এর পূর্ণমান আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যাইদ আল আনসারি আল খাজরাজি। তিনি হজরত আলি (رضي الله عنه) এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৫১ হিজরিতে কুসতুনতুনীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) হিজরতের পর প্রথমে তার বাড়ীতে অবস্থান করেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি তুকা বাদশার বংশধর ছিলেন।

হাদিস-৮৮:

٨٨- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُمُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু মুসা আশআরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিগণ হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট এসে এ আশা করে ইচ্ছাপূর্বক হাঁচি দিত, যেন তিনি তাদের জন্য দোআ করে বলেন, يرحمكم يهديكم الله বলতেন (আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন الله يهديكم الله (আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন। (ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نصر ماسدار ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر غائب : يرجون  
অর্থ- তারা প্রত্যাশা করছে। ناقص واوي জিনস ر - ج - و মাদ্দাহ الرجاء

হাদিস-৮৯:

৪৭- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا أَنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ أَذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমরা হজরত সালেম ইবনে ওবায়দ (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। অতপর জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং বলল, السلام عليكم তখন হজরত সালেম (রাঃ) তার উত্তরে বললেন, عليك وعلى امك (তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম) এতে লোকটি মনে ব্যথাপেল। তখন হজরত সালেম (রাঃ) বললেন, আমি তো এটা আমার নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং হজরত নবি করিম (সাঃ) যা বলেছেন তা-ই বলেছি। যখন জনৈক ব্যক্তি নবির সামনে হাঁচি দিল এবং বলল, السلام عليكم তখন হজরত নবি করিম (সাঃ) বললেন, عليك (তোমার এবং তোমার মায়ের উপরেও সালাম)। তিনি আরো বললেন, যখন তোমাদেরকেউ হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, الحمد لله رب العالمين (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য)। আর যে ব্যক্তি তার জবাব দেবে সে যেন বলে, يرحمك الله (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। হাঁচি দাতা পুনরায় যেন বলে, يغفر الله لي ولكم (আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করুন)। (ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ماذاه القول ماسدار نصر ينصر نفى جحد بلم معروف باهاض واحد متكلم خيغاه : لم أقل

অর্থ- আমি বলিনি। أجوف واوي জিনস - ও - ল

نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذکر غائب : ھيڱاھ یرد  
مضاعف ثلاثي جینس ر - د - د مادداه الرد سے جواب دےوے یا ھےرےت دےوے।

হাদিস-৯০:

۹۰- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمَّتِ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَإِنْ شَمَّتْ فَشَمَّتْهُ وَإِنْ شَمَّتْ فَلَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত উবায়দ ইবনে রিফাআহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। তিনবার পর্যন্ত হাঁচিদাতার জবাব দাও। যদি তিনবারের চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে যদি তুমি চাও, তার জবাব দিতে পার। আর যদি ইচ্ছা কর, জবাব নাও দিতে পার। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

হাদিস-৯১:

৯১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ شَمَّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَامٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের হাঁচির তিনবার জবাব দাও। যদি সে এর চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে (ধরে নিতে হবে যে) এটা সর্দি-কাশির ব্যাধি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, আমি যতটুকু জানি, হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হাদিসটি হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-৯২:

৯২- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত নাফে' রহ. হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল, الحمد لله والسلام على رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম।) ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, আমিও বলছি الحمد لله والسلام على

رسول الله (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাম)। কিন্তু বিধান এইরূপ নয়। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা বলি, الحمد لله على كل حال (সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্যে)। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি সংকলন করেছেন।)

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الشاؤب শব্দের অর্থ কি ?

ক. হাসি দেয়া।

খ. হাঁচি দেয়া।

গ. ফ্রন্দন করা।

ঘ. হাই তোলা।

২. হাঁচির দাতা আল হাম্দুলিল্লাহ বললে শ্রবণকারী জবাব কী বলবে ?

ক. یرحمك الله

খ. یغفرک الله

গ. یرھدیک الله

ঘ. یشفیک الله

৩. হাঁচির জবাব দেয়ার হুকুম কী ?

ক. ওয়াজিব।

খ. সুন্নাত।

গ. মুস্তাহাব।

ঘ. মুবাহ।

৪. কোনটি হাই তোলার আদব ?

ক. যথা সম্ভব চক্ষু বন্ধ করতে হবে।

খ. যথা সম্ভব মুখ বন্ধ করতে হবে।

গ. যথা সম্ভব নাসিকা বন্ধ করতে হবে।

ঘ. যথা সম্ভব হস্ত সঞ্চালন প্রতিরোধ করতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বুশরা ও কাশফা দু'বোন বিকেলে বাসার ছাদে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ বুশরার হাঁচি এসে সে হাঁচি দিয়ে বলল, 'আলহামদু লিল্লাহ'। কাশফা কিছুই না বলে গল্প চালিয়ে যেতে লাগল। বুশরা বলল, কী তুমি কিছু বললে না কেন? কাশফা বলল, কী বলব?

৫. কাশফা শরিয়তের কোন বিধানটি লংঘন করল?

ক. ফরজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত

ঘ. মুস্তাহাব

৬. কাশফা হাঁচির উত্তর দিলে বুশরাকে কোন দোআটি বলতে হতো?

- ক. يهديكم الله ويصلح بالكم      খ. يغفر الله لنا ولكم  
গ. صلى الله على النبي وآله وسلم      ঘ. جزاكم الله خير الجزاء

৭. কারো হাই তোলার ভাব হলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। কারণ-

- i. মুখ দিয়ে শয়তান শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।  
ii. হাই তোলা দেখে শয়তান হাসে।  
iii. হাই তোলা দেখে ক্রন্দন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আবরার ও আসলাম দু'জন সহপাঠি। মসজিদে বসে তারা নামাজের জামাআতের জন্য অপেক্ষা করছিল। এর মাঝে হঠাৎ আবরার হাঁচি দিয়ে বলল, عليك وعلى أمك এটা শুনে আসলাম বলে উঠল এতে আবরার খুব কষ্ট পেল। মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাক-বিতণ্ডা হলো তারপর কথা বন্ধ। পরদিন হাদিস শিক্ষার ক্লাসে এসে আসলাম বিষয়টি শিক্ষকে জানাল। শিক্ষক মহোদয় তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়ে বললেন, “ইসলাম কল্যাণের ধর্ম, পরস্পরের কল্যাণ কামনাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা।”

- (ক) হাঁচিদাতা الحمد لله বলতে প্রত্যুত্তরে কী বলতে হয়?  
(খ) হাই তুললে শয়তান খুশী হয়। কথাটির ব্যাখ্যা কর।  
(গ) আবরারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামি বিধান দলিলসহ ব্যাখ্যা কর।  
(গ) হাঁচির বিধানের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয়ের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

## সপ্তম অধ্যায়

### باب الضحك

## হাসি সংক্রান্ত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের উপহাসের হাসিকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মুমিনদের মুচকি হাসির কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। হজরত রসুলুল্লাহর যুগে রসুলুল্লাহ ﷺ সহ সাহাবিগণও হাসতেন। তবে তারা সীমালংঘন করতেন না। সাধারণ হাসি, মুচকি হাসি ও অট্টহাসি নামে বিভিন্ন ধরনের হাসি থাকলেও বিশেষ করে হজরত নবি করিম ﷺ এর হাসির ধরণ কেমন ছিল তা হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। অট্টহাসি অমঙ্গলের কারণ, কোন ভদ্র ও জ্ঞানীলোক এরূপভাবে হাসতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি নবি-রসুল ও বুজুর্গদের স্বভাব, তথা সুন্নাত।

হাদিস-৯৩:

৯৩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجِمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ)কে কখনো এমনভাবে অট্টহাসি অবস্থায় দেখিনি, যাতে তাঁর জিহবার মূল অংশ দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকিহাসি হাসতেন। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ضحك ও تبسم এর মধ্যে পার্থক্য:

১। ضحك শব্দটি বাব سمع يسمع এর মাসদার, অর্থ- সাধারণ হাসি, পক্ষান্তরে, التبسم শব্দটি বাবে تفعل এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- মুচকি হাসি।

২। পরিভাষায়- দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে হাসাকে ضحك বলা হয়। এ হাসিতে গণ্ডদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে। চোখের কোণ সংকুচিত হয়। এটা মধ্যম ধরনের হাসি। পক্ষান্তরে, تبسم বলা হয় সামান্য হাসিকে, যাতে কোনো শব্দ নেই। মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়, তবে দাঁত দেখা যায় না।

৩। আওয়াজ করে হাসা কোনো ভদ্র বা জ্ঞানী লোকের উচিত নয়। এরূপ হাসি অমঙ্গলের লক্ষণ। পক্ষান্তরে, মুচকি হাসি সুন্নাত। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ প্রকার হাসি হাসতেন। হাদিসে এসেছে-  
 وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ .

৪। ضحك এর কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, تبسم এর কারণে নামাজ নষ্ট হয় না।

৫। ضحك মুমিনের স্বভাব এবং تبسم নবি ও বুয়ুর্গদের স্বভাব।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الرؤية ماسدادر فتح يفتح باب نفي فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متكلم خيگاه : ما رأيت  
 মাদ্দাহ ي - ء - ر - ع - ي - جিনস مركب অর্থ- আমি দেখিনি।

ج-م-ع ماسدادر الاستجماع ماسدادر اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر خيگاه : مستجمعا  
 মাদ্দাহ - ج - م - ع - ي - جিনস صحيح অর্থ- একত্রকারী, এখানে অট্টহাসিদাতা।

لهوات : بهبصحن, একবচন لهوة অর্থ- জিহ্বামূল।

التبسم ماسدادر تفعل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب خيگاه : يتبسم  
 মাদ্দাহ - ب - س - م - ي - جিনস صحيح অর্থ- তিনি মুচকি হাসছেন।

হাদিস-৯৪:

٩٤- عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْنِي إِلَّا تَبَسَّمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জারির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, তখন হতে হজরত নবি করিম (ﷺ) আমাকে কখনো (তার কাছে আসতে) বাঁধা দেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, তখন মুচকি হাসতেন। (ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نصر ينصر باب نفي فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب خيگاه : ما حجبني  
 অর্থ- আমাকে বাধা দেয়নি। ج - ح - ب - ي - جিনস صحيح ماسدادر الحجاب

### হাদিস-৯৫:



৩. القهقهة বা অউহাসি : فقہہ শব্দটি বাবে فعلة এর মাসদার। উচ্চস্বরে জিহ্বামূল প্রকাশ করে প্রফুল্লতা প্রকাশ করাকে قهقهة বা অউহাসি বলে। এরূপ হাসির দ্বারা মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়, আর চেহারার উজ্জ্বলতাও বিনষ্ট হয়। এ ধরনের হাসি শরিয়তের দৃষ্টিতে অনুচিত ও পরিহারযোগ্য।

যে প্রকার হাসি উত্তম :

উপরোক্ত তিন প্রকার হাসির মধ্যে تبسم তথা মুচকি হাসি উত্তম। এটা সুন্নাতও বটে। কেননা হজরত রসুলে করিম (সা.) মুচকিহাসি হাসতেন। সুতরাং ইহাই উত্তম হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحدث ماسدار تفعل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر غائب : يتحدثون  
মাদ্দাহ - د - ث জিনস صحيح অর্থ- তাঁরা কথাবার্তা বলছেন।

السمع ماسدار يسمع باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر غائب : يضحكون  
মাদ্দাহ - ح - ك জিনস صحيح অর্থ- তাঁরা হাসছেন।

التناشد ماسدار تفاعل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر غائب : يتناشدون  
মাদ্দাহ - ن - ش জিনস صحيح অর্থ- তারা আবৃত্তি করছেন।

হাদিস-৯৬:

৯৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনে জায'আ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়ে অধিক মুচকিহাসি হাসতে কাউকে দেখিনি। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ك-ث-ر المادّة الكثرة ماسدار يكرم باب اسم تفضيل باهاض واحد مذكر : اكثر  
জিনস صحيح অর্থ- সর্বাধিক।

٩٧- عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سِئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ يِلَالُ بْنُ سَعْدٍ أَذْرَكْتَهُمْ يَسْتَدُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رُهْبَانًا (رواه في شرح السنة)

ওমضاف , هم ضمير مضاف شब्‌টি قلوب آف ار حرف جار , شبه فعل तथा مصدر शब्‌টি الایمان  
এর شبه فعل হয়েছে متعلق মিলে مجرور আর حرف তার مجرور মিলে مضاف اليه  
من আর اسم مشتق شبه فعل شब्‌টি اعظم । হয়েছে مبتدأ مিলে متعلق ও فاعل তার شبه فعل । সঙ্গে  
شبهه । এর شبه فعل হয়েছে متعلق মিলে مجرور و جار مجرور তার হল الجبل আর حرف جار  
। হল جملة اسمية مিলে خبر ও مبتدأ পরিশেষে خبر مিলে متعلق ও فاعل তার فعل

## রাবি পরিচিতি :

হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান (رضي الله عنه): হজরত কাতাদাহ ইবনে নু'মান আল আনসারি গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন। আবু সায়িদ খুদরি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৩ হিজরিতে ৬৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হজরত উমার (رضي الله عنه) তার নামাজে জানাজা পড়ান।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. التَّبَسُّمُ শব্দটি কোন বাবের মাছদার?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب تفاعل

ঘ. باب إفتعال

২. নামাজের মধ্যে কোন প্রকার হাসিতে অজু ও নামাজ উভয়টি নষ্ট হয়।

ক. الضحك

খ. القهقهة

গ. التَّبَسُّمُ

ঘ. التكلم

৩. يتناشدون শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ت-ن-د

খ. ن-ش-د

গ. ت-ش-د

ঘ. ي-ن-ش

৪. মুসলমানের হাসিমুখ কীসের সমতুল্য?

ক. সাদাকার সমতুল্য।

খ. সালামের সমতুল্য।

গ. দোআর সমতুল্য।

ঘ. শুকরিয়ার সমতুল্য।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজমল সাহেব একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তিনি সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। সব সময় তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল দেখায়। তিনি বলেন যে, আমি গোমরা মুখে থাকলে যে ব্যক্তি আমার দিকে তাকাবে,

তার মুখে মলিনতার ছাপ পড়বে। সুতরাং কেন আমি অন্যের মুখ মলিন করব?

৫. আজমল সাহেব কার চরিত্র অবলম্বনে হাস্যোজ্জ্বল থাকেন।

ক. হজরত বিলাল (রাঃ) এর।      খ. হজরত ওমর (রাঃ) এর।

গ. হজরত আলি (রাঃ) এর।      ঘ. হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর।

৬. আজমল সাহেবের হাসি কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বলে তুমি মনে কর ?

ক. খিলখিল হাসি।      খ. অট্টহাসি।

গ. মুচকি হাসি।      ঘ. ক্রন্দন মিশ্রিত হাসি।

৭. অট্টহাসি হাসা ঠিক নয়। কেননা এতে-

i. অন্তকরণ শক্ত হয়।

ii. স্নানাতের খেলাফ হয়।

iii. মানুষের নিকট দৃষ্টিকটু হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

কারিমা ও তামান্না দু'বোন। রাতে পড়ার টেবিলে বসে তারা গল্প করছিল। তাদের অট্টহাসিতে পাশের কক্ষে তাদের মা জেগে উঠল। ঘুম হতে জেগে মা বলল, এভাবে হাসছো কেন? হাসির ব্যাপারে তোমাদের বইতে কি কিছু নেই?

(ক) রসুল (সাঃ) কোন প্রকারের হাসি হাসতেন?

(খ) بِسْمِ اللَّهِ وَضَحْكُ এর মধ্যে পার্থক্য কী? লেখ।

(গ) কারিমা ও তামান্নার হাসি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হাসি সম্পর্কে কারিমার মায়ের মন্তব্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।

## অষ্টম অধ্যায়

### بَابُ الْأَسْمَاءِ

#### নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়

আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের নিরানব্বইটি নাম অতিশয় সুন্দর ও অর্থবহ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্ণুবি হজরত মুহাম্মদ ﷺ এর নামও অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় এবং তাঁর সকল নাম ও উপাধিও অত্যন্ত অর্থবহ। সৃষ্টির সেরা মানুষের আকৃতি প্রকৃতিও সুন্দর। তন্মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। তাই উম্মতে মুহাম্মাদির প্রতিটি মানুষের সুন্দর নাম রাখা অতীব জরুরি। মহানবি ﷺ হাদিস শরিফে সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অর্থবোধক নাম রাখা ইসলামের অন্যতম বিধান। তবে কাফির, মুশরিক ও কুখ্যাত পাপীদের নামানুসারে নাম রাখা নিষেধ। যে সব সাহাবির আপত্তিকর নাম ছিল মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ তা পরিবর্তন করে পুনরায় সুন্দর ও যথার্থ অর্থবোধক নাম রেখেছিলেন। নাম রাখা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ বিষয়ে হাদিসের আলোকে বিস্তারিত জানা যাবে।

হাদিস-৯৮:

৯৮- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদিন হজরত নবি করিম (ﷺ) বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল কাসেম! নবি করিম (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। তখন লোকটি বলল, আমি এ লোকটিকে ডেকেছি। তখন হজরত নবি করিম (ﷺ) বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনামে কুনিয়াত রেখো না। (ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي এর অর্থ- হলো, তোমরা আমার উপনামে কারো উপনামরেখো না। এ হাদিসের মর্মার্থের ব্যাপারে অর্থাৎ, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উপনামে কারো উপনাম রাখা জায়েজ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১। ইমাম শাফেয়ি ও আহলে জাওয়াহেরের মতে, আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ নয়, যদিও মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা বৈধ।
- ২। কিছু সংখ্যক হাদিস বিশারদ বলেন, এ হাদিসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল, পরবর্তীকালে এটা রহিত হয়েছে। অতএব বর্তমানে আবুল কাশেম উপনাম রাখা বৈধ।
- ৩। ইমাম মালেক ও জুমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবি করিম (ﷺ) এর জীবদ্দশায় এটা বৈধ ছিল না, তার ইন্তেকালের পর তা বৈধ হয়ে গিয়েছে।
- ৪। কেউ কেউ বলেন, হাদিসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসুখ হয়নি, তেমনি এর দ্বারা হারামও বোঝানো হয়নি; বরং মাকরুহে তানজিহি বোঝানো হয়েছে।
- ৫। কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা নবি করিম (ﷺ) এর যুগে ছিল। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা হজরত আলি (রাঃ) স্বীয় পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিফার উপনাম আবুল কাসেম রেখেছিলেন।
- ৬। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে, একত্রে কারো নাম মুহাম্মদ ও আবুল কাশেম রাখা জায়েজ নেই। তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে জায়েজ।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

السوق : الأَسْوَاقُ অর্থ- বাজার। اسم একবচন, বহুবচন- جامد

سما : اسم التسمية মাসদার তফেইল বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : سَمَوْا  
 - তোমরা নাম রাখ - অর্থ- ناقص واوي - জিনস - م - و

### হাদিস-৯৯:

٩٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أُنْقِصُ بَيْنَكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমারা আমার নামে নাম রাখতে পার; কিন্তু আমার উপনামে উপনামরেখো না। কেননা, আমাকে বন্টনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে (দ্বিনি ইলম বন্টন করে থাকি) ( বুখারি ও মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

মহানবি (ﷺ) এর বাণী- إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا বাক্যটির অর্থ হলো, আমাকে বন্টনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বাক্যটির মর্ম উদঘাটনে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১। কারো কারো মতে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম, এ হিসেবে তাকে **ابو القاسم** বলা হয়।

২। জুমহুর মুহাদ্দিসিন বলেন, **قاسم** শব্দের অর্থ- বন্টনকারী। যেহেতু তিনি উম্মতের মধ্যে ইলম ওহি, হেকমত ও গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। এ গুণসমূহ তাঁর জন্য খাস বিধায় **ابو القاسم** কুনিয়াতও তাঁর জন্য খাস হবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন- **إنما أنا قاسم والله يعطى**

হাদিস-১০০:

১০০- **عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ - (رواه مسلم)**

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

রাবি পরিচিতি:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর পুত্র হজরত আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (ﷺ) এর নবুওয়্যাত লাভের দুই বছর পর মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু আবদির রহমান। মাতার নাম যয়নব। পিতার ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত-পালিত হন এবং পিতার সাথে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মদিনায় হিজরত করেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) একজন বিচক্ষণ সাহাবি, নির্ভীক মুজাহিদ ও বড় মাপের আলিম ছিলেন। তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৬৩০টি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ৭৩/৭৪ হিজরিতে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

হাদিস-১০১:

১০১- **عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمِينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا حَيْجًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَتَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تَسْمِ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا**

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

(শব্দ বিশ্লেষণ): تحقیقات الألفاظ

التسمية ماسدائر تفعليل باب اثبات فعل مضارع معروف باهائ واحد مذكر غائب : يسمى  
 اءاءاھ ي - م - س ءينس ناقص واري اءء- سے نام راءءه ।



মাসদার ضرب يضرب বাব إثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : قبض  
 صحيح জিনস ق-ب-ض মাদ্দাহ القبض অর্থ- তাকে কবজ করা হলো।

হাদিস-১০৩:

১০৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَالِكُ الْأَمْلَاكِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ أَعْيِظُ رَجُلٌ  
 عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ .

১০৪. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হবে সে ব্যক্তির, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং অধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে হবে, যার নাম রাজাধিরাজ রাখা হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ রাজাধিরাজ নেই।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أخنى الحنى মাসদার سمع يسمع বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : أخنى অতি নিকৃষ্ট।

الأملاك : الملك বহুবচন, একবচন : বাদশাহগণ।

خ-ب-ث : الخبث মাসদার كرم يكرم বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : أخبث  
 জিনস صحيح অর্থ- অত্যাধিক ঘৃণিত।

হাদিস-১০৪:

১০৪- عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِيتُ بَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمَوْهَا زَيْنَبُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত যয়নব বিনতে আবি সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নাম বাররাহ (পূণ্যবতী) রাখা হয়েছে। অতপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা নিজেরা নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করো না। তোমাদের মধ্যে কে পূণ্যবান সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক অবহিত। তোমরা তার নাম যয়নব রাখ। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ز مَادَّاهُ التَّزْكِيَّةُ مَاسَدَارُ تَفْعِيلٍ بَابُ نَهْيٍ حَاضِرٌ مَعْرُوفٌ بَاهَا حُجَّاجٌ جَمْعُ مَذْكَرٍ حَاضِرٌ : لَا تَرْكُوا  
 - ك - ي - اَ رْثُ - نَاقِصٌ يَأْنِي جِنْسٌ - ك - ي

١٠٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ إِسْمَها بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْمَها جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত জুয়াইরিয়াহ (রাঃ) এর নাম ছিল ‘বাররাহ’ “যার অর্থ পূণ্যবতী ও গুণবতী মহিলা। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার নাম পরিবর্তন করে ‘জুয়াইরিয়া’ রাখেন। কেননা, তিনি এ কথা বলা অপছন্দ করতেন যে, নবি করিম (সাঃ) পুন্যবতীর নিকট হতে বের হলেন। (ইমাম মুসলিম রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

التحويل ماسدائر تفعليل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : حَوَّلَ  
মাদ্দাহ - أجنوف واوي - ح - و - ل জিনস সে ফিরাল, তিনি পরিবর্তন করলেন।

মাসদার سمع يسمع বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ : يكره  
 তিনি অপছন্দ করছেন। - অর্থ صحيح جنس ك - ر - ه مآداه الكراهية ও الكره

١٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ بِنْتًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর এক কন্যা ছিল, যাকে আছিয়া (পাপিষ্ঠা) নামে ডাকা হত। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখলেন জামিলাহ (সুন্দরী)। (বুখারি ও মুসলিম)

المعصية ماسدار ضرب يضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث ছিগাহ : عاصية

التسمية ماسدادر تفعليل باب اثبات فعل ماضى معروف واهاه واحد مذكر غائب : سماها

মাদাহ অর্থ- তিনি তাঁর নাম রাখলেন। নাক্স ওয়ী জিনস - স - ম - ও

جميلة : هياها واحد مؤنث : هياها

হাদিস-১০৭:

١٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذِهِ فَقَالَ مَا إِسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ لَا لَكِنَّ إِسْمَهُ الْمُنْذِرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত মুনযির ইবনে আবি উসাইদ (রা.) ভূমিষ্ট হলে তাকে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর কাছে আনা হয়, তিনি তাকে নিজের রানের উপর বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর নাম কি? উত্তরদাতা বললেন, তার নাম অমুক। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন না; বরং তার নাম মুনজির। (বুখারি ও মুসলিম)

হাদিস-১০৮:

١٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نَسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنَّ لِيَقُلَّ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي وَلَا يَقُلَّ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنَّ لِيَقُلَّ سَيِّدِي - وَفِي رِوَايَةٍ لِيَقُلَّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ - وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقُلَّ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَمَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ (নিজের দাস-দাসীকে) যেন কখনও আমার বান্দা এবং আমার বান্দি না বলে। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং তোমাদের প্রত্যেক নারী আল্লাহ তাআলার বান্দি। তবে তার বলা উচিত আমার চাকর এবং আমার চাকরানী, আমার ছেলে এবং আমার মেয়ে। আর গোলাম যেন নিজ মনিবকে না বলে আমার প্রভু; বরং সে যেন বলে, আমার সর্দার। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, গোলাম যেন বলে, আমার সর্দার এবং আমার মনিব। অন্য বর্ণনায় আছে যে, কোন দাস তার সর্দারকে যেন না বলে, আমার মাওলা। কেননা, তোমাদের সকলের মাওলা আল্লাহ। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

آماء : বহুবচন, একবচন أمة অর্থ- বাঁদি, দাসী।

سيد : একবচন, বহুবচن سادة অর্থ- নেতা, মনিব।

হাদিস-১০৯:

১০৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرمَ فَإِنَّ الْكُرمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَا تَقُولُوا الْكُرمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা আগুর গাছকে ‘কারম’ বলো না। কেননা, কারম হলো মুমিনের কালব বা অন্তর। ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর বর্ণনায় আছে হজরত ওয়ায়েল ইবনে হজর হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আগুর গাছকে কারম বলো না, বরং তোমরা ‘ইনাব’ ও ‘হাবালাহ’ বলো। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العنب : একবচন, বহুবচন أعناب অর্থ- আগুর, আগুর গাছ।

الحبله : একবচন, বহুবচن الأحبال অর্থ- আগুর গাছ।

হাদিস-১১০:

১১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكُرمَ وَلَا تَقُولُوا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আগুরের নাম ‘কারম’ রেখো না এবং হে যুগের ব্যর্থতা ও হতাশা’ এরূপ শব্দ উচ্চারণ করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হলেন যুগ তথা যুগের স্রষ্টা। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خيبة : ইহা বাবে ضرب يضرب এর মাসদার, অর্থ- হতাশা, নৈরাশ্য, বঞ্চিত হওয়া।

الدهر : একবচন, বহুবচন الدهور অর্থ- যুগ, কাল, সময়।

হাদিস-১১১:

১১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْبُ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন যুগকে গালি না দেয়। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হলেন যুগ তথা যুগের পরিবর্তনকারী। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১১২:

১১২- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لَيْقُلْ لَقِسْتُ نَفْسِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো এ কথা না বলে যে, خَبِثْتُ نَفْسِي (আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে)। বরং সে যেন বলে لَقِسْتُ نَفْسِي আমার আত্মা অস্বস্তিবোধ করছে তথা কষ্ট অনুভব করছে। (বুখারি এবং মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خَبِثْتُ : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ বাব اثبات فعل ماضى معروف ক্রম মাসদার  
- অর্থ- صحیح জিনস خ - ب - ث মাদ্দাহ الخبثاء و الخبث  
হয়েছে।

ليقل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ বাব امر غائب معروف ক্রম মাসদার  
- অর্থ- اجوف واوي জিনস ق - و - ل  
সে যেন বলে।

لا يؤذى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ বাব اثبات فعل مضارع معروف ক্রম মাসদার  
- অর্থ- مركب জিনস أ - د - ي  
মাদ্দাহ

হাদিস-১১৩:

১১৩- عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكْتَنُونَ بِأَيِّ الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَالْيَهْ الْحَكَمُ فَلَمْ تُكَيِّ بِأَيِّ الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَلَّا الْفَرِيقَيْنِ مُحْكَمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

অনুবাদ: হজরত শুরাইহ ইবনে হানি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা (হানি) হতে বর্ণনা করেন, (হজরত হানি বলেন) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিনিধিরূপে হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট আগমন করলেন, তখন হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) শুনলেন যে, গোত্রের লোকজন তাকে ‘আবুল হাকাম’ উপনামে ডাকছে। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই হলেন হাকাম (ফয়সালাদানকারী) এবং হুকুম ও ফয়সালা তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। তাহলে কেন তোমাকে “আবুল হাকাম” উপনাম দেয়া হয়েছে? উত্তরে হজরত হানি (রাঃ) বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয় তখন তারা আমার কাছে আসে। আমি তাদের মাঝে এমনভাবে ফয়সালা করে দেই যে, উভয় দল আমার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হয়। (এ কারণে তারা আমাকে আবুল হাকাম) উপনামে ডাকে। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ কাজটি কতই না উত্তম। আচ্ছা! তোমার কোন সন্তান আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিন পুত্র আছে। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তিনি বললেন, আমি বললাম, শুরাইহ। এবার হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আজ হতে তোমার উপনাম **أبو شريح** (আবু শুরাইহ)। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التكنية ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر غائب : يكون

মাদ্দাহ - ن - ي - জিনস - ناقص يائي - অর্থ- তারা উপনাম ধরে ডাকছে।

الدعوة ماسدادر نصر ينصر باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : دعا

মাদ্দাহ - د - ع - জিনস - ناقص واوي - অর্থ- তিনি ডাকলেন।

الاختلاف ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض جمع مذكر غائب : اختلفوا

মাদ্দাহ - خ - ل - ফ - জিনস - صحيح - অর্থ- তারা মতভেদ করল।

الرضاء ماسدادر يسمع يسمع باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : رضي

মাদ্দাহ - ر - ض - য - জিনস - ناقص يائي - অর্থ- সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

হাদিস-১১৪:

١١٤- عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ

عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

(শব্দ বিশ্লেষণ): تحقيقات الألفاظ

اللقاء سمع يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد متكمم حياها : لقيت  
 مادداھ ناقص يائي جنس ل - ق - ي آمي ساक्षा करलाम ।

١١٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَاءِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

**অনুবাদ:** হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিনতোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নাম ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ। (ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

(শব্দ বিশ্লেষণ): تحقيقات الألفاظ

الدعاء نصر ينصر باب اثبات فعل مضارع مجهول باهـاء جمع مذكر حاضر حـاء : تدعون  
 اর্থ- তোমাদেরকে ডাকা হবে। ناقص واوي جنس د - ع - و - ماداه - الدعوة

মাদ্দাহ الإحسان ماسدائر إفعال باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر ছিগাহ : احسنوا  
তোমরা সুন্দরভাবে কর। - অর্থ صحيح জিনস হ - স - ন

তাকিব: فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

মضاف, مضاف আর مضاف اسماء, ضمير اتم فاعل আর فعل احسنوا  
 جمله فعلية مفعول و فاعل তার فعل পরিশেষে مفعول مضاف اليه ও اليه

হাদিস-১১৬:

১১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) তার নাম ও উপনাম এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন-কারো নাম মুহাম্মদ এবং আবুল কাশেম এক সাথে রাখা। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১১৭:

১১৭- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَمْ يَكُنْ بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي)

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনাম রেখো না। (ইমাম তিরমিজি ও ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন আমার উপনামে উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে যেন আমার নামে নাম না রাখে।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাদ্দাহ الاكتناء ماسداه افتعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذكر حاضر خيها : لا تكتنوا

অর্থ- তোমরা উপনাম রেখো না। - ن - ك - ي - جিনস

মাদ্দাহ التسمي ماسداه تفعل باب نهى غائب معروف باهاض واحد مذكر غائب خيها : لا يتسم

অর্থ- সে যেন নাম না রাখে। - م - س - و - جিনস

হাদিস-১১৮:

১১৮- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذَكِّرْ لِي إِنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُعْنِي السُّنَّةُ غَرِيبٌ)



অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি। আমি তার নাম মুহম্মদ এবং উপনাম আবুল কাসেম রেখেছি। অতপর আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি এটা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল? এবং উপনাম হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার উপনাম হারাম করল? এবং আমার নাম হালাল করল? (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মহিউসসুন্নাহ (বাগভি) রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الولادة ماسدأر ضرب يضرب بآب اثبات فعل ماضى معروف بآهآ واحد متكلم هيا : ولدت

মাদ্দাহ - আমি জন্ম দিয়েছি। অর্থ- مثال واوي জিনস - ল - দ - মাদ্দাহ

الإحلال ماسدأر إفعال بآب اثبات فعل ماضى معروف بآهآ واحد مذكر غائب هيا : أحل

মাদ্দাহ - সে বৈধ করল। অর্থ- مضاعف ثلاثي জিনস - ল - ল - হ - মাদ্দাহ

التحريم ماسدأر تفعيل بآب اثبات فعل ماضى معروف بآهآ واحد مذكر غائب هيا : حرم

মাদ্দাহ - সে অবৈধ করল। অর্থ- صحيح জিনস - হ - র - ম - মাদ্দাহ

### হাদিস-১১৯:

١١٩- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدًا أَسَمِيهِ بِأَسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! যদি আপনার মৃত্যুর পর আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তবে আমি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারব কি না? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন হ্যাঁ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### হাদিস-১২০:

١٢٠- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ صَحَّحَهُ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার উপনাম রাখলেন এক জাতীয় শাকের নামানুসারে, যা আমি সংগ্রহ করতে ছিলাম। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি বর্ণনার এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমি পাইনি। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التكنية ماسدادر تفعيل باب إثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : كنا  
মাদ্দাহ তিনি উপনাম রেখেছেন। - অর্থ- ناقص يائي জিনস ك - ن - ي

الاجتناء ماسدادر افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكلم : اجتني  
মাদ্দাহ আমি সংগ্রহ করি, আমি ফল তুলি। - অর্থ- ناقص يائي জিনস ج - ن - ي

হাদিস-১১১:

١٢١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْزِرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবি করিম (সাঃ) খারাপ ও কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে দিতেন (এবং তদস্থলে উত্তর নাম রেখে দিতেন)। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

مادداه التغير ماسدادر تفعيل باب ماضى استمرای معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : كان يغير  
- অর্থ- اجوف يائي জিনস غ - ي - ر

ج - ب - ح ماسدادر القبح ماضى فاعل واحد مذكر : القبيح  
- অর্থ- صحيح মন্দ, খারাপ।

হাদিস-১১২:

١٢٢- عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَيْمُونٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ أَخْدَرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ  
كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِي أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

اسمك قَالَ أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَغَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةٍ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمَ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلْإِخْتِصَارِ)

অনুবাদ: হজরত বাকির ইবনে মাইমুন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা উসামা ইবনে আখদারি (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা একদল লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট আগমন করল। তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল যাকে ‘আসরাম’ (কাঠুরিয়া) বলা হতো। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? লোকটি বলল আসরাম। তখন তিনি বললেন, না বরং তোমার নাম ‘যুরআহ’। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি বলেছেন, নবি করিম (সাঃ) আস, আযীব, আতলাহ, শয়তান, হাকিম, গুরাব, হুবাব এবং শিহাব নামগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আমি এগুলোর বর্ণনা সূত্রে পরিত্যাগ করেছি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النفر : একবচন, বহুবচন الانفار অর্থ- এমন দল, যার সংখ্যা তিন হতে দশ পর্যন্ত।

اسانيد : বহুবচন, একবচন إسناد অর্থ- সনদসমূহ।

الاختصار : ইহা বাব افتعال এর মাসদার, অর্থ- সংক্ষিপ্তকরণ।

হাদিস-১২৩:

١٢٣- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَ مَطِيَّةَ الرَّجُلِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ)

অনুবাদ: হজরত আবু মাসউদ আল-আনসারি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, অথবা হজরত আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) আবু মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি زعموا শব্দটি সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে কি বলতে শুনেছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, এ শব্দটি মানুষের নিকৃষ্ট বহন। (ইমাম আবু দাউদ রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন আবু আবদুল্লাহ হল হজরত হুজায়ফা (রাঃ) এর উপনাম।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الزعم الماسداه فتح باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : زعموا

জিনস - এ - ম অর্থ- তারা ধারণা করছে।

مطية : একবচন, বহুবচন অর্থ- বাহন।

হাদিস-১২৪:

١٢٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ)

অনুবাদ: হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। তোমরা “যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়” এরূপ বলো না; বরং তোমরা বল, যা কিছু আল্লাহ চান” অতপর “অমুক ব্যক্তি চায়”। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবি করিম (ﷺ) বলেছেন, যা কিছু আল্লাহ ও মুহাম্মদ (ﷺ) চান” এরূপ কথা বলো না, বরং তোমরা বল, একমাত্র আল্লাহ তাআলা যা চান। (মাসাবিহ প্রণেতা এ হাদিসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الانقطاع الماسداه اسم فاعل باهاض واحد مذكر : منقطع

জিনস - এ - ট অর্থ- বিচ্ছিন্ন।

হাদিস-১২৫:

١٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِمُنَافِقٍ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা কোন মুনাফিককে নেতা বলো না। কেননা, সে যদি নেতা হয় (অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ কর), তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার অফাল বাব اثبات فعل ماضى قريب معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر خيگاه : قد اسخطتم  
 صحيح جينس س - خ - ط مادداه الاسخاط  
 করলে।

হাদিস-১২৬:

١٢٨ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا  
 قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا  
 بِمُعَيَّرٍ اسْمًا سَمَانِيهِ أَيْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবদুল হামিদ ইবনে জুবাইর ইবনে শাইবা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব এর নিকট বসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে হাদিস বর্ণনা করে শুনােন যে, তাঁর দাদা ‘হাযন’ নবি করিম (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? জবাব তিনি বললেন, “আমার নাম হাযন” রসুল (ﷺ) বললেন, না; বরং তোমার নাম ‘সাহল’। আমার দাদা বললেন, আমি এমন নাম পরিবর্তন করতে চাই না, যে নাম আমার পিতা রেখেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা) বলেন, এরপর হতে আমাদের পরিবারে সর্বদা দুখ কষ্ট লেগেই থাকত। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التحديث ماسدار تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب خيگاه : حدث  
 صحيح جينس ح - د - ث مادداه

جينس غ - ي - ر مادداه التغيير ماسدار تفعيل باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر خيگاه : مغير  
 ارجوف يائي اর্থ- পরিবর্তনকারী।

হাদিস-১২৭:

١٢٧- عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا  
 بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ  
 وَمُرَّةٌ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু ওহাব আল জুশারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা নবিগণের নামে নাম রাখবে। আল্লাহ তাআলার নিকট নামসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। তার সর্বাধিক সত্য নাম হারেছ এবং হাম্মাম, আর সর্বাধিক মন্দ নাম হল হারব ও মুররাহ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. اسم শব্দের অর্থ কী?

ক. নাম।

খ. পদবী।

গ. উপাধী।

ঘ. উপনাম।

২. সর্বোত্তম নাম কোনটি ?

ক. বকর।

খ. ওমর।

গ. খালেদ।

ঘ. আবদুল্লাহ।

৩. لا تكتنوا শব্দটি বাহাছ কোনটি ?

ক. نفي فعل مضارع معروف

খ. نهي حاضر معروف

গ. نفي جحد بلم معروف

ঘ. نفي تأكيد بلم معروف

৪. কোন্ নামটি রাখা জায়েজ নয়।

ক. حارث

খ. عبد الرحمن

গ. مالك الأملاك

ঘ. إبراهيم

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাওলানা আব্দুর রহমান তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আত্মীয়টি তার ছেলেদের মন্টু, ঝন্টু, পিন্টু ইত্যাদি নামে ডাকছে। নামগুলো শুনে তিনি অবাক হলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে নামগুলো পাঠে ইসলামি নাম রাখতে বললেন।

৫. আত্মীয়পুত্রদের নামগুলো শুনে মাওলানা আব্দুর রহমান অবাক হলেন কেন?

ক. কোন মানুষের নাম এরূপ হতে পারে না।

খ. মুসলামানের নাম এরূপ হতে পারে না।

গ. নামগুলো বিদেশী নাম বলে।

ঘ. নামগুলো কুরআন ও হাদিসে নাই বলে।

৬. তাদের জন্য তুমি নিচের কোন নামগুচ্ছ প্রস্তাব করবে?

ক. পিয়াল, রিয়াল, রিয়াজ

খ. বিকাশ, বিলাস, বিলাল

গ. সাকির, শাকিব, সাজিদ

ঘ. রনি, রাহাত, রিফাত

৭. ইসলামে সেসব নাম রাখা নিষিদ্ধ-

- i. যেসব নামের অর্থে শিরক ও কুফর থাকে।
- ii. যেসব নাম কোন কাফির ও মুশরিকের নাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।
- iii. যেসব নামের মধ্যে অহংকার ও ব্যক্তির পূতঃপবিত্র হওয়ার অর্থ- বিদ্যমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নুরুল ইসলামের মেয়েটির জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখা ও আকীকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানে আগত তার আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নজন বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করল। কেউ বলল, ‘বাররাহ’, কেউ ‘আছিয়া’, কেউ বা ‘জামিলা’। নামগুলো নিয়ে নুরুল ইসলাম স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করলে ইমাম সাহেব ‘জামিলা’ নামটি রেখে দিলেন।

(ক) كنية শব্দের অর্থ কী?

(খ) নাম, কুনিয়াত ও লকবের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) প্রস্তাবিত প্রথম ও দ্বিতীয় নাম দু’টি রাখার ব্যাপারে শরিয়াতের হুকুম ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মেয়েটির নাম রাখার ব্যাপারে নুরুল ইসলামের উদ্যোগটি কেমন হয়েছে? মূল্যায়ন কর।

## নবম অধ্যায়

### باب حفظ اللسان والغيبة والشتيم

### জিহ্বা সংযত করণ, গিবত ও গালমন্দ সংক্রান্ত অধ্যায়

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মুখে, লিখনে, ইশারা-ইংগিতে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পেতে পারে তাকে গিবত বলে। যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয় যা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গিবত নয়; বরং তুহমত বা অপবাদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে তুহমত গিবতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। জীবিত ব্যক্তির গিবত যেমন নিষেধ, তেমনি মৃত ব্যক্তির প্রতি গালমন্দ করা, তার গিবত ও দোষ চর্চা করাও নিষেধ। গিবতের ফলে মানুষের মধ্যে একতা বিনষ্ট হয়, সমাজের সম্মানিত লোকদের প্রতি শ্রোতার মনে বিরূপ ধারণা জন্মে, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, অপর মুসলিম ভাই-বোনের সন্মম ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষ চরম অবহেলা করে। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

হাদিস-১২৮:

۱۲۸- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবন সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ, জিহ্বা ও তার দু'উরুর মধ্যবর্তী তথা লজ্জাস্থানের হিফায়তের নিশ্চয়তা দেবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিসের “اضمن له الجنة”- এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যদি কোন ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থান, অশ্লীল বাক্য ও কাজ থেকে নিজেকে হিফায়ত করে, আমি তার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবো। যদি এ দুটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পাপ কাজ অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। আর যে ব্যক্তি পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত।



## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الضمن ماسدادر سمع باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيگاه يضمن  
মাদ্দাহ মাসদার স্ম - ম - ন জিনস অর্থ- সে জামিন হবে।

হাদিস-১২৯:

١٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ أَعَدَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এমন কথা বলে, যা সে মনোযোগ তথা গুরুত্ব সহকারে বলে না। আল্লাহ তাআলা এ কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দাহ কোন কোন সময় আল্লাহ নারাজ হন এমন কথা বলে, যা মনোযোগ সহকারে বলে না। এ কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (ইমাম বুখারি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, এ কথা বলার কারণে সে জাহান্নামের এতটা দূরত্বে (গভীরে) পতিত হবে, যতটা দূরত্বে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اثبات فعل مضارع باهاض واحد مذكر غائب خيگاه يتكلم لام تاكيد ت ل : ليتكلم  
স্ম - ল - ক জিনস অর্থ- সে মাসদার তফল মাদ্দাহ التكلم মাসদার বাব معروف  
অবশ্যই কথা বলে।

لايلقى ماسدادر افعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيگاه : لايلقى  
নাফস য়াঈ জিনস ল - ক - য় মাদ্দাহ الالفاء  
নিষ্ক্রেপ করে না।

يهوى ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيگاه : يهوى  
লফিফ মকরুন জিনস হ - ও - য় মাদ্দাহ  
সে পতিত হবে।

হাদিস-১৩০:

١٣٠- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি তথা পাপাচার এবং হত্যা করা কুফরি। (বুখারি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

اضافت المصدر إلى المفعول سباب المسلم : এর তাৎপর্য : সباب المسلم فسوق। অতএব বাক্যটির অর্থ হবে- কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি কাজ। অর্থাৎ, অপর মুসলমানকে গারমন্দ করা কবিরাত্তা গুনাহ। কেননা এতে অন্যের মর্যাদা নষ্ট হয়, যা যুলম মাত্র। সুতরাং মুমিন মাত্রই গারমন্দ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা বিদায় হজ্জের ভাষণে রসুল (সাঃ) বলেছেন كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سباب : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ- গালি দেওয়া।

فسوق : ইহা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- পাপাচার, আনুগত্য থেকেবের হয়ে যাওয়া।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ): প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আবদির রহমান আল হুজালি। মাতার নাম উম্মু আবদ। ইসলামের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হজরত ওমর (রাঃ) এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি প্রায় সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) সফর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বহন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদার আমলে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮৪৮টি/ ৮৪৬টি। হজরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে হিজরি ৩২ সনে মদিনায় ইস্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরের অধিক। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

হাদিস-১৩১:

۱۳۱- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক তার মুসলমান ভাইকে কাফির বলবে, তাহলে অবশ্যই তাদের একজন তা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তথা তাদের একজন এর উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিস-১৩২:

۱۳۲ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِمْنِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمْنِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ (رواه البخاري)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিফারি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ফাসেকি তথা পাপাচারের অপবাদ নিষ্ক্ষেপ করবে না এবং এমনভাবে একে অপরের প্রতি কুফরের অপবাদ নিষ্ক্ষেপ করবে না। যদি সে (অভিযুক্ত) লোক এরূপ না হয়, তবে তার অপবাদ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

মাসদার ضرب يضرب বাব نفى فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يرمى  
সে নিষ্ক্ষেপ করবে না।  
অর্থ- ناقص يائي জিনস র-ম-য-মাদাহ

الارتداد ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ارتدت  
সে প্রত্যাবর্তন করল।  
অর্থ- مضاعف ثلاثي জিনস র-দ-দ-মাদাহ

হাদিস-৩৩:

۱۳۳- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিফারি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির বলে ডাকে, অথবা সে কাউকে আল্লাহ তাআলার শত্রু বলে, অথচ সে ব্যক্তি (অভিযুক্ত ব্যক্তি) এরূপ নয়। তবে একথা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

عدو : এটা একবচন, বহুবচন اعداء অর্থ- দুশমন, শত্রু।

### হাদিস-১৩৪:

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই অভিসম্পাতকারীগণ কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদানকারী হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اللعن الماسداتر فتح يفتح اسم فاعل مبالغة باهاض جمع مذكر : اللعائين  
অর্থ- অধিক অভিসম্পাতকারীগণ।

شهداء : شهداء অর্থ- শহিদগণ।

شفعاء : شفعاء অর্থ- সুপারিশকারীগণ।

হাদিস-১৩৭:

١٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনলোক বলে, মানুষ ধ্বংস হোক, তখন সে নিজেই অধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

হাদিস-১৩৮:

١٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوَ لَا يَبْجِهْ وَهُوَ لَا يَبْجِهْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হিসেবে তাকে পাবে যে দ্বিমুখী। সে এক চেহারা নিয়ে এদের কাছে যায় এবং আরেক চেহারা নিয়ে ওদের কাছে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الوجدان الماسداتر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض جمع مذكر حاضر : تجدون

মাদ্দাহ - অর্থ- তোমরা পাবে।

### হাদিস-১৩৯:

### হাদিস-১৪০:

9502

2025

## হাদিস-১৪২:

১৪২- عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা প্রশংসাকারীদেরকে অতি মাত্রায় প্রশংসা করতে দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

(শব্দ বিশ্লেষণ) تحقيقات الألفاظ

ম-দ-জ-মাদ্দাহ المدح মাসদার فتح বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ جمع مذكر حاضر : مداحين

জিনস صحيح অর্থ- অতিরিক্ত প্রশংসাকারীগণ।

হ-থ-ই-মাদ্দাহ الحثي মাসদার ضرب বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر : احثوا

জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা নিক্ষেপ কর।

## হাদিস-১৪৩:

১৪৩- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيُقْلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ حَسْبِي إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু বাকরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সম্মুখে একজন লোক অপর একজন লোকের খুব প্রশংসা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে ফেলেছো। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, (অতঃপর রসুল (ﷺ) বললেন) তোমাদের কেউ যদি একান্তই পারে প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে-আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ ধারণ করি, আর প্রকৃত অবস্থার হিসাবে আল্লাহ তাআলাই জানেন (আর এটাও ঐ সময় বলবে) যখন দেখা যাবে যে, লোকটি বাস্তবিকই অনুরূপ। আর কাউকে পূত-পবিত্র আখ্যায়িত করতে আল্লাহ তাআলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)।

(শব্দ বিশ্লেষণ) تحقيقات الألفاظ:

الاثناء ماسدার افعال বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : اثني





হাদিস-১৪৫:

১৪৫- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّعْتَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَحَاشَا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَ النَّاسَ اتِّقَاءَ شَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি (সাহাবীগণকে) বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক। অতপর যখন লোকটি বসল, নবি করিম প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসি মুখে তার সাথে কথা বললেন। অতপর লোকটি যখন চলে গেল, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি তার সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন। অতপর আপনিই প্রশস্ত চেহারায় তার প্রতি তাকালেন এবং হাসিমুখে তার সাথে কথা বললেন। (একথা শুনে) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখনো আমাকে অশ্লীলভাষী পেয়েছ? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে ত্যাগ করে। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

১। ائذنا ماسدار الاذن سمع باب امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ

অর্থ- তোমরা অনুমতি প্রদান কর। - জিনস - ড - ন

ماسدار انفعال باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ

অর্থ- সে হাসিমুখে কথা বলল। - জিনস - ব - স - ط ماسدار الانبساط

ماسدار مفاعله باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث حاضر : ছিগাহ

অর্থ- প্রজ্ঞাবদু হয়েছে। - জিনস - এ - ه - د ماسدار المعاهدة

اتقاء : ইহা باب افتعال এর মাসদার, অর্থ- বেঁচে থাকা, ভয় করা।

হাদিস- ১৪৬:

১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ - وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَافُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমার সকল উম্মত ক্ষমা প্রাপ্ত। তবে তারা ব্যতীত যারা প্রকাশ্যে নিজেদের অপরাধের কথা বলে বেড়ায়। এটা বড় স্পর্ধা যে, এক ব্যক্তি রাতে গুনাহের কাজ করে আর আল্লাহ পাক তা গোপন রাখলেন। অতপর সকাল হতেই সে লোকদের বলে, আমি গত রাতে এরূপ কাজ করেছি। সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে, তার প্রতিপালক তার দোষ গোপন করেছিলেন। আর সকাল হতেই সে আল্লাহ তাআলার পর্দা উন্মুক্ত করে দিল। (বুখারি ও মুসলিম)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع-ف-ي-مাদ্দাহ المعافاة মাসদার مفاعلة বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر خيگاه : معافى  
জিনস ناقص يائي অর্থ- ক্ষমাপ্রাপ্ত।

الكشف ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب خيگاه : يكشف  
মাদ্দাহ ف-ش-ك জিনস صحيح অর্থ- সে প্রকাশ করে।

হাদিস-১৪৭:

১৬- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي الْمَصَابِيحِ قَالَ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, আর মিথ্যা প্রকৃতপক্ষেই বাতিল ও গতিহ কাজ। তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করবে, অথচ সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী অর্থাৎ, তার ঝগড়া ছিল ন্যায় সংগত, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু স্থানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। (ইমাম তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থেও একে হাসান বলা হয়েছে। তবে মাসাবিহ গ্রন্থকার একে গরিব বলেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البناء ماسدادر ضرب باب اثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : بنى

মাদ্দাহ - যি - ন - ব - জিনস - নাক্ষ - যাই - অর্থ - নির্মিত হলো।

ربض : এক বচন, ارباض বহুবচন - অর্থ - প্রান্ত, পার্শ্ব।

المراء : ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার, অর্থ - ঝগড়া, বিবাদ করা।

اعلى : ছিগাহ : العلو ماسدادر نصر باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : অতি উচ্চ।

### হাদিস-১৪৮:

١٤٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسُ النَّارَ الْأَجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? আল্লাহ ভীতি ও সুন্দর চরিত্র। তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে অধিকহারে দোজখে প্রবেশ করাবে? তাহলো দু'টি গহ্বর, মুখ এবং লজ্জাস্থান। (ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الدراية ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : ছিগাহ : تدرون

অর্থ - তোমরা জান।

الاجوفان : দ্বিবচন, একবচন الجوف - অর্থ - দুটি গর্ত, দুটি গহ্বর।

الفرج : একবচন, বহুবচন الفروج - অর্থ - লজ্জাস্থান।

### হাদিস-১৪৯:

١٤٩- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُمُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا وَيَكْتُمُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

## وَرَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ

অনুবাদ: হজরত বেলাল ইবনুল হারেছ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভালো কথা বলে, কিন্তু সে এর মর্যাদা ও পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা উক্ত কথার কারণে তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত) পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে এর পরিণাম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা এ কথার কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, আল্লাহ তাআলার সাথে তার সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত। (শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, আর ইমাম মালিক, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ রহ. অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৫০:

١٥٠- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يَخْذُلُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত বাহয ইবনে হাকীম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর দাদা) বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত, যে কথা বলে এবং জনগণকে হাসাবার জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস তার জন্য ধ্বংস। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও দারেমি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ويل : ইহা اسم جامد অর্থ- ধ্বংস, সর্বনাশ, আক্ষেপ।

হাদিস-১৫১:

١٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই বান্দাহ একটি কথা বলে, আর এটা শুধু এ জন্য বলে যে, তার দ্বারা সে মানুষকে হাসাবে। সে এ কথার কারণে দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে তথা গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যতখানি দূরত্ব রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে। আর নিশ্চয়ই বান্দাহর ভাষার স্থলন তার পদস্থলন হতে অধিক ভয়ানক। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الهُوى ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هوى  
মাদ্দাহ - অর্থ- লফিফ মকরুন - জিনস - ও - য় - মাদ্দাহ

الزلل ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ليزل  
মাদ্দাহ - অর্থ- অল্পাংশ ত্রি- জিনস - ল - ল - মাদ্দাহ

হাদিস-১৫২:

١٥٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নীরব থাকল সে মুক্তি পেল। (ইমাম আহমদ, তিরমিজি, দারেমি রহ.। আর বায়হাকি রহ. তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১৫৩:

١٥٣- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ - فَقَالَ إِمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ يَبْتُكَ وَأَبِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত উকবা ইবনে আমের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতপর আরজ করলাম, হে রসুল! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর। (ইমাম আহমদ ও তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

النجاة : ইহা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- মুক্তি লাভ করা।

و الوسعة ماسدادر سمع باب امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ليسع  
মাদ্দাহ - অর্থ- যেন প্রশস্ত হয়। - জিনস - স - স - মাদ্দাহ

### হাদিস-১৫৪:

### হাদিস-১৫৫:

অনুবাদ: হজরত আলি ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, সে অনর্থক কথা ও কাজ ত্যাগ করবে। (ইমাম মালিক ও আহমদ)

রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিজি ও বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান গ্রন্থে হজরত হাসান ইবনে আলি ও হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) উভয় হতে বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১৫৬:

১৫৬- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ تُوِّفَى رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخَلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ )

অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতে জনৈক সাহাবি ইন্তিকাল করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, তুমি জান্নাতের শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) (একথা শুনে) বললেন, তুমি তো জান না, (তার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য) সে নিরর্থক কথাবর্তা বলেছেন, অথবা এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে, যা দান করলে তার কিছু কমে যেতো না। (ইমাম তিরমিজি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

وَمَادَّاهُ التَّوْفَى مَاسَدَارُ تَفْعَلُ بَابُ اثْبَاتِ فِعْلِ مَاضِي مُجْهُولٍ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ : تَوَفَى

অর্থ- লফিফ মফরুq জিনস - ফ - য়

وَمَادَّاهُ الْإِبْشَارُ مَاسَدَارُ أَفْعَالٍ بَابُ أَمْرِ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ حَاضِرٌ : أَبْشَرَ

অর্থ- তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। জিনস - ব - শ - র

وَالنَّقْصُ مَاسَدَارُ نَفْيِ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوفٍ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ : لَا يَنْقُصُ

অর্থ- তা কমে না। জিনস - ন - ক - য়

হাদিস-১৫৭:

১৫৭- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

অনুবাদ: হজরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আছ সাকফি (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! যে জিনিসগুলোকে আপনি আমার জন্য ভয়ের কারণ বলে মনে করেন, তন্মধ্যে



সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস কোনটি ? হজরত সুফিয়ান (রা) বলেন, তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, এটা (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন)।

হাদিস-১৫৮:

১০৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِيلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, বান্দাহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশতা তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়। (ইমাম তিরমিজি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التباعد ماسدادر تفاعل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : تباعد  
মাদ্দাহ : صحيح জিনস - ব - এ - দ : অর্থ- সে দূরে চলে গেল।

نتن : ইহা বাব ضرب ও سمع এর মাসদার, অর্থ- দুর্গন্ধ যুক্ত হওয়া।

হাদিস-১৫৯:

১০৯- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْخَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدَّثَ أَحَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত সুফিয়ান ইবনে উসায়দ আল হাদরামি (রা) হতে বর্ণিত, আমি হজরত রসুলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে কোন কথা বললে, আর সে তোমাকে এ ব্যাপারে সত্যায়ন করল, অথচ তুমি এ ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছ। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تحدث ماسدادر تفعيل باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ছিগাহ : تحدث  
মাদ্দাহ : صحيح জিনস - হ - দ - ত : অর্থ- তুমি কথা বলবে, বর্ণনা করবে।

صدق : ছিগাহ : ماسدادر تفعيل باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : ছিগাহ : مصدق  
জিনস : صحيح অর্থ- বিশ্বাস স্থাপনকারী, সত্যায়নকারী।

হাদিস-১৬০:

১৬০- عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বি-মুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। (ইমাম দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬১:

১৬১- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا أَلْفَاحِشٍ وَلَا الْبَذِي (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন মুমিন ভৎসনাকারী, অভিসম্পাদকারী, অশ্লীল গালমন্দকারী এবং নির্লজ্জ হতে পারে না। (ইমাম বায়হাকি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকির এক বর্ণনায় আছে যে, মুমিন অশ্লীল নির্লজ্জ হতে পারে না। (ইমাম তিরমিজি (র) বলেছেন, এ হাদিসটি গরিব।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ط-ع-ন-মাদাহ الطعن মাসদার অفعال বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : طعان  
জিনস صحيح অর্থ- অধিক ভৎসনাকারী।

البدى নির্লজ্জ, প্রগলভ। البذو মাসদার نصر বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ البدى  
বহুবচনে অভিয়া

হাদিস-১৬২:

১৬২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুমিন অভিসম্পাদকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, একজন মুমিনের পক্ষে অধিক অভিসম্পাদকারী হওয়া সমীচীন নয়। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬৩:

١٦٣- عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَاعِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا يَغْضَبِ اللَّهُ وَلَا يَجْهَنَّمْ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পরকে এভাবে অভিসম্পাত করবে না যে, “তোমার উপর আল্লাহ অভিসম্পাত হোক” “তোমার উপর আল্লাহ তাআলার গযব হোক” এবং “তোমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হোক”। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, “তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হোক”। (অর্থাৎ জহ্নম শব্দের স্থলে النار শব্দটি রয়েছে।) (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الملاعنة مفاعلة বাব نهى حاضر معروف جمع مذکر حاضر : لا تلعنوا  
 صحيح জিনস ল - ع - ن অর্থ- তোমরা পরস্পর অভিসম্পাত কর না।

হাদিস-১৬৪:

١٦٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تُهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَاللَّارِجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই বান্দাহ যখন কোন বস্তুকে লানত বা অভিসম্পাত করে, তখন সে অভিসম্পাত আকাশের দিকে উঠে যায়। অতপর উক্ত অভিসম্পাতের জন্য আকাশের দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর তা জমিনের দিকে আসে। তখন তার জন্য জমিনের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর তা ডানদিকে ও বামদিকে যায় এবং যখন সেখানেও প্রবেশের কোন পথ না পায়, তখন সেই বস্তুর বা ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাকে লানত দেয়া

হয়েছে। যদি সে লানতের উপযোগী হয়, তাহলে তার উপর পতিত হয়। অন্যথায় অভিসম্পাতকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম আবু দাউদ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الصعود ماسدأر سمع بآب اثبات فعل ماضى معروف باهاآ واحد مؤنث غائب : آيغاه صعدت  
সে ওপরে ওঠে। অর্থ- صحيح জিনস ص - ع - د মাদাহ

الآغلاق ماسدأر افعال بآب اثبات فعل مضارع مجهول باهاآ واحد مؤنث غائب : آيغاه تغلق  
বন্ধ করে দেয়া হয়। অর্থ- صحيح জিনস غ - ل - ق মাদাহ

الرجوع ماسدأر فتح بآب اثبات فعل ماضى معروف باهاآ واحد مؤنث غائب : آيغاه رجعت  
সে ফিরে আসে। অর্থ- صحيح জিনস ر - ج - ع মাদাহ

হাদিস-১৬৫:

١٦٥- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিয়েছিল, তখন লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করল, তৎপর হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তুমি বাতাসকে অভিসম্পাত করো না, কেননা সে তো আদিষ্ট। বস্তুত যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে লানত করে, অথচ বস্তুটি লানতের উপযোগী নয়, তবে লানত তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المنازعة ماسدأر مفاعل بآب اثبات فعل ماضى معروف باهاآ واحد مؤنث غائب : آيغاه نازعت  
সে ঝগড়া করল। অর্থ- المنازعة

الامر ماسدأر نصر بآب اسم مفعول باهاآ واحد مؤنث : آيغاه مأمورة  
আদিষ্ট, নির্দেশিত। অর্থ-

## হাদিস-১৬৬:

১৬৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সাথীগণের মধ্য হতে কেউ কারও ব্যাপারে আমাকে মন্দকথা শোনাবে না। কেননা, আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, আমি প্রশান্ত মনে থাকি। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التبليغ ماسدار تفعيل باب نفى فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يبلغ  
মাদ্দাহ : صحیح - ب - ل - غ - جنس

س-ل-م - مাদ্দাহ السلامة ماسدار سمع باب اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر : سليم  
جنس : صحیح - अधिक निरापद।

الصدر : একবচন, বহুবচন : الصدر অর্থ- বক্ষ, অন্তর।

## হাদিস-১৬৭:

১৬৭- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম ﷺ কে বললাম, হজরত সাফিয়াহ رضي الله عنها সম্পর্কে আপনার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ, এরূপ। অর্থাৎ, তিনি তো বেঁটে। এ কথা শুনে রসুল ﷺ বললেন, অবশ্যই তুমি এমন একটি কথা বললে, যদি এর সাথে সমুদ্রকে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে তা সমুদ্র পরিবর্তন করে দেয়। (ইমাম আহমদ তিরমিজি ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

## (শব্দ বিশ্লেষণ) تحقیقات الألفاظ

العنى ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ

معنى : উদ্দেশ্যে করে। ناقص يائي জিনস - ع - ن - ى - ماددাহ

المنج ماسدار نصر باب اثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ

معنى : মিশ্রিত করা হয়েছে। صحيح জিনস - م - ز - ج

হাদিস-১৬৮:

١٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَأْنُهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকলে সেটা তাকে ক্রটিযুক্ত করে দেয়। আর কোন বস্তুর মধ্যে লজ্জাশীলতা থাকলে তা তার শ্রী বৃদ্ধি করে তোলে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৬৯:

١٦٩- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْنِي مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)

অনুবাদ: হজরত খালিদ ইবনে মা'দান রহ. হতে বর্ণিত, তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কোন পাপ বা অপরাধের কথা বলে লজ্জা দেয়, সে উক্ত অপরাধ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ, এমন অপরাধ যা হতে তার মুসলমান ভাই তাওবা করেছে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদিসটি গরিব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা, হজরত খালিদ ইবনু মা'দান হজরত মু'আয ইবনে জাবাল এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি)।

## (শব্দ বিশ্লেষণ) تحقیقات الألفاظ

تعير ماسدار تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ

معنى : সে লজ্জা দিল। أجوف يائي জিনস - ع - ى - ر - مادদাহ

### হাদিস-১৭০:

**অনুবাদ:** হজরত ওয়াসিলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদদেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। কেননা, এমনটি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদ গ্রস্থ করবেন। (ইমাম তিরমিজি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব)।

الشامة : ইহা বাব **سمع** এর মাসদার, অর্থ- কারো বিপদে খুশী হওয়া।

মাসদার افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : یبتلی  
 الاتلاء অর্থ- সে পরীক্ষা করবে, বিপদে লিপ্ত করবে।

### হাদিস-১৭১:

١٧١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِبُّ أَنْيَ حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنْ لِي كَذَا وَكَذَا ((رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ )

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমি কারো সম্পর্কে (তার দোষ ত্রুটি বর্ণনাপূর্বক) গল্প করা পছন্দ করি না। যদিও আমাকে এরূপ এরূপ (অর্থ-সম্পদ) দেওয়া হয়। (ইমাম তিরমিজি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে সহিহ বলেছেন)।

### হাদিস-১৭২:

١٧٢- عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأُطْلِفَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ

ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ وَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হযরত জুনদুব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন আসলো। অতঃপর নিজের উটকে বসালো এবং তাকে বাঁধলো। অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে নামায পড়লো। এরপর সে নামাযের সালাম ফিরিয়ে নিজের উটটির কাছে গেলো এবং বাঁধন খুলে দিলো। অতঃপর সে উটের পিঠে আরোহণ করলো এবং উচ্চৈঃস্বরে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মদ ﷺ কে অনুগ্রহ করো আর আমাদের অনুগ্রহে অন্য কাউকে শরিক করো না। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কী বলো? এ গ্রাম্য লোকটি বেশী পথভ্রষ্ট, না তার উটটি? তোমরা কি শোনোনি, লোকটি কী বললো? তারা বললো, হ্যাঁ। (আমরা শুনেছি) (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

اعرابي : একবচন, বহুবচন, اعراب অর্থ- বেদুঈন, গ্রাম্য।

الاناحة : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : অর্থ- উট বসাল।  
اجوف واوي : জিনস - ন - ও - خ : মাদ্দাহ

العقل : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : অর্থ- বেদুঈন, গ্রাম্য।  
اجوف واوي : জিনস - ন - ও - خ : মাদ্দাহ

الاطلاق : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : অর্থ- উট বসাল।  
اجوف واوي : জিনস - ন - ও - خ : মাদ্দাহ

اضل : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : অর্থ- উট বসাল।  
اجوف واوي : জিনস - ন - ও - خ : মাদ্দাহ

হাদিস-১৭৩:

١٧٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَزَّتْ لَهُ الْعَرْشُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)



অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ফাসিক তথা পাপি ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ক্রোধাধিত হন এবং তার প্রশংসার কারণে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠে। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الفسوق ماسدادر نصر - অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী। বাহাছ فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : الفاسق

الاهتزاز ماسدادر افتعال - অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী। বাহাছ فاعل বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : اهتز  
মাদ্দাহ - অর্থ- মূসাদাফ ثلاثي জিনস - ز - ز - ز

হাদিস-১৭৪:

١٧٤- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَبِّعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুমিনকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার স্বাভাবের উপর সৃষ্টি করা হয়। (ইমাম আহমদ (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি রহ. তাঁর শুআবুল ইমান গ্রন্থে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর সূত্র ধরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৭৫:

١٧٥- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا)

অনুবাদ: হজরত সাফওয়ান ইবন সুলায়ম (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে একদা জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি ভীরা হতে পারে? হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন হ্যাঁ। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হল-মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন না। (ইমাম মালেক রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকি (র) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি মুরছাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

جبان : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ صفت مشبهه বাব الجبن ماسদার نصر অর্থ- ভীৰু, কাপুরুষ।

ك-ذ-ب : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ مبالغة فاعل اسم বাব الكذب ماسদার ضرب অর্থ- কذاب

জিনস صحيح অর্থ- অধিক মিথ্যাবাদী।

### হাদিস-১৭৬:

١٧٦- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذْبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই কখনো কখনো শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অতপর (মজলিশ শেষে) লোকজন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে চলে যায়। তখন তাদের মধ্যে হতে একজন বলে, আমি এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি। যার মুখচিনি, কিন্তু তার নাম জানি না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يتمثل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل تفاعل ماسদার تفاعل

মাদাহ ল - থ - ম জিনস صحيح অর্থ- সে আকৃতি ধারণ করে।

اليفرق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل تفاعل ماسদার تفاعل

মাদাহ ফ - র - ক জিনস صحيح অর্থ- তারা ছত্রভঙ্গ হয়।

لاادري : ছিগাহ واحد متكلم باহাছ مضارع معروف বাব اثبات فعل تفاعل ماسদার ضرب

জিনস ناقص يائي - র - যি

### হাদিস-১৭৭:

١٧٧- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتَ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحَدَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسِ الصَّالِحِ خَيْرٌ مِنْ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتِ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হিত্তান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত আবু যর গিফারি (রা.) এর নিকট আসলাম। অতপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু যর। এই নির্জনতা কেন? তিনি জবাব বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার রসুলকে ইরশাদ করতে শুনেছি, “নির্জনতা অসৎ সঙ্গী হতে উত্তম আর সৎ সঙ্গী একাকিত্ব থেকে উত্তম। ভালো কথা শিক্ষা দেয়া চুপ থাকা থেকে উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।” (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاتيان ماسدار ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متكلم : অতি

আমি আসলাম। অর্থ- مركب জিনস। - ত - ي

كساء : একবচন, বহুবচন اكسية অর্থ- চাঁদর, কাপড়, কস্মল।

جلوس : অতি বাহাছ اسم فاعل مبالغة واحد مذکر : অতি

জিনস صحيح অর্থ- সঙ্গী, উপবিষ্ট ব্যক্তি।

املاء : ইহা বাবে افعال এর মাসদার, অর্থ- শিক্ষা দেয়া।

তারকিব: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ

শব্দটি السوء আর مضاف এখানে جليس, من حرف جار, خير شبه فعل, مبتدأ এখানে الوحدة خير متعلق হয়েছে مجرور و جار, আর مجرور و جار, مجرور مضاف اليه ও مضاف, مضاف اليه مبتدأ পরিশেষে خبر হয়েছে। خبر شبه جمله متعلق ও فاعل তার شبه فعل। شبه فعل خبر হয়েছে। جملة اسمية مিলে خبر ও

হাদিস-১৭৮:

١٧٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তির নীরব থাকায় সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়, তা ষাট বছরের নফল ইবাতদের থেকেও উত্তম। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন)।

হাদিস-১৭৯:

১৭৭- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَرْزِينُ لَأَمْرِكَ كُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوْلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَا تَمُوتُ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لِيُخْرِجَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু জার গিফারি (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে হাজির হলাম। অতপর হজরত আবু যর দীর্ঘহাদিস বর্ণনা করলেন। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, আমি আরম্ভ করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এটা তোমার সকল কাজের অধিক শোভা কর্ণকরী। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কুরআন পাঠ করা এবং মহামহিম আল্লাহ তাআলার যিকর করা তোমার উপর আবশ্যিক। কেননা, এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিনে তোমার জন্য আলোক স্বরূপ হবে। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। কেননা, এটা শয়তানকে বিভাডিত করে এবং তোমার দ্বীনি কাজের ব্যাপারে সহায়ক হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা অন্তরকে মৃত করে ফেলে এবং মুখ মণ্ডলের আলো দূরীভূত করে দেয়। আমি বললাম, আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সত্য কথা বল; যদিও তা তিক্ত হয়। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার পথে কাজ করতে কোন নিন্দকের নিন্দাকে ভয় করো না। আমি (সর্বশেষ) বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে যে ত্রুটি আছে বলে তুমি জান, সেটা যেন তোমাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখে। (বায়হাকি)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

أوص : ছিগাহ امر حاضر معروف واحد مذكر حاضر : অর্থ- উপদেশ দিন।  
জিনস - و - ص - ي

ز - ی - ن - مাদাহ الزينة ماسدار ضرب باب اسم تفضیل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : ازین  
জিনস صحيح অর্থ- অধিক শোভা বর্ধনকারী।

مطرده : এটা বাব نصر এর মাসদার, অর্থ- দূরীভূত করা।

والحجز الحجازة ماسدار ضرب باب امر غائب معروف বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ : ليحجز  
মাদাহ ج - ح - ج - ز - صحيح জিনস অর্থ- সে যেন বিরত থাকে।

হাদিস-১৮০:

١٨٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى  
خَصَلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهِرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ قُلْتُ بَلَى قَالَ طُولُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا .

অনুবাদ: হজরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ صلی الله علیہ وسلم হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ  
করেছেন, হে আবু যর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলব, যা পৃষ্ঠদেশে খুব হালকা এবং  
পাল্লায় খুব ভারী? আমি বললাম হ্যাঁ। রাসূল صلی الله علیہ وسلم বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম চরিত্র। সে সত্তার শপথ,  
যার হাতে আমার প্রাণ, সৃষ্টিকূল এ দুটো কাজের মত উত্তম আর কোন কাজ করে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

خصال : দুটি স্বভাব, দুটি চরিত্র। অর্থ- خصال বহুবচন خصلة একবচন, خصلتين : দ্বিবচন

الظهر : একবচন, بظهر বহুবচন অর্থ- পিঠ।

الخلايق : বহুবচন, একবচন الخلق অর্থ- সৃষ্টিকূল।

হাদিস-১৮১:

١٨١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ  
بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَانَيْنِ وَصَدِيقَيْنِ كَلَّا وَرَبَّ الْكَعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ  
رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُودُ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي  
شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন নবি করিম (ﷺ) হজরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কোন দাসকে ভৎসনা করছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, কা'বার রব এর কসম! এমন ভৎসনাকারী ও সিদ্ধিক কখনও একই ব্যক্তি হতে পারে না। (একথা শুনে) সেদিন হজরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর কিছু দাস আযাদ করে দিলেন। অতপর তিনি নবি করিম (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন, আমি কখনও এ কাজের পুনরাবৃত্তি করব না। (ইমাম বায়হাকি (র) এ পাঁচটি হাদিস তাঁর শুআবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الالتفات ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : ছিগাহ : التفت  
মাদ্দাহ ল - ফ - ত জিনস صحيح অর্থ- তাকালেন, মুখ ফেরালেন।

العود ماسدادر نصر باب نفي فعل مضارع معروف باهاض واحد متكلم : لااعود :  
মাদ্দাহ ও - এ - দ জিনস اجوف واوي অর্থ- পুনরাবৃত্তি করব না।

হাদিস-১৮২:

١٨٢- عَنْ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى ابْنِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

অনুবাদ: হজরত আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আবু বকর সিদ্ধিক (রাঃ) এর নিকট প্রবেশ করলেন। সে সময় তিনি নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন হজরত ওমর (রাঃ) বললেন, থামুন। আপনি কি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই এটিই আমাকে ধ্বংসের স্থান সমূহে অবতীর্ণ করেছে। (ইমাম মালিক রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجبذ ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : يجبذ  
অর্থ- তিনি টানছেন।

الموارد : ছিগাহ جمع বাহাছ ظرف বাব اسم মাসদার ضرب অর্থ- অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সমূহ, ধ্বংসস্থলসমূহ।

হাদিস-১৮৩:

১৮৩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اتُّمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

অনুবাদ: হজরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ে (নিশ্চয়তা) দাও, তাহলে আমি তোমাদের জান্নাতের জামিনদার হব। (১) যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে। (২) যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, তা পালন করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে (কোন জিনিস) আমানত রাখা হয়, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফায়ত করবে। (৫) তোমাদের চক্ষুগুলোকে অবনমিত রাখবে (৬) নিজেদের হস্তদ্বয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। (ইমাম বায়হাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الضمان والضمن ماسداسر سمع বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : اضمنا ماسداسر م - ن - ض جينس صحيح অর্থ- তোমরা জামিন, দায়িত্ব গ্রহণ কর।

و- ماسداسر الايفاء ماسداسر افعال বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : اوفوا ماسداسر م - ن - ف جينس لفيف مفروق অর্থ- পূর্ণ কর।

غ- ماسداسر الغض ماسداسر نصر বাব امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : غصوا ماسداسر م - ن - ض جينس مضاعف ثلاثي অর্থ- অবনমিত কর।

হাদিস-১৮৪:

১৮৪- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالتَّمِيمَةِ الْمُفَرَّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ (رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম এবং আসমা বিনতে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাহ্ তারাই, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তাআলার স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্ট বান্দাহ্ তারাই, যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়, বন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের পদস্থলন ও ধ্বংস প্রত্যাশা করে। (ইমাম আহমদ ও ইমাম বায়হাকি (র) স্বীয় শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস দুটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ম-শ-যী-মাদ্দাহ المَشْيُ مাসদার ضرب বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ جمع مذكر خيگاه : مشاءون  
জিনস ناقص يائي অর্থ- পরনিন্দাকারীগণ, অধিক বিচরণকারীগণ।

البراء : البر বহুবচন, একবচন অর্থ- পূত-পবিত্র লোকগণ।

হাদিস-১৮৫:

১৮৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمِينَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعِيدُوا وَضُوءَكُمْ وَصَلُّوْكُمْ وَأَمْضُوا فِي صَوْمِكُمْ وَأَقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِيَّائِي أَغْتَبْتُمْ فَلَانَا .

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক যুহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করল। তার দু'জন ছিলেন রোজাদার। অতঃপর যখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নামাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন পুনরায় অযু কর এবং নামাজ আদায় কর। আর তোমাদের রোজা পূর্ণ কর এবং অন্য একদিন তা কাযা কর। তার বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কেন রোজা কাযা করব? তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গিবাতে বা পর নিন্দা করেছ (বায়হাকি।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ص - ও - ম -ماد্দাহ الصوم مাসদার نصر বাব اسم فاعل تثنية বাহাছ صائمين : خيگاه  
জিনস اجوف واوي অর্থ- দু'জন রোজাদার।

اقضيا القضاء ماسدার ضرب বাব امر حاضر معروف বাহাছ تثنية مذكر حاضر خيگاه : اقضيا  
জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা দুজন কাযা কর।



الاغتياب ماسدادر افتعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاج جمع مذكر حاضر : اغتبتم  
মাদাহ - اجوف يائي - غ - ي - ب -

হাদিস-১৮৬:

١٨٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ صَاحِبُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ صَاحِبُ الزَّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গিবাতে বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন, পরনিন্দা কিভাবে ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর হতে পারে? জবাব তিনি বললেন, মানুষ ব্যভিচার করে, অতপর ব্যভিচারী তাওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, অতপর ব্যভিচারী তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু নিন্দাকারীকে ক্ষমা করা হবে না; যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হয় সে ক্ষমা করে। হজরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে যে, রসুল (সাঃ) বলেছেন, ব্যভিচার তাওবা করে, কিন্তু নিন্দাকারীর জন্য তাওবা নেই। (ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিস তিনটি বর্ণনা করেছেন।)

হাদিস-১৮৭:

١٨٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَتْهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, গীবতের কাফফরা বা প্রতিকার হলো তুমি যার গিবাতে করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তুমি এভাবে বলবে, হে আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর। (ইমাম বায়হাকি (র) হাদিসটি “দাওয়াতুল কাবির” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এর সনদে দুর্বলতা আছে।)

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ ব্যক্তির জান্নাতের জিম্মাদার হবেন। ?

- ক.যে ব্যক্তি হাত ও পায়ের হেফাযত করবে।
- খ. যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে।
- গ.যে ব্যক্তি অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করবে না।
- ঘ. যে ব্যক্তি কোন জীবকে কষ্ট দিবেনা।

২. غيبة শব্দটির অর্থ- কী ?

- ক. কারো অসাম্প্রদায়িকতার দোষ বর্ণনা করা।
- খ. অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি মিথ্যামিথি দোষারোপ করা।
- গ. অসাম্প্রদায়িকতার কাউকে গালমন্দ করা।
- ঘ. কারো অগোচরে তার অনিষ্ট চিন্তা করা।

৩. কোন মুসলমানকে গালি দেয়া কী ?

- ক. ফাসেকি।
- খ. গর্হিত।
- গ. মাকরুহ।
- ঘ. অনুচিত।

৪. কে জান্নাতে প্রবেশ করবে না?

- ক. গোনাহগার।
- খ. চোগলখোর।
- গ. গালমন্দকারী।
- ঘ. ওয়াদা খেলাফকারী।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হাবিবুর রহমান একটি অফিসের বড় কর্মকর্তা। তার গালমন্দ ও বকাবকার কারণে কর্মচারীরা সহসা তার কাছে ঘেঁষে না। বিষয়টি নিয়ে তারাও নিজেদের মধ্যে কানাঘুসা করে।

৫. হাবিবুর রহমানের আচরণ শরিয়তের দৃষ্টিতে কোন পর্যায়ে পড়ে?

- ক. شرك
- খ. كفر
- গ. بدعة
- ঘ. مكروه

৬. অফিসের কর্মচারীদের জন্য উচিত হচ্ছে-

- i. তার থেকে সতর্ক থাকতে সবাইকে সচেতন করা
- ii. সবাই একতাবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন পড়ে তোলা
- iii. কয়েকজন মিলে বিষয়টি তার সাথে আলোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

৭. কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করার হুকুম কী?

ক. حرام

খ. مكروه

গ. مستحب

ঘ. مباح

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাসরিন ও ফাহিমা দু'জন প্রতিবেশি। তারা প্রায়শঃ মানুষদের ভালোমন্দ না কীর্তিকলাপের বিষয় নিয়ে গল্প করে। একদিন তাদের প্রতিবেশি রাবেয়া বেগম তাদেরকে পরনিন্দারত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা গিবাৎ করো না।

(ক) إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتہ হাদিসের অনুবাদ কর।

(খ) من صمت نجا হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) নাসরিন ও ফাহিমার গালগল্পের হুকুম শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রাবেয়া বেগমের মন্তব্যটি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## দশম অধ্যায়

### باب الوعد

## প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত অধ্যায়

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইসলামি শরিয়তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াদা ভংগ করা মুনাফিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। ওয়াদা ভংগ করা এক ধরনের মিথ্যা কথা বলা। মিথ্যা কথার ন্যায় ইসলামি শারীয়াত ওয়াদা ভংগ করাকে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নের হাদিসসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে জানা যাবে।

হাদিস-১৮৮:

۱۸۸- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلُهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَتَّى لِي حَثِيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فِإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন হজরত রসুলুল্লাহ (সঃ) ইনতিকাল করলেন এবং খলিফা আবু বকর (রাঃ) এর নিকট (বাহরাইনের গভর্ণর) হযতর আলা ইবনে হায়রামী (রাঃ) এর পক্ষ থেকে কিছু মাল এল। তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) (জনতার উদ্দেশ্যে) বললেন, আল্লাহ নবির নিকট যার ঋণ বা পাওনা আছে, অথবা তিনি কারো সাথে ইতিপূর্বে ওয়াদা করেছিলেন, সে যেন আমার কাছে আসে। হজরত জাবির (রাঃ) বললেন, তখন আমি বললাম, রসুলুল্লাহ (সঃ) আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, যে তিনি আমাকে এত, এত, এত দিবেন। এভাবে তিনি তিনবার নিজের দু'হাত প্রসারিত করলেন। হজরত জাবির (রাঃ) বলেন, হজরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে এক অঞ্জলী দিরহাম দিলেন। তখন আমি গুণে দেখলাম যে, উহার পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম। অতপর তিনি বললেন, আরো দ্বিগুণ দিরহাম গ্রহণ কর। (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- لا دين لمن لا عهد له অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করে না তার দীনদারিত্ব নেই। ওয়াদা পালন একটি মহৎগুণ এবং ইসলামে ওয়াদা পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ওয়াদা পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত ও হাদিস নিম্নরূপ-

১। মহান আল্লাহ তাআলার বাণী يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

২। মহানবি (ﷺ) বলেছেন, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ৩টি। তন্মধ্যে একটি হলো اذا وعد اخلف অর্থাৎ, যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে। কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। ওয়াদা পালন করা ফরজ। আর বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হারাম।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دين : একবচন, বহুবচন, ديون অর্থ- ঋণ।

العد والتعداد نصر বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متكلم : ছিগাহ  
মাদ্দাহ ع - د - د জিনস ثلاثى অর্থ- আমি হিসাব করলাম।

## রাবি পরিচিতি :

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) : প্রখ্যাত আনসারি সাহাবি হজরত জাবির (رضي الله عنه) ইসলাম পূর্ব যুগে মদিনার খাজরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ । মাতার নাম নাসিবাহ্ । তিনি ও তাঁর পিতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮/১৯ বছর। উহুদ পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাহাবি ও সত্য প্রকাশে অকুতভয় একজন সাহাবি। মেহমানদারীতে তিনি ছিলেন অভুলনীয়। হাদিস বর্ণনায় তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি অধিকহাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০ টি। তিনি দীর্ঘ দিন মাসজিদে নব্বীতে হাদিসের দরস দিয়েছিলেন। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের আমলে তার গভর্ণর হাজ্জাজের নির্যাতনে হজরত জাবির (رضي الله عنه) হিজরি ৭৪ সনে মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁকে মদিনায় দাফন করা হয়।

হাদিস-১৮৯:

١٩١- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ

وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْبُضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুজায়ফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি যে, বার্থ্যকের কারণে তাঁর চুলে কিছুটা শ্রবতা প্রকাশ পেয়েছে। আর হজরত হাসান ইবনে আলি (রা) ছিলেন, রসুলের অনুরূপ (দেখতে রসুলের সাথে সাদৃশ্য ছিল) তিনি (রসুল) আমাদেরকে তেরটি সবল উট দিতে আদেশ করেছিলেন। আমরা উটগুলো গ্রহণ করতে গেলাম, এমন সময় আমাদের নিকট তাঁর ওফাতের খবর এল। তখন আমাদেরকে কিছুই দেয়া হল না। অতপর যখন আবু বকর (رضي الله عنه) খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন ঘোষণা দিলেন- ‘যদি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কারে সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সে যেন আমার কাছে আসে।’ (এ ঘোষণা শুনে) আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। ফলে তিনি আমাদেরকে উক্ত ১৩টি উট দিতে আদেশ করলেন। (ইমাম তিরমিজি (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الشبيبة ماسدار ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ শাব  
অর্থ- তিনি বার্থ্যক্যে উপনীত হয়েছেন।

قلوص : একবচন, বহুবচনে قلائص , قلص অর্থ- লম্বা পা বিশিষ্ট উষ্ট্রী, জোয়ান উষ্ট্রী।

হাদিস-১৯০:

١٩٠- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ أَتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَتَنَسَّيْتُ فَذَكَّرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَيَّ أَنَا هُنَا مِنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ- (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু হাসমা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সাথে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে বেচা-কেনা করেছিলাম। যার কিছু মূল্য বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, নির্দিষ্ট একটি স্থানে বাকি মূল্য নিয়ে হাজির হব। আমি তা ভুলে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্বরণ হল (এসে দেখলাম) তখন তিনি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান আছেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি এখানে তিন দিন যাবততোমার অপেক্ষা করছি। (ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

البعث ماسدادر فتح باب اثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ যিবে

অর্থ- তিনি প্রেরিত হন।  
জিনস - ব - এ - ঠ

المشقة ماسدادر نصر باب اثبات فعل ماضی معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ছিগাহ শিক্ত

অর্থ- তুমি কষ্ট দিয়েছ।  
জিনস - শ - ক - ক

হাদিস-১৯১:

١٩١- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَحْيِ لِلْمِيعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। যখন কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তার নিয়ত থাকে যে, সে ওয়াদা পালন করবে। কিন্তু সে (কোন কারণ বশত) তা পালন করল না, সে ওয়াদা মোতাবেক যথা সময়ে আসল না। তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাক্ষ্যা-বিশ্লেষণ:

মহানবি (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী فلا اثم عليه এর অর্থ- হচ্ছে, তার কোনো গুনাহ হবে না।

অর্থাৎ, ওয়াদা তথা অঙ্গীকার পালন করার পূর্ণ অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও কোন জাগতিক বা শরয়ী বিশেষ ওয়রের কারণে ব্যর্থ হলে কোনো গুনাহ হবে না। এ ধরনের ওয়াদা ভাঙ্গ করার কারণে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার নিয়ত সম্পর্কে জানেন। আর হাদিসে এসেছে- انما

الاعمال بالنيات অর্থাৎ, সকল কাজই নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الوفاء ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ যিফ

অর্থ- সে পূরণ করবে।  
জিনস - ও - ফ - যি

ضرب باب نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ লম যি

অর্থ- সে আসেনি।  
জিনস - যি - ই - এ

হাদিস-১৯২:

১৯২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالِ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبَهَقُثِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। এ সময়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। অতপর মা বললেন, ওহে! এদিকে আস; আমি তোমাকে কিছু দেব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার মাকে বললেন- তুমি তাকে কি দেয়ার ইচ্ছে করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুর দেয়ার ইচ্ছা করেছি। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সাবধান, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার (আমলনামায়) একটি মিথ্যা লিখা হত। (ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকি রহ. শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন”।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

تعال : এটা اسم فعل আমরে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- তুমি এস।

الكتابة نصر বাব اثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مؤنث غائب : কُتِبَتْ  
লেখা হয়েছে। অর্থ- صحيح জিনস ك - ت - ب - ماددাহ

তারকিব: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا :

হল ى আর مضاف হল ام , مفعول به مقدم যা نو فاقیه ياء متكلم হলنى আর فعل শব্দটি دعت فعل পরিশেষে مفعول فيه হল يوم আর فاعل مؤخر मिले مضاف اليه ও مضاف , مضاف اليه হল جملة فعلية मिले مفعول ২টি ও فاعল তার।

হাদিস-১৯৩:

১৯৩- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ رِزِينٌ)



অনুবাদ: হজরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কারে সাথে ওয়াদা করে এবং তাদের একজন নামাজের সময় পর্যন্ত উপস্থিত না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি যথাসময়ে এসেছিল সে যদি নামাজ পড়তে চলে যায়, তাহলে তার কোন (ওয়াদা অনুযায়ী তথ্য না থাকার কারণে) গুনাহ হবে না। (ইমাম রাযীন রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الوعد ماسدادر ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ  
 وعد : মাদ্দাহ - ع - و - জিনস অর্থ - সে ওয়াদা করেছে।  
 ضرب باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ  
 لم يأت : মাদ্দাহ - ت - ي - জিনস অর্থ - আসেনি।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. الوعد শব্দটি কোন বাবের মাসদার ?

ক. نصر - ينصر.

খ. ضرب - يضرب.

গ. سمع - يسمع.

ঘ. فتح - يفتح.

২. ওয়াদাকৃত স্থানে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার পর সময়মত নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হলে কী হবে?

ক. ওয়াদা ভঙ্গ হবে।

খ. ওয়াদা ভঙ্গ হবেনা।

গ. ওয়াদা ভঙ্গ হবে, তবে গোনাহ হবেনা।

ঘ. জামায়াতে না গিয়ে ওয়াদা রক্ষা করা উত্তম হবে।

৩. الميعاد এর বাহাছ কোনটি ?

ক. مصدر ميمي.

খ. اسم مفعول.

গ. اسم ظرف.

ঘ. اسم آلة.

৪. ওয়াদা পূর্ণ করার নিয়্যাত থাকলে কোন কারণে ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারলে তার হুকুম কি?

ক. গোনাহ হবেনা।

খ. গোনাহ হবে।

গ. গোনাহ ক্ষমার যোগ্য হবে।

ঘ. যেকোন মূল্যে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আব্দুল হক একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি যখন যে ওয়াদা করেন তা পালন করেন। একদা তিনি একজনের সংগে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে সংগী সাথীদেরফেলে তিনদিন পর্যন্ত তার জন্য তার জন্য অপেক্ষা করেন। বিষয়টি তার ওয়াদা রক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৫. আব্দুল হকের দৃষ্টান্তটি কার আমলের সাথে মিলে যায়?

ক. হজরত ইবরাহিম (রাঃ)

খ. হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)

গ. হজরত মুসা (রাঃ)

ঘ. হজরত ইসা (রাঃ)

৬. দেখা না করে আবরার কোন ধরণের অপরাধ করল?

ক. শিরক

খ. কুফর

গ. হারাম

ঘ. মাকরুহ

৭. ওয়াদা রক্ষার হুকুম কী?

ক. ফরজ্

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত

ঘ. মুস্তাহাব

৮. ওয়াদা পূর্ণ না করলে—

i. মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে

ii. মুনাফিক সাব্যস্ত হবে

iii. নামাজ হবে না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সুমাইয়া বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চা কিছুতেই খেতে চাচ্ছিল না। খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে সুমাইয়া বাচ্চাকে বলল, বাবু ! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব। খাওয়া শেষে সুমাইয়া কথামত বাচ্চাকে ঘুরতে না নিলে তার শাশুড়ি বললেন, বাচ্চাদের সাথে এরূপ করতে নেই। কেননা, মায়ের আচরণ থেকেই বাচ্চারা বেশি শিখে।

(ক) إذا وعد أخلف হাদিসাংশের অনুবাদ লিখ।

(খ) إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) বাচ্চার সাথে সুমাইয়া আচরণের হুকুম শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) সুমাইয়ার শাশুড়ির বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



শরয়ি বিধান: শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে مزاح দুই প্রকার। যথা-

- ১। হারাম যে কৌতুকের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয় বা মিথ্যা কথার মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত হাসি আনন্দের কৌতুক করা হয় তা হারাম হবে। কাউকে ছোট করা বা অইমানিত করা উদ্দেশ্য হলে কৌতুক করা বৈধ নয়। আর যে কৌতুকে এ ধরনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তা مزاح না হয়ে তা سخرية (উপহাস) হয়ে যায় যা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ বলেন- لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ

কোন সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করবেনা। সম্ভবত সে তাদের থেকে উত্তম। (সুরা হজরাত-১১)

- ২। মুবাহ তথা বৈধ কৌতুক- কাউকে কষ্ট না দিয়ে, মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে যে কৌতুক করা হয় তা বৈধ। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনে এধরনের مزاح বা কৌতুকের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন হারেছ বলেন- مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مِرَاحًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এর ব্যাখ্যা: اخ لي صغير

এই হাদিসাংশের মাধ্যমে হজরত আনাস (রা.) এর বৈপিণ্ডেয় ছোট ভাই কাবশা (আবু ওমায়ের) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আবু ওমায়ের একটি ছোট বুলবুল পাখি ছিল। সে পাখিটি নিয়ে খেলা করত। একদা পাখিটি মারা গেল। এ জন্য সে মর্মান্বিত ও দুঃখিত হলো।

এর ব্যাখ্যা: ما فعل النغير

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী ما فعل النغير এর মধ্যে نغير এর অর্থ অভিধানে একাধিক পাওয়া যায়। (১) লাল ঠোট বিশিষ্ট চড়ুই পাখির মত এক প্রকারের ছোট পাখি। (২) কেউ কেউ বলেন-লাল রঙের মাথা ও ছোট ঠোট বিশিষ্ট পাখি। (৩) কেউ কেউ বলেন-এটি বুলবুল পাখি।

হজরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) এর ছোট ভাই বাল্যকালে এ পাখিটি নিয়ে খেলা করতো। একদিন পাখিটি মারা গেলে সে খুবই মর্মান্বিত হল। এমন সময় হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার মনে আনন্দ জাগানোর জন্য রসিকতা করে হৃদয়বাহী তাকে জিজ্ঞাসা করেন- হে আবু ওমায়ের! তোমার নুগায়ের তথা বুলবুল পাখিটি কি করল? মহানবি (ﷺ) এর কৌতুকে তার মুখে বিষন্নতা ছাপ কেটে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

হাদিস-১৯৫:

١٩٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنْ لِي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আপনি তো আমাদের সাথে কৌতুক করেন। হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি (এ কৌতুকপূর্ণ কথার মাঝে) সত্য ব্যতীত অন্য কোন কথা বলি না। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিগাহ : تداعب  
অর্থ- আপনি কৌতুক করেন।  
صحیح জিনস -ع- د- ب- মাদাহ المداعبة

حق : একবচন, বহুবচন حقوق অর্থ- সত্য, ন্যায্য অধিকার।

ال- মাসদার مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يخالط  
অর্থ- সে মেলামেশা করে।  
صحیح জিনস -خ- ل- ط- মাদাহ مخالطة

عمير : ইহা শব্দের تصغير অর্থ- ছোট ওমর। হজরত আনাস (রা.) এর ছোট ভাই।

نغير : ইহা শব্দের تصغير, ওয়ন فعيل অর্থ- ছোট বুলবুল পাখি।

يلعب : ছিগাহ ماسدার سمع-يسمع বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يلعب  
অর্থ- সেখেলা করে।  
صحیح জিনস -ل- ع- ب- মাদাহ اللعب

اثبات فعل ماضی বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ عرف عطف অক্ষরটি ف : فمات  
অর্থ- অজوف বাওি জিনস -م- و- ت- মাদাহ الموت মাসদার نصر ينصر বাব معروف  
সে মারা গেল।

হাদিস-১১৬:

١٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ أَنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ وَمَا لَهِنَّ وَكَأَنَّ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَأِينَ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا- (رواه رزين وفي شرح السنة بلفظ المصاييح)

অনুবাদ: হজরত আনাস (রা.) হজরত নবি করিম (সা.) হতে বর্ণনা করেন। একদা তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে কৌতুক করে বললেন, “কোন বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” বৃদ্ধা আরয করল, কি

কারণে তারা জান্নাতে যাবেন না? অথচ বৃদ্ধা মহিলাটি কুরআন পাঠ করত। হজরত নবি করিম (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করনি? اَنَا أَنْشَأْنُهُنْ أَنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ أَبْكَارًا (নিশ্চয়ই আমরা মহিলাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী বানাব।) (ইমাম রাজিন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ কিতাবে মাসাবিহ এর ইবারতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

عَجُوز : হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কৌতুক করে এক বৃদ্ধা মহিলাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ‘বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ উক্তিটি বাস্তবতার উপর প্রযোজ্য নয়। বরং এটি مجاز তথা ভবিষ্যৎকালীন রূপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, কোন রমণী বৃদ্ধার আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা তার কুদরতে কামেলা দ্বারা বেহেস্তে প্রবেশকারিণী নারীদেরকে কুমারীরূপে সৃষ্টি করবেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (سورة الواقعة) اِنَّا اَنْشَأْنُهُنْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ اَبْكَارًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি নারীদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে কুমারী বানাব।

اما تقرأ القرآن : এই প্রশ্নটি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বৃদ্ধা মহিলাকে করেছিলেন। যখন হযর (ﷺ) কৌতুকবশত বলেছিলেন-عَجُوز এই কথা শুনে বৃদ্ধা মহিলা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট জানতে চাইল কি কারনে বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে যাবে না। তখন হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- اما تقرأين القرآن অর্থাৎ, তুমি কি কুরআন পড় না। এর উত্তরতো কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে দেয়া আছে। اَنَا اَنْشَأْنُهُنْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنُهُنْ اَبْكَارًا নিশ্চয়ই আমি নারীদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে কুমারী বানাব। মূল কথা কোন রমণী বৃদ্ধা আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং যুবতী আকৃতিতে প্রবেশ করবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

عَجُوز : একবচন, বহুবচনে عَجَائِز অর্থ- বৃদ্ধা।

اَبْكَار : বহুবচন, একবচনে بَكَر অর্থ- কুমারী।

তারকিব: لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ

তার فعل, পরিশেষে فاعل مؤخر عَجُوز আর مفعول مقدم الْجَنَّة , فعل لاتدخل

। جملہ فعلیة مفعول و فاعل

হাদিস-১৯৭:

১৯৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَحَاكَ وَلَا تُمَارِزْهُ وَلَا تَعْدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তিনি নবি করিম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তার সাথে কৌতুক করো না এবং তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিও না, যা তুমি ভঙ্গ করবে। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ হাদিসটি গরিব।)

تحقیقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المماراة ماسداریة مفاعلة باب نهى حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিগাহ : لا تمار  
মাদাহ -ي-م-ر-ي জিনস -م-র-ي-ي অর্থ- তুমি ঝগড়া করবে না।

الممازحة ماسداریة مفاعلة باب نهى حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিগাহ : لا تمازح  
মাদাহ -ح-ز-ح জিনস -م-ز-ح-ح অর্থ- তুমি কৌতুক কর না।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ): হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজরত নবি করিম (সাঃ) এর চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা হজরত লুবাবা বিনতে হারেছ হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রী হজরত মায়মুনা (রাঃ) বোন ছিলেন। এজন্য ছোট বেলায় খালা হজরত মায়মুনা (রাঃ) এর ঘরে রাত্রিতে রসুলুল্লাহ এর সঙ্গে থাকতেন। তিনি হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রসুল (সাঃ) যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ১৩/১৫ বছর। তিনি উম্মতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্য হিকমত, ফিকহ ও তা'বীল (ব্যাখ্যা) করার যোগ্যতা লাভের নিমিত্তে দোআ করেছিলেন। তিনি হজরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম কে দুইবার দেখেছেন। হজরত মাসরুফ রহ. বলেন, আমি যখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দেখতাম তখন বলতাম সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর মানুষ। যখন দেখতাম তিনি বক্তৃতা করছেন তখন বলতাম “সুস্পষ্টভাষী” যখন হাদিস কুরআন বলতেন তখন বলতাম শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন। হজরত উমার (রাঃ) তাকে তার পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত করেন। তিনি ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে তাইফে ইনতিকাল করেন। তিনি দাড়িতে মেহেদি ব্যবহার করতেন।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المزاح শব্দের অর্থ কী ?

ক.কৌতুক ।

খ. হাস্যরস ।

গ. ঠাট্টা ।

ঘ. হেয় প্রতিপন্ন করা ।

২. ليخالطنا শব্দটি কোন্ বাবের ?

ক. باب مفاعلة

খ. باب تفاعل

গ. باب افتعال

ঘ. باب انفعال

৩. المزاح এর হুকুম কী ?

ক. সর্বসাকুল্যে জায়েজ ।

খ. সর্বসাকুল্যে মানদূব ।

গ. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ ।

ঘ. শর্তহীনভাবে বৈধ ।

৪. تقرئين শব্দটি কোন্ ছিগাহ?

ক. واحد مذکر حاضر

খ. واحد مؤنث حاضر

গ. واحد مؤنث غائب

ঘ. واحد مذکر حاضر

৫. কোনটি কৌতুক বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত ?

ক. কৌতুক কারী ছোট হওয়া ।

খ. কৌতুক মিথ্যা যুক্ত না হওয়া ।

গ. কৌতুকের দ্বারা হাসির উদ্দেক হওয়া ।

ঘ. কৌতুককৃত ব্যক্তির কৌতুকের বিষয়ে টের না পাওয়া ।

৬. কৌতুকের দ্বারা উদ্দেশ্য কী ?

ক. অনাবিল আনন্দ দেয়া ।

খ. জটিল বিষয়কে সহজ ভাবে উপস্থাপন করা ।

গ. এড়িয়ে যাওয়া বিষয়কে ধরিয়ে দেয়া ।

ঘ. তীর্থকভাবে কটাক্ষ করা ।



৭. সত্য ও বাস্তব কৌতুক জায়েয্ । কেননা -

- i . এতে মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই ।
- ii .এতে ধোকা খাওয়ার সম্ভাবনা নেই ।
- iii .এতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৮. সত্য কথা কৌতুকাকারে বলে মানুষকে হাসানো কিরূপ?

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| ক. জায়েজ         | খ. সুন্নাত |
| গ. খেলাফে সুন্নাত | ঘ. হারাম   |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাওলানা ওসমান গনি তার এক সহকর্মীর সঙ্গে একটি বাস্তব বিষয় নিয়ে কৌতুক করলে সহকর্মীটি ক্ষেপে যান । তিনি রাগান্বিত হয়ে বিষয়টি অধ্যক্ষ মহোদয়ের গোচরে আনেন । অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের বক্তব্য শুনে হজরত নবি করিম (ﷺ) এর রসিকতার একটি উদাহরণ পেশ করে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে বলেন, শালীন আনন্দ ও কৌতুক ইসলামে নিষেধ নয় ।

(ক) بكار শব্দটির তাহকিক কর?

(খ) মাওলানা ওসমান গনির আচরণটি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর ।

(গ) মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) কৌতুকের একটি উদাহরণ দাও ।

(ঘ) অধ্যক্ষ মহোদয়ের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### باب المفاخرة والعصبية

#### বংশ গৌরব ও স্বজন-প্রীতির বর্ণনা অধ্যায়

বিশ্বমানবের মাঝে সৃষ্টিগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই সকলে সমান। ইসলামে বংশ-কৌলিন্য, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বজনপ্রীতির কোন স্থান নেই। বরং মানব মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের মাপাকঠি নির্ধারিত হবে ব্যক্তির তাকওয়া ও খোদাভীরুতার ভিত্তিতে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-‘হে মানব জাতি! যুগল নরনারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রতোমাদের বিভক্ত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরুতায় তোমাদের মাঝে যারা উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ। ইসলামে কি কি বিষয় নিয়ে গর্ব বৈধ, নিজ গোত্রের লোক অন্যায় করলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে রসুল (ﷺ) এর দিক-নির্দেশনা আলোচ্য **باب المفاخرة والعصبية** বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিস-১৯৮:

١٩٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُؤَسِّفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন লোক সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। সাহাবিগণ বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোন থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন হজরত ইউসুফ (আ)। যিনি আল্লাহ তাআলার নবি, আল্লাহ তাআলার নবির পুত্র। আল্লাহ তাআলার নবির পৌত্র এবং আল্লাহ তাআলার বন্ধু হজরত ইবরাহিমের প্রপৌত্র। সাহাবিগণ (পুণরায়) বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাদের আরবদের বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? তারা বললেন, হ্যাঁ। জবাব তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে সম্মানিত, তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত। যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে। (বুখারি ও মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الله اكرم الناس عند الله يوسف نبى الله এর ব্যাখ্যা : কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রসূল (ﷺ) হলেন সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তদুপরি রসূল (ﷺ) হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন। এই বলার কারণ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন।

১। রসূল (ﷺ) তাঁর স্বভাব সুলভ ভদ্রতা-নম্রতা ও নমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশার্থে হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলেছেন।

২। রসূল (ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে سيد البشر ও افضل الخلائق এই ঘোষণার আগে বলেছিলেন।

৩। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) তার সমসাময়িক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রসূল (ﷺ) এর এর যুগে নয়।

৪। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর পূর্ব পরীক্ষণ নবি ছিলেন, তাই তাকে اكرم الناس বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে সম্মানের মাপকাঠি তার বংশ বা আত্মমর্যাদা নয়। বরং যিনি যতবেশী খোদাতীরা তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তত বেশী মর্যাদাশীল। যেমনটি হাদিসের প্রথমাংশের উত্তরে এসেছে। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন-‘হে মানব জাতি! যুগল নরনারী থেকে তোমাদের আমি সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার্থে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রতোমাদের বিভক্ত করেছি। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরুতায় তোমাদের মাঝে যারা উত্তম, আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদায় তারাই শ্রেষ্ঠ।

### ফখিয়ার্কম في الجاهلية خياركم في الاسلام এর মর্মার্থ :

হজরত রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই বাণীর অর্থ হলো তোমাদের মধ্যে যে সকললোক জাহেলিয়া যুগে সম্মানিত ও উত্তম ছিল তারা ইসলামি যুগেও সম্মানিত ও উত্তম। রসূল (ﷺ) এর বাণীটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) রসূল (ﷺ) থেকে জানতে চেয়েছিলেন আরবদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ? তখন রসূল (ﷺ) উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এর মাধ্যমে রসূল (ﷺ) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বংশগত মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাই বংশ মর্যাদার কোনরূপ গর্ব চলে না। বরং ইসলাম পূর্ব যুগে যে সকল লোক চরিত্রে, মাধুর্যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বে ও উদারতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন ছিলেন। ইসলামোত্তর যুগেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। যেমন হজরত আবু বকর (রা), ওমর (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ জাহেলিয়া যুগে নিজেদের কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন তদ্রূপ ইসলামি সমাজেও তাঁরা নিজ কর্মগুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন। তবে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান ভিত্তি হলো تفقه في

205b

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

(শব্দ বিশ্লেষণ): **تحقيقات الألفاظ**

الغشى মাসদার سمع বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : غشى  
 মাদ্দাহ য-শ-ই জিনস-নাقص যাই-অর্থ-চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে।

হাদিস-২০০:

২০০- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেভাবে খ্রিষ্টানগণ মরিয়ম (عليها السلام) এর পুত্র (হজরত ঈসা) এর বেলায় বাড়াবাড়ি করেছে। কেননা, আমি তো আল্লাহ তাআলার একজন বান্দাহ। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার বান্দাহ এবং তাঁর রসুল বলো। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ:

হাদিসের অর্থ হলো: হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আলোচ্য হাদিসের অর্থ হলো তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করবে না যেমনটি করেছিলেন নাসারসু তাদের নবি হজরত ঈসা (عليه السلام) এর ব্যাপারে। নাসারসু তাদের নবি হজরত ঈসা (عليه السلام) কে অতিশয় শ্রদ্ধা করতো। সে শ্রদ্ধার মধ্যে এমন বাড়াবাড়ি করল যে, তারা এক পর্যায়ে ঈসা (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিল এবং তাঁর পূজা করা শুরু করল। এই অতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত শিরকে লিপ্ত হল। আর شرك এর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- ان الشرك لظلم عظيم “নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম”। রসুল (ﷺ) আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তারা তাদের নবির প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করে।

احكام :

সীমালংঘন করে কারো প্রশংসা করা জায়েজ নাই। নাসারা তথা খ্রিষ্টানগণ হজরত ঈসা (عليه السلام) অগাধ শ্রদ্ধা রাখত, যে শ্রদ্ধায় বাড়াবাড়ি করে শেষ পর্যন্ত খোদার পুত্র তথা দেবতা হিসাবে পূজা আরম্ভ করল। যার ফলে তারা কুফুরীতে লিপ্ত হল। অনুরূপভাবে আমরাও যেন আবেগে আপগুত হয়ে নাসারাদের মত রসুল (ﷺ) ও অন্যদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি না করি। রসুল (ﷺ) সে বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলেছেন-“তোমরা আমাকে আল্লাহ তাআলার রসুল ও বান্দা ছাড়া অন্য কোন কিছু বলো না।”

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ماذاه الاطراء ماسدال افعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذكر حاضر حاضر : لا تطروا

জিনস ط-ر-ي ناقص يائي অর্থ- তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি কর না।

القول نصر ينصر باب امر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : فقولوا

মাদ্দাহ অর্থ- তোমরা বলো। জিনস ق-و-ل

রাবি পরিচিতি:

হজরত ওমর (رضي الله عنه): ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (رضي الله عنه) ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু হাফস। উপাধি আল ফারুক। তাঁর পিতার নাম আল খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা বয়সে তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি নবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ পেয়েছিল। তিনি মহানবি (ﷺ) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৩ হিজরি সনে তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১০ বছর ৬ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে অধিকাংশ দেশ মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৯টি। হজরত মুগীরা ইবনে 'শু'বার খৃষ্টান দাস আবু লুলু এর ছুরিকাঘাতের ফলে তিনি ২৩ হিজরি সনে শাহাদত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। মসজিদে নববীর রাওজা মুবারকে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদিস-২০১:

٢٠١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِيَّاهُمْ فَحَمٌّ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِينَ يَدْهُهُ الْخُرَاءُ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحَرَهَا بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ (رواه الترمذی وابو داود)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্যই ঐ সব লোকেরা তাদের সে সকল বাপ-দাদাদের নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে, যারা মৃত্যুবরণ করে দোজখের কয়লায় পরিণত হয়েছে। অথবা যারা আল্লাহ তাআলার নিকট আবর্জনার কীট হতে অধিক নিকৃষ্ট হবে, যে (কীট) নিজের নাক দ্বারা ময়লা আবর্জনা নাড়াচাড়া করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের গর্ব-অহংকার এবং বাপ-দাদার গৌরবের ব্যাধি দূর করে দিয়েছেন। এখন সে মুত্তাকী মুমিন হোক বা হতভাগা পাপী হোক, সকল মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে তৈরি। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

خراء جعل من جعل الذي يد هذه এর ব্যাখ্যা: শব্দের অর্থ কালো ভোমরা, পায়খানার কিট। আর শব্দের অর্থ আবর্জনা, পায়খানা। অতএব এর অর্থ দাড়াই ‘যে সকল লোক কুফর ও শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করল তারা আল্লাহ তাআলার নিকট পায়খানার কিট-পতঙ্গের চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট, যে কীট পতঙ্গ নিজের নাক দিয়ে ময়লা আবর্জনাকে দোলা দেয়। এর দ্বারা গৌরবকারীকে একটি নিকৃষ্টতম কীটের আচরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

إن الله قد اذهب عنكم عيبة الجاهلية এর ব্যাখ্যা:

بضم العين كسرهما عيبة অর্থ- গর্ব, অহংকার। বাক্যটির অর্থ হলো-নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য হতে জাহেলিয়াতের অহংকার দূর করেছেন। জাহেলিয়া যুগে পূর্ব পুরুষদের নিয়ে গর্ব অহংকার করার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তা রহিত করে দিয়েছেন। ইসলামে বিন্দুমাত্র তার স্থান নেই। সুতরাং পূর্ব পুরুষ খোদাভীরু হউক বা পাগী হউক কারো দ্বারা গর্ব করা যাবে না। কেননা ইমানের বিষয়টি আল্লাহই ভালো জানেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِمَنْ اتَّقٰ পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি যদি ফাসেক, মুনাফিক অবস্থায় মারা যায় তবে সে আল্লাহ তাআলার নিকট লাঞ্চিত তথা غَيْر سَعِيد فَهُوَ ذَلِيلٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَالذَّلِيلُ لَا يَنْصَبُ অর্থ, সে ব্যক্তি দূর্ভাগা! আল্লাহ তাআলার নিকট লাঞ্চিত। আর লাঞ্চিত ব্যক্তিকে নিয়ে অহংকার করা যায় না।

الناس كلهم بنو ادم وادم من تراب এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসূল (ﷺ) মানুষ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনপূর্বক তাদের গর্ব অহংকার পরিত্যাগের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। উক্ত অংশের অর্থ- ‘সকল মানুষ আদম (ﷺ) এর সন্তান আর আদম (ﷺ) মাটির সৃষ্ট।’ এখানে আদম সন্তানের গর্ব না করার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে-

- ১। সকল মানুষ আদম সন্তান। সুতরাং সকলে পরস্পর ভাই ভাই। তাই এক ভাই অপর ভাইয়ের উপর গর্ব করা বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়।
- ২। সকল মানুষ মাটির তৈরী। সুতরাং মাটির তৈরী মানুষ মাটি নিয়ে গর্ব করা চরম ধৃষ্টতার শামিল। তাই সকল মুমিনের গর্ব-অহংকার থেকে বেঁচে থাকা উচিত। ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ অর্থ, “নিশ্চয়ই আল্লাহ গর্ব-অহংকারকারীকে ভালোবাসেননা।”



تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

لام تاکید بانون تاکید ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لينتهين  
 باب افتعال ماسদার الانتهاء مাদাহ ن-ه-ی ماسদার افتعال باب  
 থাকবে।

الافتخار ماسدার افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر غائب : يفتخرون  
 مাদাহ خ-ر-صحيح জিনস তার গর্ব করে।

فحم : একবচন, বহুবচনে فحام و فحوم অর্থ- কয়লা।

الدهده نصر ماسদার افتعال باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يدهده  
 مাদাহ د-ه-د-ه-ه জিনস مضاعف رباعي অর্থ- সে নাড়াচাড়া দেবে, দোলা দেবে।

الخراء : একবচন, বহুবচনে الخروء অর্থ- ময়লা।

হাদিস-২০২:

٢٠٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا  
 إِلَى الْعَصَبِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (رواه ابو داؤد)

অনুবাদ: হযরত যুবার ইবন মুত'য়িম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে  
 ব্যক্তি গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি নিছক  
 সাম্প্রদায়িকতার কারণে যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতির উপর  
 মৃত্যুবরণ করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إلى العصبية এর ব্যাখ্যা: রসুল ﷺ ছিলেন ন্যায়-নীতি ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক  
 মূর্ত প্রতীক। তাই তিনি গোত্র প্রীতি বা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য হাদিসের অর্থ হচ্ছে- ঐ  
 ব্যক্তি আমার উম্মতের অনন্তভূক্ত নয়। যে ব্যক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে। অর্থাৎ,  
 বংশ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আহ্বান করার নামই আসাবিয়া। যাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় গোত্রবাদ এবং  
 বর্ণবাদ বলা হয়। এখানে রসুল ﷺ আসাবিয়া বলতে বুঝিয়েছেন, যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় বিচার বিশ্লেষণ  
 না করে নিজ গোত্র বংশ এলাকা ও জাতির লোকজনের যে কোন বিষয় পক্ষ-পাতিত্ব ও তাদের সাহায্যে

সহানুভূতি করে থাকে তাকে **عصبية** বা স্বজনপ্রীতি বলে। **عصبية** বা গোত্রপ্রীতি তথা সাম্প্রদায়িকতার পরিসর ব্যাপক হওয়ার ভিত্তিতে উহা বিভিন্ন হতে পারে।

- ১। বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা।
- ২। গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা।
- ৩। বর্ণ ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।
- ৪। ভাষা ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।
- ৫। অঞ্চল ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।
- ৬। ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।

### احكام বা শরয়ি বিধান:

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের নিরসন। সুতরাং ন্যায় ও ইনসাফের খাতিরে নিজ বংশ গোত্র জাত ও এলাকার লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। উহার জন্য সংগ্রাম করা ইসলাম সমর্থন করে এবং ইহা নেকের কাজ। কিন্তু অন্যায় ও যুলুমের ক্ষেত্রে কোন লোক তার জাতিকে সাহায্য করা হজরত যুবাযর ইবনে মুতয়িম (رضي الله عنه) এর হাদিসে বর্ণিত **عصبية** যা জায়েজ নেই। কিন্তু জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে সাহায্য-সহানুভূতি করা কোন ক্রমেই **عصبية** বা সাম্প্রদায়িকতা নয়।

### তারকিব: لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ

হলে متعلق হয়েছিল **جار و مجرور**, **نا مجرور**, **من حرف جار**, **فعل ناقص** যা **ليس بمعنى لا** **من**, **خبر مقدم** **ليس** হয়ে **شبه جملة** **متعلق** ও **فاعل** তার **شبه فعل**। **جار و مجرور** **عصبية**, **على حرف جار**, **هو ضمير فاعل**, **فعل** **مات** আর **موصول** **جملة فعلية** **متعلق** ও **فاعل** তার **مات فعل**। **عصبية** **اسم مؤخر** **ليس** পরিশেষে **اسم** তার **ليس** **موصول** ও **صلة**। **عصبية** **اسم** তার **ليس** **موصول** ও **صلة**। **عصبية** **اسم** তার **ليس** **موصول** ও **صلة**। **عصبية** **اسم** তার **ليس** **موصول** ও **صلة**। **عصبية** **اسم** তার **ليس** **موصول** ও **صلة**।

### হাদিস-২০৩:

٢٠٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فَلِسْطِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةٌ أَنهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ

الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ (رواه احمد وابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত উবাদাহ্ ইবনে কাসির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রের এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ‘ফাসীলাহ’ নামে ডাকা হতো। ফাসিলাহ (رضي الله عنها) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কোন লোকের গোত্রকে ভালোবাসা কি সাম্প্রদায়িকতা অন্তর্ভুক্ত? জবাব তিনি বললেন, না। বরং সাম্প্রদায়িকতা হলো কোন ব্যক্তির নিজের গোত্রকে অন্যায়-অত্যাচারের উপর সাহায্য করা। (ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. المفاخرة কোন বাবের মাছদার ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

২. اكرم শব্দটির বাহাছ কোনটি ?

ক. إثبات فعل مضارع معروف

খ. اسم تفضيل

গ. اسم فاعل مبالغة

ঘ. صفة مشبه

৩. সম্মান কিসের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে ?

ক. সম্পদের ভিত্তিতে ।

খ. তাকওয়ার ভিত্তিতে ।

গ. শক্তিমত্তার ভিত্তিতে ।

ঘ. দানশীলতার ভিত্তিতে ।

৪. সৌভাগ্যবান ও দূর্ভাগ্যবান সবাই কার সন্তান?

ক. হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর ।

খ. হজরত নূহ আলাইহিস সালাম এর ।

গ. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর ।

ঘ. হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিরোজপুর জেলাধীন নাজিরপুর উপজেলার দু'টি বিবাদমান গোত্র স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার কোন্দলে জড়িলে পড়লে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদেরকে গর্ব-অহংকার, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হয়ে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে সমাজে বসবাস করার তাগিদ দেন।

৫. গোত্র দুটির জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ-

ক. গোত্রপ্রীতি।

খ. সাম্প্রদায়িকতা।

গ. দেশপ্রেম।

ঘ. পারস্পারিক বন্ধুত্ব।

৬. স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগটি শরিয়তে কোন পর্যায়ভুক্ত?

ক. الأمر بالمعروف

খ. النهي عن المنكر

গ. الإصلاح بين أخوين

ঘ. إقامة الصلاة

৭. গোত্রীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে যদি -

i. সত্যকে অকপটে গ্রহণ করা হয়।

ii. কোন প্রকার জুলুমের সহায়তা না করা হয়।

iii. অন্য গোত্রকে হেয় প্রতিপন্ন না করা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আক্কেলপুর গ্রামে কাজি ও ভূঞা বংশের লোকদের মধ্যে দীর্ঘ কলহের পর গতকাল মারামারি হল। এতে কাজী পরিবারের ৩ জন্য দারুণভাবে আহত হয়েছে। ফলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মিমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজি পরিবারের লোকজন বলছে আমরাই এর বিচার করব এবং উপযুক্ত বদলা নিব।

(ক) عصبية অর্থ কী?

(খ) প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) শেখ বংশের কাজটি কিরূপ হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) কাজি বংশের বিচার ও বদলা নেওয়ার বিষয়টি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### باب البر والصلة

#### দয়া অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচারণ অধ্যায়

পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন তথা এক মানুষের সাথে অপর মানুষের বিরূপ আচরণ হওয়া উচিত তার বাস্তব-সম্মত দিক নির্দেশনা রয়েছে **باب البر والصلة** অধ্যায়ের মধ্যে।

হাদিস-২০৪:

২০৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমার সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা। লোকটি আবাবো বলল, তারপর কে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মাতা, অতঃপর তোমার মাতা, অতঃপর তোমার মাতা, অতঃপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হাদিসাংশের ব্যাখ্যা: **قال امك ثم من قال امك ..... ثم أبوك**

ইসলামের দৃষ্টিতে-আল্লাহ ও তার রসুলের পরে বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক হচ্ছে সর্বোচ্চ। এই পিতা-মাতার মধ্যে মাতার অধিকার পিতার চেয়েও বেশি যাহাদিস শরিফে স্পষ্টতই বর্ণিত হয়েছে। এর যৌক্তিক কিছু কারণ বা ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ দিয়েছেন। যেমন-

১. মা-ই তো সন্তান গর্ভে ধারণ করেন। গর্ভ ধারণকালীন সময় অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ নয় মাস অতি যতনের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসবকালীন অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেন। যে কষ্ট পিতার হয় না। এরশাদ

205b

الحكم في الصلة مع الوالدين في الشرك و الاسلام : পিতা-মাতা মুসলিম হলে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মত তাদের সাথে সম্মান ও সদাচারণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- وبالوالدين احسانا “মাতা-পিতার প্রতি সম্মান ও সদাচারণ প্রদর্শন কর।” এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি কি ধরনের আচরণ করবে? এই প্রশ্নের জবাব ইসলামি পণ্ডিতগণ দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন।

- ১। পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সম্মান ও সদ্য ব্যবহার করতে হবে। আলোচ্য হাদিসটিই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- ২। মাতা-পিতা যদি অমুসলিম হয় এবং তাঁরা যদি ইসলামি শরিয়া বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের এরূপ নির্দেশ পালন করা অবশ্যই জায়েজ নাই। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق- অর্থাৎ, স্রষ্টার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

الاحكام : পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ ও দেখাশুনা করা প্রতিটি মুসলিম সম্ভাব্যতার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা জাগতিক বিষয়ে কাফেরদে সহিত ও সৌজন্য আচরণ করা জায়েজ। আলোচ্য হাদিসেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

- سمع باب نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ  
মাসদার القдом মাদ্দাহ ম-দ-ম- জিনস صحيح অর্থ- সে মহিলা এসেছে।
- ش-ر-ك مাদ্দাহ الاشراك মাসদার افعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : ছিগাহ  
জিনস صحيح অর্থ- সে আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদারকারী।
- ر-غ-ب مাদ্দাহ الرغبة মাসদার سمع باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : ছিগাহ  
অর্থ- আগ্রহিনী।
- الصلة مাসদার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكمم : ছিগাহ  
মাদ্দাহ و-ল-ص জিনস مثال অর্থ- আমি সত্বব্যবহার করব।
- واحد مؤنث حاضر صلي : এখানে "ها" শব্দটি জমির "أم" শব্দের দিকে ধাবিত হয়েছে  
বাহাছ الامر حاضر معروف ضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : ছিগাহ  
অর্থ- তুমি তার সাথে সত্বব্যবহার কর, তার সাথে মিলিত হও।

## রাবি পরিচিতি:

হজরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.): হজরত আসমা আবু বকর (রা. এর কন্যা ছিলেন। তাকে যাতুল নাতাকাইন বলা হয়। কেননা তিনি তার পায়জামার রশিকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে এক ভাগ দিয়ে রসুলের হিজরত উপলক্ষে মালপত্র বেধে ছিলেন তিনি প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মাতা ছিলেন। তিনি তার বোন আয়েশা (রা. থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। তিনি তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এর মর্যাদাগ্রস্ত মৃত্যুর দশদিন পরে মক্কায় ৭৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

হাদিস-২০৬:

২০৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তান নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া কবির গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কেউ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? তিনি বললেন হ্যাঁ, সে কোন ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি দেয়, আবার সে ব্যক্তি (যাকে গালি দিচ্ছে) তার পিতা ও মাতাকে গালি দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার হুকুম :

মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কবির গুণাহ। এ বিষয় সকল ওলামা একমত। কেননা গালি দিলে তারা কষ্টপান। আর পিতা-মাতা কে কষ্টদেয়া স্পষ্ট হারাম বা কবির গুণাহ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- وَلَا تَقْلُ لِهٰمًا

ফা লা তনহরহা আলোচ্য হাদিসের আলোকে আরো একটি সুক্ষ বিষয় ফুটে ওঠে তা হলো কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় প্রতিউত্তরে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে গালিদেয় প্রকারান্তরে গালি দাতা স্বয়ং স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি দেয়। কেননা পিতা-মাতাকে গালি শোনার কারণ একমাত্র সে-ই। তাই এইভাবে তাদের গালি শোনানো হারাম। যেমন হাদিসে এসেছে- من الكبائر شتمهم الرجل والديه

## কবির গুনাহের পরিচয়:

কবির শব্দটি একবচন, বহুবচন কবائر অর্থ- বড় গুনাহ। শরিয়তের পরিভাষায় কবির গুনাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।



যেমন- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, **كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة**, 'যে সকল কাজ আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তাই কবিরাহ গুনাহ'। ইমাম রাজি (র) বলেন- **الكبيرة هي ذنب** অর্থাৎ, 'কবিরাহ এমন গুণাহকে বলে যে গুনাহর শাস্তি ভয়ানক।' হজরত আলি (রাঃ) বলেন, 'যে গুনাহের ব্যাপারে জাহান্নামের হুমকি এসেছে।'।

**يسب ابا الرجل فيسب اياه** এর ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় এবং এর প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালিদেয়। এটাই ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়। কারণ ঐ ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি না দিত তবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার পিতা-মাতাকে গালি দিত না। এর দ্বারা প্রমানিত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিল। আলোচ্য হাদিসে উহাকেই **يسب ابا الرجل فيسب اياه** বলা হয়েছে।

হাদিস-২০৭:

২০৭- **عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ** (رواه ابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোআ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। পূণ্য ব্যতীত আর কিছুই আয়ুকে বাড়াতে পারে না। আর নিশ্চয়ই মানুষ পাপ কাজ করার কারণে রিজিক হতে বঞ্চিত হয়। (ইমাম ইবনে মাজা (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

রসুল (সাঃ) এর বাণী- **لا يرد القدر الا الدعاء** ব্যাখ্যা: দোআ ছাড়া ভাগ্য তথা তাকদীরের পরিবর্তন ঘটে না। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো- তাকদীর দু'প্রকার। যথা-

ক) **مبرم** বা অপরিবর্তনীয়।

খ) **معلق** বা পরিবর্তনীয় তথা ঝুলন্ত।

১। **تقدير مبرم** বা অপরিবর্তনীয় তাকদীর

২। **تقدير معلق** যা দোআর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। এখানে **القدر** বলতে **تقدير معلق** কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজিদে এসেছে- **يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب**

এখানে রিয়ক বলতে অধিক স্বচ্ছলতাসহ আত্মীক শান্তিকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে পাপী ও কাফিরা অধিক সম্পদের অধিকারী হলেও আত্মিক শান্তি হতে বঞ্চিত। এরশাদ হচ্ছে-

(শব্দ বিশ্লেষণ): **تحقيقات الألفاظ**

الاصابة ماسدار افعال باب اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : يصيب  
 أجنوف واوي - অর্থ- সে অভাবগ্রস্থ হবে বা সে তার অবস্থানে  
 মাদ্দাহ ব- و- জিনস পৌছবে।

الذنب : একবচন, বহুবচনে الذنوب অর্থ- পাপ, গুনাহ।

তারকিব: لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

الاحرف الاستثناء , شئ محذوف مستثنى منه , مفعول مقدم القدر আর শব্দটি لايرد  
আর الدعاء এখানে مستثنى হয়েছে। المستثنى আর مستثنى মিলে فاعل مؤخر হয়েছে। পরিশেষে  
جملة فعلية মিলে فاعল এবং مفعول তার ফেল হয়ছে।

### হাদিস-২০৮:

٢٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ

مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَّةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنْسَاءٌ فِي الْأَثَرِ (رواه الترمذی)  
 وقال حديث غريب

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় এ পরিমাণ শিক্ষা কর, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের হক আদায় করতে পার। কেননা, আত্মীয়তা সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধন-সম্পদের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং আয়ুতে দীর্ঘজীবী হওয়ার উপলক্ষ হয়। (ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাদিসটি গরিব)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ع- مادداه التعلم ماسدار تفعّل باب امر حاضر معروف باهاض جمع مذكر غائب : تعلموا  
 -م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

انساب : একবচন, বহুবচনে نسب অর্থ- বংশ পরিচয়।

الوصل ماسدار ضرب باب اثبات فعل مضارع مجهول باهاض جمع مذكر حاضر : تصلون  
 -ص-ل জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা সম্পর্ক বহাল রাখবে।

محبة : এ শব্দটি বাব ضرب-এর মাসদার মাদদাহ -ب-ب-ح জিনস مضاعف ثلاثي  
 ভালোবাসা স্থাপন করা, প্রেম, দয়া।

مثرة : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ث-ر-ي) জিনস ناقص يائي অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া।

منساة : এ শব্দটি বাকে فتح-এর মাসদার, মূলবর্ণ (أ-س-ن) জিনস مهموز لام অর্থ- বিলম্ব হওয়া, পিছিয়ে দেয়া, দেরী করা।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সবচেয়ে বেশি সদাচার পাওয়ার অধিকারী কে?

ক. মাতা।

খ. পিতা।

গ. দাদা।

ঘ. দাদী।

২. ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে কিসে ?

ক. নামাজে।

খ. রোজায়।

গ. যাকাতে।

ঘ. দোআয়।

৩. مشركة শব্দটির বাব কি?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب افتعال

ঘ. باب انفعال

৪. افاصلها শব্দটির মূল অক্ষর কি?

ক. ص-ل-و

খ. ص-ل-ي

গ. و-ص-ل

ঘ. أ-ص-ل

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিনমজুর ফজলু তার মাকে কষ্ট দিত। খেতে পরতে দিতনা। স্ত্রীর কথা মত মাকে গালমন্দ করত। গতকাল গ্রামে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান বক্তা মাওলানা নাজমুল হুদা মাতাপিতার প্রতি সদ্যবহার করার গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াজ করেন। ওয়াজ শুনে ফজলুর মন বিগলিত হয়। সে সংকল্পবদ্ধ হয়, আর মায়ের সাথে অসদাচরণ করবেন। তাই সে পরদিন সকালে ফজর নামাজ বাদ মায়ের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে মার্ফ চায়। পরিবর্তন দেখে মায়ের স্নেহ উথলে ওঠে। তিনি অশ্রুসজল নয়নে ফজলুর কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দোআ করেন।

৫. ফজলুর পূর্বের আচরণগুলো শরিয়তে কোন পর্যায়ভুক্ত?

ক. حرام

খ. مباح

গ. مكروه تنزيهي

ঘ. مكروه تحريمي

৬. মা ফজলুর অপরাধ ক্ষমা করে দেন, কারণ-

- i. এটা মাওলানা নাজমুল হুদার নির্দেশ।
- ii. মা সন্তানকে ক্ষমা না করে পারেন না।
- iii. সন্তানকে মা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |            |
|--------|------------|
| ক. i   | খ. ii      |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৭. كبيرة শব্দটির বহুবচন কোনটি?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. أكابر | খ. كيرون  |
| গ. كبائر | ঘ. كبيرات |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মফিজ ও তমিজ দুই ভাই। খাদিজা নামে তাদের একটি বোন রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর খাদিজা পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করতে এলে মফিজ তাকে তাড়িয়ে দেয়। পুনরায় এলে তার পা ভেঙ্গে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। তমিজ ভাইয়ের এসব আচরণে অনেক লজ্জিত হয় এবং খাদিজার হক বুঝিয়ে দিতে ভাইকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু এখনও কোন ফল পায়নি।

(ক) صلة الرحم অর্থ কী?

(খ) يسب الرجل فيسب اباه হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) মফিজের আচরণ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) খাদিজা তার অধিকার কিভাবে ফিরে পেতে পারে? এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী তোমার মতামত উল্লেখ কর।

## চতুর্দশ অধ্যায়

### باب الشفقة والرحمة على الخلق

#### সৃষ্টির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করা অধ্যায়

মহাবিশ্বের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। এই সৃষ্টিরাজিকে তিনি অতি যত্নে মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। তাই এতিম, অনাথ, অসহায়, মানুষসহ পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও অন্যান্যপ্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলোচ্য **باب الشفقة والرحمة على الخلق** অধ্যায়ে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

হাদিস-২০৯:

٢٠٩- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ -

অনুবাদ: হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন না, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

لا يرحم الله من لا يرحم الناس এর ব্যাখ্যা:

রসুল (ﷺ) ছিলেন বিশ্বমানবের পরম বন্ধু ও কল্যাণকামী। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে তার মুখ নিসৃত বাণী- ‘যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তার প্রতিও দয়া করেন না।’ এইহাদিসটির ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন-

১। অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও হাদিস বিশারদদের মতে আল্লাহ অতি আদর ও পরম অনুগ্রহে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ দয়া ও অনুগ্রহ না করে তবে সে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু সাধারণ রহমত যা সকল সৃষ্টির প্রতি অনবরত বর্ষিত হয় তা বন্ধ হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- **ورحمتي وسعت كل شيء**

২। কারো কারো মতে- যে সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না। সে আল্লাহ তাআলার **رحمة عامة** এর ভাগিদার।

হলেও **رحمة خاصة** তথা বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

৩। علامه طیبی (رح) এর মতে, হাদিসে বর্ণিত প্রথম রহমত শব্দটি مجاز এবং দ্বিতীয় রহমত শব্দটি অর্থে ব্যবহৃত। কারণ প্রথম রহমত শব্দটির প্রকৃত অর্থ رقة القلب বিনয়, নম্রতা ও অন্তর বিগলিত হওয়া। এটা মহান আল্লাহ তাআলার শানে অসম্ভব। সুতরাং রহমত শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার দিকে হলে অর্থ হবে সম্ভূষ্ট হওয়া ও পুরস্কার প্রদান করা। পরিশেষে বলা যায়-যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন না। অন্যত্র ঘোষণা এসেছে- من لا يرحم لا يرحم যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার মূলবর্ণ : সিগাহ বাহাছ মاضি معروف واحد مذکر غائب : سلم  
অর্থ- তিনি শাস্তি বর্ষণ করেন। (স-ল-ম)

الرحم ماسدادر سمع : সিগাহ বাহাছ مضارع معروف واحد مذکر غائب : لا يرحم  
অর্থ- অনুগ্রহ করে না। (স-ল-ম)

হাদিস-২১০:

٢٠١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْنِي فَلَمْ نَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসল। তার সাথে দুটি কন্যা ছিল। সে আমার কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি সে খেজুরটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটি তার দু'কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল, তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। অতপর সে উঠে চলে গেল। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। আমার কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ কন্যাদের কারণে সংকটাবর্তে পতিত হবে এবং সেই কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য দোজখের আগুনের সামনে আবরণ হবে। অর্থাৎ, কন্যাদের ওহিলায় সে দোজখ থেকে রক্ষা পাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

جاءتني امرأة (এর ব্যাখ্যা : উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি) : جاءتني امرأة ومعها ابنتان এর অর্থ- হচ্ছে-‘আমার নিকট এক মহিলা তার দু’টি কন্যা সন্তান নিয়ে আসল। উক্ত মহিলা অভাবী ও নিষ ছিল। সে ও তার দু’টি কন্যা তীব্র ক্ষুধায় অস্থির হয়ে হজরত আয়েশা (রাঃ) এর দ্বারস্থ হয়েছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন-ঐ অবস্থায় আমার ঘরে খাদ্য হিসেবে একটি খেজুরই ছিল। আমি তাকে সেই খেজুরটি দান করলাম।

ঐ বাক্য থেকে বুঝায় যায় যে-

- ১। পর্দা অবলম্বন করত প্রয়োজনে নারীদের অন্যের দ্বারস্থ হওয়া বৈধ।
- ২। কোন অভাবী ব্যক্তি কিছু চাইলে সাধ্যমত সদকা করা সওয়াবের কাজ।
- ৩। রসূল (ﷺ) এর আর্থিক অবস্থা করুণ ছিল, অথচ তিনি سيد الكونين (রাঃ) এর প্রতিটি মাতা-পিতা নিজের অভাবের চেয়ে সন্তানের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

## من ابنتي من هذه البنات এর তাৎপর্য:

من ابنتي (রাঃ) কন্যা সন্তানদেরকে সম্মেহে লালন-পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেন- من ابنتي ये पिता-माता कन्या सन्तानदेर निये संकटे पतित हवे एवं दुख-कष्ट सह्य करे तादेर यथायथ लालन-पालन करे आदर्श ও চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলে। আল্লাহ তাআলা পরকালে উক্ত পিতা-মাতাকে কন্যাদের উসিলায় দোজখের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবেন। আর কন্যা সন্তানগণ তাদের জন্য দোজখের আগুনের অন্তরায় ও প্রাচীর হয়ে দাড়াবে। রসূল (ﷺ) এই বাণীর মাধ্যমে জাহেলিয়াত যুগে নারীদের প্রতি যে, নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হতো তার মূলোৎপাটন করেছেন। তাদের নিকট কন্যা সন্তান জন্ম ছিল দূর্ভাগ্যের লক্ষণ। পিতার উক্তরাধীকার হিসাবে তাদের গণ্য করা হতো না। তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। রসূল (ﷺ) আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে তাদের সেই ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঘোষণা করেন- من ابنتي من هذه البنات الخ

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

المجيئة ماسدار ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : جَاءَتْ  
মাদ্দাহ ج-ي-ء জিনস অর্থ-সে আসল।



السؤال ماسدار فتح باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ : تسأل  
মাদ্দাহ س-ء-ل জিনস مهموزعين অর্থ- সে প্রার্থনা করল। আবেদন করল।

ضرب باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ : لم تجد  
মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و-ج-د জিনস مثال واوي অর্থ- সে পেল না।

ع- ماسدار افعال باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد متكلم : ছিগাহ : اعطيت  
মাদ্দাহ ط-ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আমি দিলাম।

التقسيم ماسدار تفعيل باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ : قسمت  
মাদ্দাহ ق-س-م জিনস صحيح অর্থ- সে ভাগ করল।

نصر باب نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ : لم تأكل  
মাসদার الأكل মাদ্দাহ ء-ك-ل জিনস مهموز فاء অর্থ- সে খায়নি।

الابتلاء ماسدار افتعال باب اثبات فعل ماضى مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ : ابتلى  
মাদ্দাহ ب-ل-و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে পরিক্ষিত হল।

ستر : একবচন, বহুবচনে استار অর্থ- পর্দা, আবরণ।

রাবি পরিচিতি :

হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (رضي الله عنه) :

ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) এর কন্যা হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম উম্মু রুমান। তাঁর উপনাম উম্মু আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা হু ও হুমায়রা। মহানবি (ﷺ) এর স্ত্রী হওয়ায় তাঁকে উম্মুল মুমিনিন বলা হয়। হিজরতের তিন বছর পূর্বে মহানবি (ﷺ) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬/৭ বছর। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ইতিকালের সময় হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। তার বর্ণিত হাদিস সংখ্যা- ২২১০টি।

হাদিস-২১১:

২১১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ইরশাদ করেছেন, তোমার (মুসলমান) ভাইকে সাহায্য কর। চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব, অত্যাচারিকে কিভাবে সাহায্য করব, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাকে অত্যাচার থেকে বাধা দাও। এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انصر اخاك ظالما أو مظلوما এর ব্যাখ্যা :

রসুল (ﷺ) ছিলেন সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন দয়া ও অনুগ্রহের ভাগিদার হতে পারে সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠাই ছিল তা ভীষণ। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে তার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এরশাদ হচ্ছে ‘তুমি তোমার ভাই অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে সাহায্য কর।’ এ কথা শ্রবণে অন্যেকে প্রশ্ন আসে যে, অত্যাচারিতকে তার পাশে এসে সাহায্য করা যায়, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? এর উত্তরে রসুল (ﷺ) বললেন অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে বিরত রাখাই অত্যাচারীকে সাহায্য করা।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النصرة و النصر ماسدادر نصر باب امر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : انصر  
মাদ্দাহ ন-ص-ر জিনস صحيح অর্থ- সাহায্য কর।

ظ-ل-م مাদ্দাহ الظلم ماسدادر ضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر : ظالم  
জিনস صحيح অর্থ- অত্যাচারী।

مظلوم صحيح جينس ظ-ل-م مাদ্দাহ ضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر : مظلوم  
অর্থ- অত্যাচারিত।

انصر ও النصر মাসদার نصر বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكمم : ছিগাহ :  
النصرة মাদ্দাহ ن-ص-ر জিনস صحيح অর্থ- সাহায্য করব।

المنع মাসদার فتح বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر : ছিগাহ :  
المنع মাদ্দাহ م-ن-ع জিনস صحيح অর্থ- তুমি নিষেধ করবে।

الظلم মাসদার ضرب বাব نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ : لا يظلم  
الظلم মাদ্দাহ ظ-ل-م জিনস صحيح অর্থ- সে অত্যাচার করে না।

তারকিব: أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

ظالما হইছে ذوالحال মিলাে মضاف اليه ও مضاف , اخاك , ضمير انت فاعل انصر فعل  
حال মিলাে معطوف عليه ও معطوف , مظلوم معطوف , أو حرف عطف , معطوف عليه  
جملة فعلية মিলাে مفعول ও فاعل তার فعل পরিশেষে মিলাে مفعول হইছে। ذوالحال ও حال  
হল।

হাদিস-২১২:

٢١٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ  
الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - (رواه البخارى)

অনুবাদ: হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
ইরশাদ করেছেন, আমি ও ইয়াতিমদের লালন-পালনকারী, ইয়াতিম নিজের আত্মীয় হোক বা অন্য কারো  
হোক উভয়ে বেহেশতে এরূপ থাকবো, একথা বলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তর্জনী ও  
মধ্যমা আঙ্গুলি প্রদর্শন করলেন। তখন দু'আঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ফাঁক ছিল। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি  
বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الجنة : এর ব্যাখ্যা : رسول الله (ﷺ) ছিলেন এতিমদের অকৃত্রিম বন্ধু। একদিকে  
তিনি ইয়াতিমদের দুখ দুর্দশা বুঝতে পারতেন। সমাজে ইয়াতিমদেরকে কেউ যাতে অবহেলা না করে বরং  
তাদের লালন-পালনে পরকালের বিশেষ নেয়ামতের অধিকারী হওয়া যাবে। সে বিষয়টি তুলে ঘোষণা দেন- انا

وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة ‘ আমি এবং এতিম (চাই নিজের রক্ত সম্পর্কীয় হউক বা অন্যের হউক) এর লালন-পালনকারী জান্নাতে আমার কাছাকাছি স্থানে থাকবে। রসূল (ﷺ) তাঁর দুই হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলিকে প্রদর্শন করে ইয়াতিমদের অভিভাবকদের জান্নাতে অবস্থানের বর্ণনা তুলে ধরেন।’

এখানে কافل শব্দটি اسم فاعل এর صيغة অর্থ- অভিভাবক। نهاية এখানে কافل এর সজ্জায় বলা হয়েছে-  
الكافل هو القائم بامر التيم المربي له অর্থাৎ, ইয়াতিমের লালন-পালনের দায়িত্বে যিনি অধিষ্ঠিত বা দায়িত্বশীল বা বংশীয় জিম্মাদার। ঐ ব্যক্তি নিজের, অথবা ইয়াতিমদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। এখানে ইয়াতিমদের রক্ত সম্পর্কীয় কফিল হতে পারেন আবার অপরিচিত ভিন্ন কোন ব্যক্তিও হতে পারেন।

(শব্দ বিশ্লেষণ): تحقيقات الألفاظ

ك-ف-ل-ل-الكفالة মাসদার نصر বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : কافل  
জিনস صحيح অর্থ- অভিভাবক।

اليتيم : একবচন, বহুবচনে اليتامى অর্থ- পিতৃহীন।

الاشارة মাসদার افعال বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : اشار  
অর্থ- তিনি ইঙ্গিত করলেন।

التفريع মাসদার تفعيل বাব اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : فرج  
মাদ্ধাহ জিনস صحيح অর্থ- তিনি ফাক করলেন, দূর করলেন।

হাদিস-২১৩:

٢١٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب)

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইমাম তিরমিজি (র) উভয়ই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ হাদিসটি গরিব)

### ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا এর ব্যাখ্যা: রসূল (ﷺ) ছিলেন বিশ্ব সভ্যতার জন্য আদর্শের মডেল। আল্লাহ এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দেন- **لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة** “নিশ্চয়ই রসূল (ﷺ) জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।” তাই রসূল (ﷺ) ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে সমাজ জীবনে স্থিতিশীল সুন্দর ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ঘোষণা দেন- **ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا** যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের (আদর্শের) দলভুক্ত নয়। এখানে ছোট ও বড় বলতে বুঝানো হয়েছে- প্রত্যেক ব্যক্তির বয়সে যে ছোট আর বড় বলতে ব্যক্তির চেয়ে বয়সে, আদর্শে, গুণে ও যোগ্যতায় যিনি বড়। ঐ ব্যক্তি তিনি যুবক হউক বা বৃদ্ধ হউক।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سمع বাব نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يرحم  
 اর্থ- صحیح জিনস ر-ح-م مাদ্দাহ الرحمة

تفعیل বাব نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يوقر  
 اর্থ- مثال واوي جিনس و-ق-ر مাদ্দাহ التوقير ماسدادر

الامر ماسدادر نصر باব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يامر  
 اর্থ- مهموز فاء جিনس ا-م-ر مাদ্দাহ

ال- معرفة ماسدادر ضرب باব اسم مفعول باহাছ واحد مذکر : المعروف

النهي ماسدادر فتح باব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ينها  
 اর্থ- صحیح جিনس ن-ه-ي مাদ্দাহ

جिनس ن-ك-ر مাদ্দাহ الانكار ماسدادر افعال باব اسم مفعول باহাছ واحد مذکر : المنكر  
 اর্থ- অপছন্দনীয়।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আল্লাহ কার প্রতি দয়া করবেন না?

ক. যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন করে না।

খ. যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে।

গ. যে ব্যক্তি গোনাহের কাজ করে।

ঘ. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।

২. انصر اخاك ظلما এর মর্মার্থ কী?

ক. জালিমের জুলুম প্রতিহত করা।

খ. মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করা করা।

গ. জালিমের জুলুমে সাহায্য করা।

ঘ. জালিমকে জুলুম করতে উৎসাহিত করা।

৩. انصر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. اسم تفصيل

খ. أمر حاضر معروف

গ. إثبات فعل مضارع مجهول

ঘ. إثبات فعل مضارع معروف

৪. لم يوقر শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب نصر ينصر

ঘ. باب ضرب- يضرب

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

হুমায়ুন একদিন নীলক্ষেত হয়ে সাইপ্ল্যাবের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে দেখতে পেল একজন মধ্যবয়সী গ্রাম্য লোককে কয়েকজন কমবয়সী ছেলে ছিনতাই করা উদ্দেশ্যে মারধর করছে। হুমায়ুন অমনি তাদেরকে তাড়া করে বৃদ্ধকে উদ্ধার করল বটে, কিন্তু ততক্ষণে সে ছিনতাইকারীর আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে।

৫. হুমায়ুন কেন বৃদ্ধ লোকটিকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হল ?

- ক. অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে                      খ. ছোকরাদের সাথে শত্রুতার জের ধরে  
গ. বৃদ্ধলোকটি তার আত্মীয় হওয়ার কারণে                      ঘ. আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ায় বাধা দিতে

৬. ছিনতাইকারীরা হাদিসের আলোকে কী অন্যায় করেছে?

- ক. অন্য অসম্মান করেছে                      খ. পথচারীদের বাঁধা দিয়েছে  
গ. অন্যের অধিকার হরণ করেছে                      ঘ. রাস্তার হক নষ্ট করেছে।

৭. انا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا- হাদিস দ্বারা বুঝান হয়েছে-

- i. ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী ব্যক্তি জান্নাতে নবি করিম (ﷺ) এর নিকটে অবস্থান করবে।  
ii. ইয়াতিমের লালন-পালন করা মহৎ কাজ।  
iii. ইয়াতিমের লালন-পালন কারী নবি করিম (ﷺ) এর দিদার লাভ করবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii                      (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii                      (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

বেলাল ও নেহাল দুই ভাই। বাবা জীবিত থাকাকালে দু'ভাইকে এক খণ্ড করে জমি দান করে যান। হেলাল তার নিজের খণ্ডটি বাবার কাছ থেকে কৌশলে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেন। নেহালেরটি তেকে যায়। বাবার মৃত্যুর পর নেহাল তার খণ্ডটি বিক্রি করতে গেলে বেলাল এসে তাতে তার অধিকার দাবি করে। পরবর্তীতে সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। নেহাল অত্যাচারিতকে সাহায্য করার হাদিসটি স্মরণ করে বিভিন্ন স্থানে বিচার চায়।

(ক) كافل اليتيم অর্থ কী?

(খ) হাদিসে ليس منا বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) ছোট ভাইয়ের প্রতি বেলালের আচরণটি কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) অত্যাচারিতকে সাহায্য ও নিজের অধিকার আদায়ে হাদিসের প্রতি আমল করতে গিয়ে নেহালের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### باب الحب في الله ومن الله

## আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসা এবং তীর পক্ষ থেকে ভালোবাসা সম্পর্কিত অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসা একজন মুমিনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই ইহকালে মুক্তিও পরকালে নাজাতের আশা করা যায়। তাই প্রতিটি মোমেনের উচিত যে কাজে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে কাজে এগিয়ে আসা, সাহায্য সহযোগিতা করা ও সম্পর্ক রাখা আর যে কাজে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার ভয়ে সে কাজ থেকে নিজেকে ও সমাজকে দূরে রাখা ও সম্পর্কচ্ছেদ করা একান্ত কর্তব্য।

হাদিস-২১৪:

٢١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِئِيلَ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ فَلَانًا فَأَحَبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِئِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِئِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فَلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُوهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাহকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাঈল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি তাই তুমিও তাকে ভালোবাস। রসুল (ﷺ) বলেন, অতপর জিবরাঈল (عليه السلام) ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং তিনি আকাশে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, অতপর তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতপর জমিনেও সে বান্দার জন্য কবুলিয়াত বা স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরাঈল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক



বান্দাহকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। রসুল (ﷺ) বলেন, অতপর জিবরাঈল (عليه السلام) ও-তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। রসুল (ﷺ) বলেন, অতপর আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন অন্তর ভূ-পৃষ্ঠে তার প্রতি ঘৃণা স্থাপন করা হয়। (ইমাম মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

ان الله اذا احب عبدا دعا جبرائيل এর মর্মার্থ:

যখন কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলে এবং তার আনুগত্য প্রকাশ করে তখন আল্লাহ তাকে ভালো বাসেন। এবং তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেস্টা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- তার প্রতি রহমত বর্ষণ করা তাকে হিদায়াত দান করা। তার প্রতি নেয়ামত দান করা তার কল্যাণ সাধন করা। আর জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেস্টা ভালোবাসেন এর অর্থ হচ্ছে- ঐ আনুগত্যশীল বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তার প্রসংশা করা।

ثم يوضع له القبول في الارض এর ব্যাখ্যা :

অর্থ- অতঃপর ভূপৃষ্ঠে তার (স্বীকৃতি) কবুলিয়ত সৃষ্টি করা হয়। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন বান্দা যদি তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ এর বিনিময় স্বরূপ ঐ বান্দার জন্য ভূপৃষ্ঠে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেছেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে আল্লাহ হজরত জিব্রাইল (عليه السلام) কে ডেকে বলেন আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি তাকে ভালোবাস। তখন হজরত জিব্রাইল (عليه السلام) সহ সকল ফেরেস্টা তাকে ভালো বাসতে থাকে এবং তার জন্য পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে এই ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ফলে মানুষ তার প্রতি সম্মুখ থাকে এবং মানব হৃদয় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

النداء ماسدادر مفاعلة باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ینادی

المنادية / অর্থ- ঘোষণা প্রচার করে।

الوضع ماسدادر فتح باب اثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : يوضع

অর্থ- রাখা হয়।

الابغاض ماسدادر افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : ابغض

অর্থ- তিনি ঘৃণা করেন।

البغضاء : অর্থ- ঘৃণা।

হাদিস-২১৫:

٢١٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا- (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ কিয়ামতে কখন হবে? জবাব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ওয়াইলাক, তুমি ধ্বংস হও, ওই কিয়ামতের জন্য তুমি কি তৈরি করেছ? সে বলল, আমি কিছুই তৈরি করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (কিয়ামতে) তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো। রাবি হজরত আনাস (রা) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা খুশি হয়েছিল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীতে। (অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে।) (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انت مع من احبت তুমি তার সাথেই এর ব্যাখ্যা: রসুল (ﷺ) এর অমীয় বাণী انت مع من احبت (পকালে থাকবে) থাকে তুমি ভালোবাস। সুতরাং আলোচ্যহাদিসাংশের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াতে মানুষ যার সাথে থাকবে তথা যাকে অনুসরণ অনুকরণ করবে কেয়ামতের দিন তার সাথেই তার হাশর নশর হবে। কেউ ভালো মানুষকে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এবং অসৎ লোককে ভালোবাসলে তার সাথেই তার হাশর হবে। এ মর্মে আল্লাহ তাআলার বাণী-

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم

কোন কোনহাদিস বিশারদ বলেন, হাদিসের এই বাণী দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, عمل صالح এর ঘাটতি থাকলেও নিষ্ঠার সাথে লেককার লোকদেরকে ভালোবাসলে তাদের সাথে একত্রিত হওয়া যাবে।

احكام : রসুল (ﷺ) এর অত্রহাদিস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, নবিগণ, সালেহিন ও তাকওয়াবান লোকদের ভালোবাসতে হবে। এবং তাদের অনুসরণ অনুকরণ করলেই পরকালে তাদের দলভুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্যকারী তথা ইসলামের শত্রুদের ভালোবাসলে তাদের সাথেই

হাশর হবে। মহান আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে এরই ঘোষণা দিয়েছেন-

১- قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

২- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-

এ সকল আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় যে যার অনুশরণ অনুকরণ করবে তার হাশর নশর ঐ আনুগত্যের সাথে হবে।

মমার্থ: فرحوا بشيء بعد الاسلام

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোন কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি যতটা খুশি হয়েছিল রসুল (সাঃ) এর বাণীতে। ( অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে) হজরত রসুল (সাঃ) যখন বললেন- انت مع من احببت তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তুমি থাকবে। তখন উপস্থিত এ কথা শোনারপর এতবেশী আনন্দিত হলো। ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি। কেননা তারা সকলেই আল্লাহ ও তার রসুল (সাঃ) কে মনে প্রানে ভালোবাসতেন। এমনকি নিজের জান-মাল, স্ত্রী-পরিজন থেকে তাকে অধিক ভালোবাসতেন। লোকটির প্রশ্নের জবাব সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম যখন জানতে পারলেন হাদিসের আলোকে তাদের হাশর আল্লাহ ও তার রসুলের সাথে হবে। তখন তারা আনন্দ ও খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاعداد ماسدادر افعال باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : اعددت  
মাদ্দাহ ع-দ-দ জিন্স , مضاعف ثلاثي অর্থ- তুমি প্রস্তুত করেছ।

الرؤية ماسدادر فتح باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد متكلم : رأيت  
মাদ্দাহ , অর্থ- আমি দেখেছি।

الفرح ماسدادر سمع باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض جمع مذكر غائب : فرحوا  
মাদ্দাহ , অর্থ- তারা খুশি হয়েছে।

তারকিব: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

صلة সহ Fاعل তার Fفعل, ضمير انت فاعل, احببت فعل, من موصول, مع مضاف, انت مبتدأ  
হয়েছে। مضاف اليه ও مضاف মিলে خبر হয়েছে। مضافة اليه ও مضافة মিলে خبر হয়েছে।  
পরিশেষে مضافة اسمية মিলে خبر ও مبتدأ

## হাদিস-২১৬:

২১৬- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ - (رواه مالك) وَفِي رِوَايَةٍ التَّزْمِيدِي قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغِيْطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ-

অনুবাদ: হজরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমাকে খুশি করার জন্য এক স্থানে মিলিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদের ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব। [ইমাম মালেক (র) এ হাদিসের বর্ণনাকারী। তিরমিজি শরিফের এক বর্ণনায় আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে তাদের জন্য পরকালে সু-উচ্চ মিনার হবে, যা দেখে নবি ও শহিদগণ ঈর্ষা করবেন।

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

المتجالسين في এর মর্মার্থ:

এত্র হাদিসটুকু হাদিসে কুদসির অর্ন্তভূক্ত এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পর এক স্থানে মিলিত হয়ে বসে এবং তথায় আমি আল্লাহ তাআলার গুনগান করে এবং দ্বীনের সাথে কথা বার্তা বলে এবং কার্যকরি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন এবং তাদের জন্য জান্নাত অনিবার্য। কারণ তারা সকল কাজে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার আশা করে এবং সকল কাজে আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়।

الغبطهم النبيون والشهداء এর মর্মার্থ :

এই হাদিসাংশের মর্মার্থ হচ্ছে যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে, পরকালে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাতে নূরের মিনার তৈরী করে দেবেন। এতদ্বশনে নবিগনও শহিদগন তাদের প্রতি লোভাতুর হবেন। এই হাদিস থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচাইতে উচ্চ মর্যাদাশীল নবিগন তারপর শহিদগন এদের এই বিশেষ মর্যাদা সত্ত্বেও তারা এদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবেন কেন? এর জবাব হাদিস বিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেন।

- এখানে রূপক অর্থে يغبطهم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তখন অর্থ- হবে আশ্বিয়া আলাইহিস সালাম ও শহিদগন তাদের প্রসংশায় মগ্ন থাকবেন।

২. মর্যাদাশীলদের মধ্যেও এমন আকর্ষণীয় বিষয় থাকবে যা শীর্ষ স্থানীয়গণ তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না।  
তাই তারা তা দেখে লোভাতুর হবেন।

৩. প্রকৃত পক্ষে নবি রসুলগণ ও শহিদগণ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি লোভাতুর নন।

তাই বলা যায় এখানে রূপক অর্থে- **يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ**

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**الوجوب** মাসদার **ضرب** বাব **اثبات فعل ماضى معروف** বাহাছ **واحد مؤنث غائب** হিগাহ : **وجبت**  
মাদ্দাহ **شال واوي** জিন্স **و- ج - ب** অর্থ- অপরিহার্য হল, ওয়াজিব হল।

**ج- ل- ي** মাদ্দাহ **التجالس** মাসদার **تفاعل** বাব **اسم فاعل** বাহাছ **جمع مذكر** হিগাহ : **مُتَجَالِسِينَ**  
জিন্স **صحيح** অর্থ- পরস্পর উপবেশনকারীগণ।

**জিন্স** **ز- و- ر** মাদ্দাহ **التزاور** মাসদার **تفاعل** বাব **اسم فاعل** বাহাছ **جمع مذكر** হিগাহ : **المتزاورين**  
অর্থ- পরস্পর, সাক্ষাৎকারীগণ।

**ب- ذ- ل** মাদ্দাহ **التبادل** মাসদার **تفاعل** বাব **اسم فاعل** বাহাছ **جمع مذكر** হিগাহ : **المتبادلين**  
জিন্স **صحيح** অর্থ- পরস্পর সম্পদ ব্যয়কারীগণ।

**منابر** : **منبر** অর্থ- মিম্বারসমূহ।

**الغبطة** মাসদার **ضرب** বাব **اثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** হিগাহ : **يغبط**  
মাদ্দাহ **غ- ب- ط** জিন্স **صحيح** অর্থ- সে ঈর্ষা করে।

**রাবি পরিচিতি:**

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (رضي الله عنه): হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) এর উপাধি ছিল আবু আবদুল্লাহ আনসারি। তিনি মদিনার বিখ্যাত বংশ খায়রাজ গোত্রের লোক ছিলেন। যে ৭০ জন সাহাবি আকাবায়ে ছানীতে রসুলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বদর সহ অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে রসুলুল্লাহ কাজী অথবা শিক্ষকরূপে ইয়ামনে প্রেরণ করেন। তার থেকে হজরত উমার (رضي الله عنه), হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ বছর বয়সে শামে ইনতেকাল করেন।

হাদিস-২১৭:

২১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ دَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ - (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আবু যর গিফারি (রাঃ) কে বললেন, হে আবু যর! ইমানের কোন শাখাটি বেশি মজবুত? তিনি বললেন। আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক অবগত। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। [ইমাম বায়হাকি শোয়াবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন]

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ এর ব্যাখ্যা:

রসুল (ﷺ) এর বাণী عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ অর্থ ইমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত। হাদিসাংশে عُرَى শব্দটি عُرْوَةٌ থেকে বালতি ও জগের প্রান্তে অবস্থিত আংটা। তবে আলোচ্য হাদিসে عُرَى শব্দটি معنى حقيقي হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং معنى مجارى হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসাবে হাদিসাংশের অর্থ হচ্ছে- ما يمسك به في امر الدين ويتعلق به شعب - এমন বিষয় যা দ্বারা দীনকে মজবুতভাবে ধারণ করা যায় এবং যেটি ইমানের শাখার সাথে সম্পৃক্ত। عُرَى শব্দের অর্থ সঠিক মজবুত। এখন হাদিসাংশের অর্থ হলো ইমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত।

ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রাঃ) কে রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন ইমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্যতম মজবুত শাখা হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং কারো সাথে বন্ধুত্ব করা। যেমন জেনে হকপন্থী আলেম ও বুর্য়গকে ভালোবাসা। তার থেকে কিছু জানার জন্য তার সহচর্য গ্রহণ করা। এবং পাপী ব্যক্তি পাপ থেকে নিবৃত্ত হয় না বরং প্রকাশ্যে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ঘৃণা করা। আর এটাই ইমানের সর্বাধিক মজবুত শাখা।

الحب في الله والبغض في الله এর মর্মার্থ:

রসূল (ﷺ) এর বাণী - الحب في الله والبغض في الله আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা। ইমানের একটি সুদৃঢ় শাখা। এই হাদিসের মাধ্যমে রসূল (ﷺ) তার উম্মতদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, মুমিন কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আবার কাউকে ঘৃণা করতে হলে বা শত্রুতা পোষণ করতে হলেও তা হতে হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। প্রার্থী কোন সুযোগ বা স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসা বা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসার অর্থ হলো কোন আল্লাহ ওয়ালাকে বা দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের দ্বীনদারীর কারণে ভালোবাসা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণার অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রসূলের দ্বীনকে অমান্যকারীকে ঘৃণা করা। এটাই ইমানের প্রকৃতি দাবি। তাইতো রসূল (ﷺ) এরশাদ করেন-

من احب لله وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাউকে দান করে এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই কাউকে দান থেকে বঞ্চিত করে সে ব্যক্তি ইমানকে পরিপূর্ণ করল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

و-ث-ق - হিগাহ মাসদার الوثوق বাব اسم تفضيل واحد مذكر : অর্থ- অধিক মজবুত।

জিন্স বাব أجوف - অর্থ- অধিক মজবুত।

اعلم - হিগাহ মাসদার العلم বাব اسم تفضيل واحد مذكر : অর্থ- অধিক অবগত।

المولات - ইহা বাব مفاعلة এর মাসদার অর্থ- ভাতৃত্ব বন্ধুত্ব।

হাদিস-২১৮:

٢١٨- عَنْ أَنَسٍ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. (رواه احمد والترمذى وابو داؤد والبيهقى فى شعب الايمان وقال

الترمذى هذا حديث حسن غريب وقال النووى اسناده صحيح)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। সুতরাং বন্ধু নির্বাচনের সময় তোমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কাকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করছে। (আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও বায়হাকি)। [ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, এ হাদিসটি গরিব। ইমাম নববি (র) বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাসূত্র সহিহ]

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

دين : একবচন, বহুবচনে اديان অর্থ- নীতি, আদর্শ, ধর্ম।

خليل : একবচন, বহুবচনে اخلاء অর্থ- বন্ধু।

ن- مآداه النظر বাব امر غائب معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : হিগাহ لينظر : তার লক্ষ্য করা উচিত। صحيح জিন্স -ر

يخالل : হিগাহ مفاعلة বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : الخاللة : সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। ل-ل-ل جিন্স -ج-ل-ل

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ইসলামের কোন শাখাটি বেশী মজবুত ?

ক. الحب في الله والبغض في الله

খ. الصلاة والسلام على رسول الله

গ. أداء الصلوات على ميقاتها

ঘ. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

২. المرء على دين خليله এর মর্মার্থ কী ?

ক. মন্দলোকের সংশ্রব ত্যাগ করা।

খ. সৎলোকের সাথে বন্ধুত্ব করা।

গ. অসৎ লোকদের সায়েস্তা করা।

ঘ. মন্দলোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাকে ভালো বানান।

৩. فلينظر শব্দটির বাহাছ কী?

ক. أمر غائب معروف

খ. أمر غائب مجهول

গ. إثبات فعل مضارع مجهول

ঘ. إثبات فعل مضارع معروف



## ৪. يخالل শব্দটির বাব কী?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب تفاعل

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রায়হান ও ফয়সাল ঢাকায় একটি মেসে থাকে। তারা দু'জনই নামাজি। এর মধ্যে রায়হান একটি কোম্পানীতে চাকরি করে। ফয়সাল চাকরি খুঁজতে থাকতে। রায়হান ফয়সালকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। ফয়সালের কষ্ট দেখে রায়হান তার কোম্পানীর মালিককে বলে তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

৫. রায়হান ও ফয়সালকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। কারণ-

- i. তারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে
- ii. তারা একসাথে মিলে মিশে থাকে
- iii. তার নিয়মিত নামাজ পড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

৬. রায়হান ও ফয়সাল নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. المتحابون في الله

খ. المتجالسون في الله

গ. المتزاورون في الله

ঘ. المتبازلون في الله

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

রিফাত একজন স্থানীয় যুবক। সবাই তাকে ভদ্র হিসেবেই জানে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। নিয়মিত পড়াশোনা করে। সকলের সাথে মিলে-মিশে চলে। কিন্তু হঠাৎ বদলে যেতে থাকে তার স্বভাব। তার মা লক্ষ্য করেন, এখন কাজ-কর্মে রিফাতের কোন রুটিন নেই। খরচের হাত অনেক বেড়ে গেছে। বাসা থেকে বিভিন্ন দামি জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। রিফাতের মা একদিন আবিষ্কার করেন যে সে কিছু খারাপ মাদকাসক্ত ছেলের সাথে। এ অবস্থায় মা রিফাতকে বুঝান এবং অনেক কান্নাকাটি করেন। তখন রিফাত ওয়াদা করে সে ঐ ছেলের সাথে আর মিশবে না।

(ক) أنت مع من أحببت এর অর্থ লিখ।

(খ) المرء على دين خليله এর মর্মার্থ বর্ণনা কর।

(গ) রিফাতের বদলে যাবার কারণ কোন হাদিসে উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে রিফাতের মায়ের সাথে ওয়াদা করার বিষয়টি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## ষষ্ঠদশ অধ্যায়

### باب ما ينهى من التهاجر والتقاطع واتباع العورات

#### কাউকে বর্জন, সম্পর্কচ্ছেদ এবং দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়

প্রকৃতপক্ষে যিনি ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও তদানুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেন। তার পক্ষে অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হতে পারে না। মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ কিংবা তাদের গোপন কোন বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। কারো সম্পর্কে অমূলক কুধারণাপোষণ করতে পারে না। এমনকি অপর মুসলিম ভাইয়ের সম্মান ক্ষুন্ন হয় এমন কিছু তার দ্বারা প্রকাশ পাওয়া ইমান বহির্ভূত কাজ।

হাদিস-২১৯:

٢١٩- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় অপর কোন মুসলমান ভাইকে বর্জন বা ত্যাগ করে। অর্থাৎ, তারা কোথাও একে অপরের সম্মুখীন হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অন্তর তাদের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال : এর ব্যাখ্যা :

আলোচ্য হাদিসাংশের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনদিন পর্যন্ত এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়েজ। কিন্তু তিন দিনের অধিক তা করা জায়েজ নেই। এখানে চূড়ান্ত সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। কারণ হলো একজন মুমিন স্বভাবজাত কারণে অপর মুমিনের সাথে দু'একদিন কথা বন্ধ রাখতে পারে। বেশি হলে তিনদিন, তিন দিনের বেশি প্রকৃত মুমিন তার অপর ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখতে পারে না। অন্যথায় এটা ইমানের পরিপন্থী হবে। তা'ছাড়া তিনদিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকলে বিবেক তাদের দংশন করবে। তাই রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন- لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال

তবে কোন নামধারী মুসলমান যে সব সময় ইসলাম, আলিম-উলামা তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বা ইসলামের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত এমন ব্যক্তির সাথে তিনদিনের অধিক সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখা যাবে। কারণ তার সাথে কথা বললেই ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

خيرهما الذي يبدأ بالسلام এর ব্যাখ্যা :

ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত দু' জনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়। রসুল (ﷺ) তাদের সম্পর্কে এই বাণী উচ্চারণ করেছেন। এখানে প্রথম সালাম প্রদানকারীকে উত্তম বলার কারণ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। প্রথম সালাম প্রদানকারী পূর্বের ভুল বুঝাবুঝি ও সম্পর্ক চিহ্ন ভুলে গিয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

২। মনের কালিমা ও রেষারেষি দূর করতে সেই প্রথমে এগিয়ে এসেছেন।

৩। সালামের মাধ্যমে তার বিনয়ী স্বভাব প্রকাশ পেল।

৪। এ ব্যক্তি যে অহংকারী নয় তা স্পষ্ট হলো।

তাই বলা যায় সৎপথ প্রদর্শক হিসাবে প্রথম সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি।

لا يحل للرجل ان يهجر اخاه এর মর্মার্থ :

আলোচ্য হাদিসে اخاه لا يحل للرجل ان يهجر اخ এর মধ্যে اخ বলতে সাধারণভাবে সকল মুসলমান ভাই বুঝানো হয়েছে। এই ভ্রাতৃত্ব কয়েকভাবে হতে পারে।

১। রক্ত সম্পর্কীয় ভাই।

২। আত্মীয়তার সম্পর্কীয় ভাই।

৩। সঙ্গী-সাথী ভাই।

৪। ধর্মীয় বন্ধনের ভাই।

এক কথায় ধর্মীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে অপর মুসলমান ভাইয়ের ভুল বুঝা-ঝুঝি তা সর্বোচ্চ তিন দিন থাকতে পারে। তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামি নীতি আদর্শের খেলাফ হবে। তিন দিনের মধ্যেই উহা মিমাংসা করা প্রত্যেকের ইমানি দায়িত্ব।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الحل باب نفي فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : لا يحل

মাদ্দাহ ل-ل-ح জিন্স مضارع ثلاثي অর্থ- হালাল হবে না, জায়েজ হবে না।

الهجرة نصر باب اثبات فعل مضارع معروف واحد مذكر غائب : يهجر

মাদ্দাহ ر-ج-ه জিন্স صحيح অর্থ- সে ত্যাগ করবে।

يَلْتَقِيَانِ : ছিগাহ মذكر غائب : আসদার  
 ناقص الجنس ل-ق-ي-مাদাহ الالتقاء অর্থ- তারা দু'জন পরস্পর সাক্ষাৎ করবে।

الاعراض : ছিগাহ مذكر غائب : আসদার  
 صحيح الجنس ع-ر-ض-মাদাহ سے বিমুখ হবে।

البداء : ছিগাহ مذكر غائب : আসদার  
 مهموز لام ب-د-ء-মাদাহ سے আরম্ভ করবে।

হাদিস-২২০:

۲۲۰- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوا - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কুধারণা হল জঘন্যতম মিথ্যা কথা। কারো দোষ-ত্রুটি জানার চেষ্টা কর না, গোয়েন্দাগিরি কর না, আর একজনের উপর দিয়ে মাল দর কর না ও দালালী কর না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখে না, পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পিছনে গেলনা; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহ বান্দাহ, ভাই ভাই হয়ে থাকবে। অপর এক রেওয়াতে আছে, পরস্পরে পার্থিব বিষয়ে প্রতিযোগিতা করো না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: أَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

হজরত রসুল (ﷺ) ছিলেন তোমরা কু-ধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা কু-ধারণা জঘন্যতম মিথ্যাচার।' ইসলামি সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এমন কাজ-কর্মকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারই বাস্তব সম্মত দিক-নির্দেশনা আলোচ্য হাদিস।

কু-ধারণা ও সন্দেহ অনেকাংশেই অবাস্তব ও অবাস্তর হয়ে থাকে। আর অবাস্তর বিষয় মিথ্যা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রথমে মনে যে কু-ধারণা সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে তা মিথ্যায় পরিণত হয়। এ জন্যই রসুল (ﷺ) এ سورة حجرات অপরাধ। এ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাঁয়ালা ইরশাদ করেন- **يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم** - মুমিন তোমরা কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন কু-ধারণা পাপ। অতএব সবার উচিত কু-ধারণা পরিহার করে সর্বাবস্থায় সু-ধারণা পোষণ করা।

এর মর্মার্থ : **وكونوا عباد الله اخوانا**

, **اخوان** শব্দটি বহুবচন। একবচনে **اخ** অর্থ- ভাই। এখানে **اخوان** বলতে দ্বিনি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। , মুসলমানরা যে পরস্পর ভাই ভাই কুরআনেও এর প্রমাণ এসেছে- **انما المؤمنون اخوة** - নিশ্চয়ই ইমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই। এর দ্বারা বুঝা যায় নিজের সহোদর ভাইর যেমন ক্ষতি করে না তেমনি এক মুমিন ভাই অপর মুমিন ভাইর ক্ষতি না করে তার ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ কামনা করবে। সারকথা আলোচ্য হাদিসে **اخونا** বলতে মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ, সহনশীল হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

তারকিব: **إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ**

ও **الحديث مضاف اليه** আর **اكذب** মضاف, **الظن اسم ان**, **ان** حرف مشبة بالفعل **مضاف**। **جملة اسمية** মিলে **خبر** ও **اسم** তার **ان** পরিশেষে মিলে **خبر** **ان** মিলে **مضاف اليه**।

হাদিস-২২১:

২২১- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيَقَالُ أَتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا** - (রোহ মুসলিম)

অনুবাদ: হজরত হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক সপ্তাহে দু'বার অর্থাৎ, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার কার্যাবলী ও আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু ঐ বান্দাহকে ক্ষমা করা হয় না, যার সাথে কোন মুসলমান ভাইয়ের শত্রুতা আছে। তার সম্পর্কে বলে দেয়া হয় যে, তাদেরকে সময় দাও, যাতে তারা পরস্পর আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। (ইমাম মুসলিম (রহ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর মর্মার্থ: **اتركوا هذين حتى يفيئا** এর অবকাশ দাও যাতে তারা পরস্পর আপস মীমাংসা করে নিতে পারে অর্থাৎ, প্রত্যেক বান্দার আমল সমূহ সপ্তাহে দু'বার ফেরেস্তা কর্তৃক আল্লাহ তাআলার নিকট উপস্থাপন



হাদিস-২২২:

২২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ- (رواه احمد وابو داود)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমানের জন্য ইহা বৈধ নয় যে, সে রাগ করে তিনদিনের বেশি সময় অপর মুসলমান ভাইকে (অসন্তুষ্ট হয়ে) পরিত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করল, আর এ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হলে, তবে সে দোজখে প্রবেশ করবে। (ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

স-ল-ম-মাদ্দাহ الاسلام মাসদার افعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مسلم  
জিন্স صحيح অর্থ- মুসলমান।

الهجرة نصر ماسدادر اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : هجر  
মাদ্দাহ ر-ج-م-জিন্স صحيح অর্থ- সে ত্যাগ করল।

الموت نصر ماسدادر اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : مات  
মাদ্দাহ ت-و-ম-জিন্স واوي اُجوف অর্থ- সে মৃত্যুবরণ করল।

হাদিস-২২৩:

২২৩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ- (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপরে উঠে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে সম্প্রদায়! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে ইমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না এবং তাদেরকে লজ্জা দিও না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ কর না। কেননা, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**এর মর্মার্থ: ولوفى جوف رحله**

ولو في جوف رحله অর্থ- যদিও সে তার নিজ গৃহে অবস্থান করে , কারো দোষত্রুটি খুঁজে বের করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি খুঁজে প্রকাশ করে থাকে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দোষত্রুটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। যদিও ঐ ব্যক্তি নিজ গৃহে অবস্থান করে। আর আল্লাহ যার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন অবশ্যই ঐ ব্যক্তি পার্থিব জীবনে ও পরকালে অইমানিত ও লাঞ্চিত হবে। যেমন

ان الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الاخره والله

অর্থঃ, যারা মুমিনদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা অধিক জ্ঞাত। আর তোমরা জানো না।

(শব্দ বিশ্লেষণ) : تحقیقات الألفاظ

الصعود ماسدار سمع باب اثبات فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب : صعد  
 صحيح جینس ص-ع-د ماددাহ  
 - তিনি আরোহন করলেন। - অর্থ

মানদ্য মাাদাৰ মফাংলা বাব ংথিত ফল মاضী মরুফ বাহাহ ংহিগাহ : নাদী  
মাদ্ধাহ - অর্থাৎ নাক্ষত্রীয় জিন্স-ন-দ-ই

افعال باب نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم یفرض  
মাসদার الافضاء মাদ্দাহ য-ض-ফ জিন্স - অর্থ- নাক্ষ যাই।



মাদ্দাহ الايذاء ماسدار افعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذكر حاضر خيگاه : لا تؤذوا  
 ا- ذ- ي مركب جينس اর্থ- কষ্ট দিও না।

মাদ্দাহ الاتباع ماسدار افتعال باب نهى حاضر معروف باهاض جمع مذكر حاضر خيگاه : لا تتبعوا  
 ب- ع صحيح جينس ت- اর্থ- তোমরা ছিদ্রাঘেষণ কর না।

الفضح ماسدار فتح باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب خيگاه : يفضح  
 ح- ف- ض صحيح جينس তিনি অইমান করবেন।

## অনুশীলনী

ক. বহ্নির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কতদিনের বেশী কাউকে বর্জন করা বৈধ নয় ?

ক. তিনদিন।

খ. পাঁচদিন।

গ. সাতদিন।

ঘ. দশদিন।

২. اكذب الحديث كى ?

ক. الطن.

খ. الغيبة

গ. البهتان

ঘ. الخداع

৩. لا تجسسوا শব্দটির বাহাছ কী?

ক. نهى حاضر معروف

খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نفي فعل مضارع مجهول

ঘ. نهى حاضر مجهول

৪. কাদের আমল আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হয়না ?

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ক. পরম্পর শত্রুতা পোষণকারী। | খ. পরম্পর হিংসাকারী। |
| গ. পরম্পর প্রতিযোগিতাকারী।  | ঘ. পরম্পর নিন্দকারী। |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাদিয়া ও মাহমুদা দুই বান্ধবী। তারা এ বছর দাখিল পরীক্ষার্থী। নোট দেয়া-নেয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে আজ দশদিন হলো তাদের পরস্পর মুখ দেখা দেখি বন্ধ।

৫. নাদিয়া ও মাহমুদার জন্য কোন কাজটি বৈধ হয়নি?

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ক. নোট দেয়া-নেয়া                  | খ. পরস্পরকে সালাম না দেয়া                        |
| গ. পরস্পর তিন দিনের বেশি কথা না বলা | ঘ. নিজেদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি শিক্ষককে না জানানো। |

৬. তাদের মধ্যে উত্তম হবে সে যে-

- আগে সালাম দ্বারা কথা শুরু করবে
- বিষয়টি শিক্ষকের কাছে উত্থাপন করবে
- যুক্তির মাধ্যমে নিজের অবস্থান যথাযথভাবে তুলে ধরবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আফজাল ও আলতাফ একই এলাকায় বসবাস করে। একটি বিষয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তারা কেউ কাউকে দেখতে পারে না। একে অন্যের দোষ-ত্রুটি অবৈধভাবে ব্যস্ত থাকে। এলাকার আলেম মাওলানা সাইফুল কবির বিষয়টি জানতে পেরে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিয়ে বলেন, মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না।

(ক) شحناء শব্দের অর্থ কী?

(খ) كونوا عباد الله أخوانا এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর।

(গ) আফজাল ও আলতাফ কোন হাদিসের বিধান লঙ্ঘন করেছে? হাদিসটি উল্লেখ পূর্বক এর ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ‘মুসলমান কখনো অপর মুসলমানের শত্রু হতে পারে না’- হাদিসের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

## সপ্তদশ অধ্যায়

### بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّائِي فِي الْأُمُورِ

#### সকল কাজে আত্ম-সংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়

সকল কাজে আত্ম-সংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন জীবনের অন্যতম হাতিয়ার। মানব জাতির প্রধান ও প্রথম শত্রু শয়তান। এই শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ কতইনা সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর শয়তানের প্ররোচনার অন্যতম একটি লক্ষণ হলো কোন কাজে আত্ম সংযম সতর্কতাও ধীরস্থিরতা অবলম্বন না করা। তাই প্রতিটি মুমিন যেন সকল কাজে উক্ত গুণাবলি অর্জন করতে পারে এবং তার পদ্ধতি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আলোচ্য অধ্যায়ের মাধ্যমে তা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

হাদিস-২২৪:

۲۲۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حَجَرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: لا يلدغ المؤمن من حجر واحد

রসুল (ﷺ) এর অমীয়া বাণী-‘মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দুই বার দংশিত হয় না।’ আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন-

- ১। সচেতন ও বিবেকবান মুমিনগণকে ধোকা ফেললে একবারই ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোন গুনাহর কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয় বার র জন্য তিনি সতর্ক হয়ে যান। অনুরূপভাবে কোন গুনাহর কাজ তার দ্বারা হলেও দ্বিতীয়বার গুনাহে পতিত হন না।
- ২। অনুরূপভাবে শত্রু পক্ষ মুমিনকে একবার ঘায়েল করলেও দ্বিতীয়বার সতর্ক থাকার কারণে সে আর ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারেনা।
- ৩। কারো কারো মতে-কোন সচেতন মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ায় গুনাহ করে থাকলেও দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে, তাওবা করে মাফ নিয়ে নেন। ফলে পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবে না এবং দ্বিতীয়বার আর গুনাহে নিপতিত হন না।

### হাদিসের ورود : শান ورود :

কুরাইশ কাফেরদের মাঝে আব্দুল ওযা নামক এক কুখ্যাত কবি ছিল। সে সবসময় রসূল (ﷺ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কবিতা রচনা করত। কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করত। সে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গান গেয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহ যোগায়। বদর যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। কবি আব্দুল ওযা রসূল (ﷺ) নিকট ফিরে এলে এবারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে ভবিষ্যতে আর এমন করবে না। রসূল (ﷺ) তার প্রতিশ্রুতির কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কিছুদিন পর উহুদ যুদ্ধে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে কাফের সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলে। আল্লাহ তাআলার অশেষ কুদরতে এ যুদ্ধেও সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। এবারও সে রসূল (ﷺ) এর নিকট ক্ষমার আকুতি জানায়। তখন রসূল (ﷺ) এই হাদিসটি ব্যক্ত করেন- لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين অর্থাৎ ‘মুমিন এক গর্তে দু’বার দংশিত হয় না।’ অবশেষে হজরত রসূল (ﷺ) এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الدوغ ماسدار فتح باب نفى فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يلدغ

মাদ্দাহ - د-غ - صحیح জিন্স - ل- - د-غ

حجر : একবচন, বহুবচনে اجحار অর্থ- গর্ত।

مرتین : দ্বিবচন, একবচনে مرة বহুবচনে مرات অর্থ- দু’বার।

তারকিব: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

واحد হলো واحد মাওসুফ এবং حجر আর حرف جار হলো من, নায়েবে ফায়েল, المؤمن মাজহুল ফেলে لا يلدغ তার مرتين হলো আর متعلق আর حرف جار و مجرور এবার مجرور সীফাত ও মাওসুফ মিলে মাফউল। পরিশেষে جملة فعلية মিলে فعل مجهول + نائب فاعل + متعلق + مفعول

### হাদিস-২২৫:

২২৫- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا نَأْتِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب) وقد تكلم بعض اهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس الراوى من قبل حفظه .

**অনুবাদ:** হজরত সাহল বিন সা'দ সা'য়িদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। (তিরমিজি) ইমাম তিরমিজি (রহ.) বলেন, এ হাদিসটি গারীব, কোন কোন হাদিসবিদ এর অন্যতম বর্ণনাকারী আব্দুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**الانابة من الله** এর ব্যাখ্যা :

**الانابة** অর্থ- ধীরস্থিরতা। কর্মে ধীরস্থিরতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। আলোচ্য হাদিসাংশের মাধ্যমে রসুল (ﷺ) মুসলমানদেরকে কাজের মাঝে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং কাজের ফলাফল চিন্তা করে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা কাজের ফলাফল বিবেচনা করে কাজ করার যোগ্যতা ও কাজে পরিনামদর্শী হওয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত সমূহের একটি। তবে একথাও জানা প্রয়োজনযে, ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে দ্রুত করা **صفات محمودة** বা প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত।

**والعجلة من الشيطان** এর মর্মার্থ :

রসুল (ﷺ) এর মুখনিসৃত বাণী-‘তাড়াতাড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে’। কেননা পার্থিব কাজে তড়িঘড়ি করা এবং শেষ ফল চিন্তা না করে কাজ শুরু করা মূলত শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে। এ সকল কাজে অনেক সময় আল্লাহ তাআলার রহমত না আসায় কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। সামান্য তাড়াহুড়ার কারণে কাজটি পিছিয়ে যায়। এ ধরনের তাড়াহুড়া কখনো কখনো বড় ধরনের বিপদ ও ডেকে আনে। যেমন আরবি প্রবাদ বাক্য **التعجل سبب الثاني** ‘তাড়াহুড়া বিলম্বের কারণ’। তাই প্রতিটি মুমিন পার্থিব কাজে তাড়াহুড়া না করে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা উচিত। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পরকালীন কল্যাণকর কাজে তাড়াহুড়া দোষের নয়। যেমন কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে- **وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة**

**تحقيقات الألفاظ** (শব্দ বিশ্লেষণ):

**العجلة** - তড়িঘড়ি করা। **صحیح** জিন্স **ع-ج-ل** মাসদার, **ضرب** এর বাবে **إهـ** : **العجلة**

**تكم** মাসদার **ماد** **فعل ماضى معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** : **تكم**

সে কথা বলেছেন। **صحیح** জিন্স **ك-ل-م**

রাবি পরিচিতি :

হজরত সাহল ইবনে সা'দ সাঈদি (رضي الله عنه):

হজরত সাহল ইবনে সা'দ (رضي الله عنه) এর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। জাহেলি যুগে তার নাম ছিল ছয়ন। পরে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম রাখেন সাহল। ৯১ হিজরিতে তিনি মদিনায় ইনতিকাল করেন। হাদিস বিশারদ ইমাম জুহরি ও আবু হাযিম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২২৬:

২২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَدُّةَ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً مِّنَ النَّبُوَّةِ - (رواه الترمذی)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- উত্তম, চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من اربع وعشرين جزء من النبوة

‘উত্তম, চাল-চলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং সকল কাজে মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।’ আলোচ্য হাদিসের তাৎপর্য সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন-হাদিসে বর্ণিত গুণাবলি নবি-রসুলদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, মুমিনদের উচিত নবিদের এ সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি জীবনে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, সকল কাজে যে দিকটি উত্তম ও প্রশংসনীয় সে কাজটিকে প্রাধান্য দেয়া। কেননা এটা নবি-রসুলদের চরিত্র।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

السمت : ইহা বাব نصر এর মাসদার মাদ্দাহ স-ম-ত صحيح জিন্স , অর্থ- উত্তম পন্থা অবলম্বন করা।

الاقتصاد : ইহা বাব افتعال এর মাসদার মাদ্দাহ ص-দ-د صحيح জিন্স , অর্থ- মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

جزاء : একবচন, বহুবচন অর্থ- অংশ।

হাদিস-২২৭:

২২৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْتِصَادُ فِي التَّقَةِ نِصْفُ

الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّةُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ . (رواه البيهقي الأحاديث  
الاربعة في شعب الايمان)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞান বুদ্ধির অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। (ইমাম বায়হাকি শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

المعيشة نصف النفقة في الاقتصاد এর ব্যাখ্যা : রসুল (ﷺ) এর অমীয় বাণী- ‘ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক।’ রসুল (ﷺ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী তাই ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে শান্তি স্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তি জীবনে অপব্যয় ও কৃপণতা দুটোই খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অপব্যয়ের কারণে অনেক সময় স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব হয় না। তাকে অনেক দুখ কষ্টে পড়তে হয় এবং জীবনে এক পর্যায়ে চরম দুর্বিসহ কষ্ট নেমে আসে। অনুরূপভাবে কৃপণতাও মানুষের জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। কৃপন ব্যক্তি সামাজিকভাবে ঘৃণিত হয়। সুতরাং মানুষের উচিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামর্থ অনুযায়ী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। যার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর জীবন গড়তে পারে। তাইতো আরবিতে বলা হয়- خير الامور أوسطها

حسن السؤال نصف العلم এর ব্যাখ্যা:

রসুল (ﷺ) এর বাণী-জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক। আলোচ্যহাদিসাংশটুকু বিশ্বের জ্ঞান পিপাসু কৌতুহলী (শিক্ষার্থী) মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অমীয় বাণী। কেননা প্রশ্নের মাধ্যমে গভীর জ্ঞানের মূল ধারাটি প্রস্ফুটিত হয়। এখানে মানুষের জ্ঞানের পরিধি তথা কোন বিষয়ে ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কুরআনে হাকীমেও আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন-

فاسئلواهل الذكر ان كنتم لا تعلمون তোমরা যা জানো না সে সম্পর্কে বিজ্ঞ লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রশ্ন করতে হবে গঠন মূলক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে সুন্দর করে প্রশ্ন করার যোগ্যতা অর্জন করল সে ব্যক্তি জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করল আর বিষয়টির উপর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাকি অর্ধেক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النفقة : একবচন, বহুবচনে النفقات অর্থ- খরচ।

المعيشة : ইহা বাব ضرب এর মাসদার, মাদ্দাহ শ-ই-জিন্স أجوف يائي অর্থ- জীবন যাপন করা।

التودد : ইহা বাব تفعل এর মাসদার, অর্থ- ভালোবাসা স্থাপন করা।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. لا يلدغ শব্দটি কোন বাহাছের ?

ক. نفي فعل مضارع مجهول

খ. نفي فعل مضارع معروف

গ. نهي غائب مجهول

ঘ. نهي غائب معروف

২. العجلة من الشيطان এর মর্মার্থ কী ?

ক. তাড়াহুড়া করা শয়তানি কাজ।

খ. শয়তান নিজে তাড়াহুড়া করে।

গ. তাড়াহুড়া কারীর সাথে শয়তান থাকে।

ঘ. কাজে তাড়াহুড়া শয়তানে অসওয়াসার কারণে হয়।

৩. মধ্য পন্থা অবলম্বন করা নবুওয়াতের কত ভাগের এক ভাগ ?

ক. ২৪ ভাগের এক ভাগ।

খ. ৪০ ভাগের এক ভাগ।

গ. ৪৬ ভাগের এক ভাগ।

ঘ. ৭০ ভাগের এক ভাগ।

৪. المعيشة শব্দটি কোন বাব এর মাসদার?

ক. باب نصر – ينصر

খ. باب ضرب – يضرب

গ. باب سمع – يسمع

ঘ. باب فتح – يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাকিব দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে পৌঁছে দেখল বাসায় চাবি রেখে এসেছে। মেজাজটা খারাপ করে মোবাইলে স্ত্রীকে এজন্য অনেক বকাঝকা করল। অগত্যা সিএনজি করে পুনরায় বাসা থেকে চাবি নিয়ে অফিসে ফিরে দেখল সবাই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

৫. হাদিস অনুযায়ী অফিসের সকলের ভোগান্তির পেছনে মৌলিক ভূমিকা কার ?

ক. সাকিবের

খ. সাকিবের স্ত্রীর

গ. শয়তানের

ঘ. অফিসের কর্মচারীদের



৬. সাকিবের উচিৎ ছিল—

- i . তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা
- ii. ধীরস্থিরভাবে বাসা থেকে বের হওয়া।
- iii .কর্মচারীদের একটু দেরী করে অফিসে আসতে বলা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |        |            |
|--------|------------|
| ক. i   | খ. ii      |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী التودد إلى الناس نصف العقل এর মর্মার্থ হল—

- i .বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারে।
- ii .মানুষের ভালোবাসাপেতে বুদ্ধিমত্তার অর্ধেক ব্যয় করতে হয়।
- iii .কেউ বুদ্ধিমান কি নির্বোধ তা নির্ভর করে তার মানুষের ভালোবাসা প্রাপ্তির উপর।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মহসিন মিয়া তার বাড়ীর পাশে রাস্তার ধারে দাড়িয়ে ছিলেন। সম্মুখ দিয়ে শাঁ করে একটি মটর সাইকেল নিমিষে পার হয়ে গেল। পিছন থেকে দেখা গেল সাইকেলে তিনজন আরোহী আছে। অদূরেই বিশ্বরোড। দ্রুত গতির কারণে বিশ্বরোডে উঠতে পিয়ে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় সাইকেলটি সিট্কে পড়ে গভীর খাদে। যাত্রীদের একজন রাস্তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে বিপরীত দিকের একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মুহূর্তেই একজন নিহত ও বাকী দু'জন আহত হয়। মহসিন মিয়া ভাবলেন, ধীরতা অবলম্বন করলেই এত বড় করুণ পরিণতি বরণ করতে হতো না।

(ক) الاناة من الله এর অর্থ কী?

(খ) حسن السؤال نصف العلم হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) মটর সাইকেল আরোহীদের দুর্ঘটনার কারণ হাদিসাংশের আলোকে বর্ণনা কর।

(ঘ) দুর্ঘটনা থেকে বাচার ব্যাপারে মহসিন মিয়ার ভাবনা হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## অষ্টদশ অধ্যায়

### باب الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ

#### দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা অধ্যায়

যে ব্যক্তি কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আলোচ্য باب الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ অধ্যায়ের হাদিসের মাধ্যমে মুমিনগণ উপরোক্ত গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়াও যে সকল কারণে এ গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয় সে সম্পর্কে জেনে তা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

হাদিস-২২৮:

۲۲۸- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

অনুবাদ: হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি নম্রতা ও কোমলতার ওপর যা দান করেন, কঠোরতার জন্য তা দান করেন না। আর কোমলতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। (ইমাম মুসলিম (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত আয়েশা (رضي الله عنها)কে বললেন, নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। কঠোরতা ও নির্লজ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, যে জিনিসের মধ্যে নম্রতা আছে, সে নম্রতাই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে নম্রতাকে প্রত্যাহার করা হয়, সে জিনিস ত্রুটিপূর্ণ হয়।]

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الحَيَاءُ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ- الحَيَاءُ শব্দটি حيوة থেকে নির্গত, এর আভিধানিক অর্থ- লজ্জাশীলতা, লাজুকতা। লজ্জাশীল ব্যক্তিকে حي বলে। الحَيَاءُ এর পারিভাষিক অর্থ- هو تغير وانكسار - কোন কাজের পরিণামে তিরস্কার বা অইমানের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকার নাম الحَيَاء বা লজ্জাশীলতা।

الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك - বলেন- জুল্মন মিসরি রহ.

অর্থাৎ - তোমার পক্ষ হতে তোমার রবের সংগে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার কারণে হৃদয়ে ভয়ের উদ্বেক হওয়াকে الحياء বা লজ্জাশীলতা বলে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاحباب ماسدال افعال باب اثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : يجب  
মাদাহ জিন্স হ-ব-ব মাদাহ অর্থ- সে ভালোবাসে।

الاعطاء ماسدال افعال باب نفي فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : لا يعطى  
মাদাহ জিন্স এ-ট-ই মাদাহ অর্থ- তিনি প্রদান করবেন না।

الزينة ماسدال ضرب باب اثبات فعل ماضى معروف باهاض واحد مذكر غائب : زان  
অর্থ- সৌন্দর্য করল।

النزع ماسدال افعال باب نفي فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : لا ينزع  
অর্থ- প্রত্যাহার করা হবে না।

হাদিস-২২৯:

٢٢٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ  
يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ - (متفق  
عليه)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম একদা জনৈক আনসারির নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। সে আনসারি সাহাবি তখন তাঁর ভাইকে লজ্জা  
সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অর্থাৎ, লজ্জা কম করার জন্য বলছিল। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ইমানের অংশ। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الحياء من الايمان হাদিসাংশের তাৎপর্য :

অর্থাৎ, লজ্জাশীলতা ইমানের অংশ। রসুল (ﷺ) এই হাদিসাংশের মাধ্যমে মানুষদিগকে

লজ্জাশীলতা তথা নৈতিকতাকার মাধ্যমে বহু ঘৃণিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লামা নববি বলেন আনসারি সাহাবি তাঁর ভাইয়ের কর্মের জন্য নিন্দাবাদ করে তাকে সতর্ক করছিলেন। রসূল (ﷺ) তখন উক্ত কাজ থেকে বারণ করেন। বাস্তবিকই ইমানের সাথে লজ্জার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। الحياء তথা লজ্জা মুমিনকে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করে এবং সৎকাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এটাই ইমানের দাবি। তাই দেখা যায় লজ্জা ইমানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। লজ্জাহীন মানুষ যে কোন অন্যায় কাজ নির্দিধায় করতে পারে। এমনকি সে পশুত্বের ঘৃণ্য চরিত্রেও নেমে যেতে পারে। যেমন রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت যখন লজ্জা হারিয়ে ফেলো তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। সৎ কাজে অগ্রসর হওয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পিছনে الحياء এর ভূমিকা অনন্য। এ জন্যই লজ্জাশীলতা ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

النصر - ص - ر - مাদাহ نصر-ينصر باب الناصر একবচনে বহুবচন : الانصار  
সাহায্যকারীগণ।

الوعظ - ماسدادر ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يعض  
মাদাহ مثال واوي জিনস -ع -ظ -উপদেশ দিচ্ছে।

الودع - ماسدادر فتح باب امر حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : دع  
তুমি ছেড়ে দাও। -ع -و জিনস -ع -و

হাদিস-২৩০:

২৩০- عَنْ التَّوَّائِسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব এবং পাপ হল, যা তোমার অন্তরে অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং ঐ কাজ মানুষের মাঝে প্রকাশ হওয়াকে তুমি খারাপ মনে কর। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

অর্থাৎ, **والاثم ماحاك في صدرك** বলার কারণ : রসূল (ﷺ) এর বাণী 'গুনাহ হচ্ছে-উহা যা, তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' মহান আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির বহু-পূর্বেই আকল (বিবেক) সৃষ্টি করেছেন। আকল বা বিবেকের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আলোচ্যহাদিসাংশে তারই বাস্তব দিক-নির্দেশনা আলোচিত হয়েছে। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) পাপ-পুণ্যের পার্থক্য ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলেন- 'যা তোমার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।' অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং নিজেকে অপরাধী মনে হয় সেটাই পাপ ও গুনাহের কাজ। এ জন্যই রসূল (ﷺ) বলেন- **والاثم ماحاك في صدرك**

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

سألت : ছিগাহ বাহাছ **واحد متكم** মাসদার **فتح** বাব **اثبات فعل ماضى معروف** জিনস **س-ل-ء** অর্থ- আমি জিজ্ঞেস করেছি।

حاك : ছিগাহ বাহাছ **واحد مذكر حاضر** মাসদার **ضرب** বাব **اثبات فعل ماضى معروف** জিনস **সে** অর্থ- সে অস্থির হল।

كرهت : ছিগাহ বাহাছ **واحد مذكر حاضر** মাসদার **سمع** বাব **اثبات فعل ماضى معروف** জিনস **ك-ر-ه** অর্থ- তুমি পছন্দ করছ।

يطلع : ছিগাহ বাহাছ **واحد مذكر غائب** মাসদার **افتعال** বাব **اثبات فعل مضارع معروف** জিনস **ط-ل-ع** অর্থ- সে অবগত হবে।

### তারকিব: **وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ**

এবং **مضاف**, **صدرك**, **في** حرف جار, **ضمير هو فاعل**, **حاك فعل**, **ما موصول**, **الاثم مبتدأ** جملة متعلق **مিলে** **فاعل তার** **فعل** **মিলে** **متعلق** হয়েছে। **مجرور** **و** **جار**, **مجرور** **মিলে** **মضاف** **إليه** جملة خبر **মিলে** **مبتدأ** **পরিশেষে** **صلة** **মিলে** **موصول** **হয়েছে** **صلة** **হয়েছে** **فعلية** **اسمية** হল।

## হাদিস-২৩১:

২৩১- وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّازُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّازُ الْغَلِيظُ الْفَقْتُ (رواه ابو داود في سننه والبيهقي في شعب الايمان وصاحب جامع الاصول فيه عن حارثة وكذا في شرح السنة عنه ولفظه قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّازُ الْجُعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجُعْظَرِيُّ الْفَقْتُ الْغَلِيظُ وفي نسخ المصاييح عن عكرمة بن وهب ولفظه قال والجواز الذي جمع ومنع والجعظري الغليظ الفظ)

অনুবাদ: হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন দুশরিত্র, মন্দ স্বভাব ও কঠোরভাষী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, الجواز - দুশরিত্র, মন্দ স্বভাব। এ হাদিসটি আবু দাউদ (র) তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আর বায়হাকি শু‘আবুল ইমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং জামিউল উসুল প্রণেতা নিজ কিতাবে হজরত হারিছাহ্ হতে বর্ণনা করেন। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে হজরত হারিছা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শরহে সুন্নাহ-এর ভাষ্যটি নিম্নরূপ لا

يدخل الجنة الجواز الجعظري يقال الجعظري الغليظ আর মাসাবিহ গ্রন্থে এ হাদিসটি ইকরামা ইবনে ওহাব এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, الجواز বলা হয় ঐ লোককে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু দান করে না, এবং الجعظري শব্দের অর্থ কঠোর ও রক্ষভাষী। (যাওয়াজ শব্দের অর্থ- অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয়, সম্পদ জমাকারী কূপন, দুশরিত্র, অশীল ভাষায় চিৎকারকারী। যায়জারি অর্থ কঠোর ও রক্ষভাষী।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعظري

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এরশাদ করেন- ‘কোন রক্ষ স্বভাবের ও দুশরিত্র লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ الجواز শব্দটির অর্থ সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- ‘মন্দ স্বভাব الجواز বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু দান করে না।’ অনুরূপভাবে অহংকারী, পেটুক, আরাম প্রিয় ও সম্পদ জমাকারী কূপন ব্যক্তিকে الجواز বলে।

الجعظري এর অর্থ- সম্পর্কে হাদিস বিশারদগণ বলেন- ‘الغليظ الكثرة و الرخصه’ ব্যক্তি।’ যে সব ব্যক্তির মাঝে এই দু’টি স্বভাব বিদ্যমান সেসব ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। মহান আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকেন। এ সব স্বভাবের ব্যক্তি মুনাফিক পর্যায়ে হলে তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে

পারবে না। যদি কোন মুমিন ব্যক্তির এই স্বভাব বিদ্যমান থাকে তবে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং নিম্ন স্তরের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجواظ : ছিগাহ واحد مذکر বাহাছ اسم فاعل مبالغة অর্থ- অতি রুক্ষভাষী।

جمع : ছিগাহ واحد مذکر غائب : ছিগাহ ماضى معروف বাব فاعل ماسدার فتح : ছিগাহ

ج-م-ع জিনস صحيح অর্থ- সে একত্রিত করল।

م- منع : ছিগাহ واحد مذکر غائب : ছিগাহ ماضى معروف বাব فاعل ماسدার فتح : ছিগাহ

ع-ن জিনস صحيح অর্থ- সে বিরত রাখল।

রাবি পরিচিতি :

হজরত হারিছা ইবনে ওহাব (رضي الله عنه) : হজরত হারিছা ইবনে ওহাব ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) এর বৈপিতৃক ভাই। তিনি কুফায় বসবাস করতেন। তার থেকে আবু ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২৩২:

٢٣٢- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ- (رواه الترمذی وابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্য্য ধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে না এবং তাদের জ্বালা যন্ত্রণাও সহ্য করে না। (ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজা (র) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

ال- : ছিগাহ واحد مذکر غائب : ছিগাহ ماضى معروف বাব اثبات فعل مضارع : ছিগাহ

ط-ل-خ জিনস صحيح অর্থ- সে মেলামেশা করবে।

الصبر মাসদার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : صبر  
 অর্থ- صحیح জিনস -ض-ب-ر -مাদাহ

, ف-ض-ل مাদাহ الفضل ماسدادر ضرب باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : افضل  
 অর্থ- صحیح জিনস -ض-ل-ف -অতি উত্তম।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. الحياء অর্থ কী ?

ক. লজ্জাশীলতা।

খ. সংকুচিত হওয়া।

গ. অলস হওয়া।

ঘ. বিমর্ষ হওয়া।

২. عليك শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত?

ক. اسم الإشارة.

খ. اسم الموصول

গ. اسم الفعل

ঘ. اسم الأصوات

৩. يعظ শব্দটির মূল অক্ষর কী ?

ক. ي-ع-ظ

খ. و-ع-ظ

গ. ع-و-ظ

ঘ. ع-ي-ظ

৪. الجعظرى শব্দটির অর্থ কী ?

ক. বৃক্ষভাষী।

খ. নিন্দুক।

গ. মিথ্যুক।

ঘ. গালিদাতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আব্দুর রহমান আলিম শ্রেণির ছাত্র। হঠাৎ তার জীবন বদলে গেল। মসজিদে আসলেও কারো সাথে মিশে না। হাটে-বাজারে কোথাও তাকে দেখা যায় না। বাসায় বসে সারাক্ষণ শুধু তসবি জপে। তার মা এসবের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, পাপ-পঙ্কিলময় সমাজ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। আমি আল্লাহ তাআলার অলি হতে চাই।



৫. আব্দুর রহমান নিচের কোন শ্রেণির মানুষ?

ক. বৈরাগী

খ. প্রকৃত আল্লাহওয়ালা

গ. মধ্যমপন্থী

ঘ. আল্লাহ ওয়ালা ও বৈরাগী

৬. হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর অলি হতে হলে আব্দুর রহমানকে কী করতে হবে?

ক. আরো বেশি বেশি তসবি পড়তে হবে

খ. লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে যেতে হবে

গ. আরো বেশি বেশি মসজিদে আসতে হবে

ঘ. সমাজের মধ্যে থেকে সঠিক পন্থায় ইবাদত করতে হবে

৭. রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী **البر حسن الخلق** সচরিত্রই প্রকৃত নেকির কাজ কেননা-

- চরিত্রবান ব্যক্তি নেক কাজে অগ্রগামী হয়।
- চরিত্রবান ব্যক্তির নেকির কাজ বিনষ্ট হয়না।
- সচরিত্রের তুলনায় অন্য নেকির কাজ অতি তুচ্ছ ও নগন্য।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

তানজিল ও ইমরান দুই বন্ধু। তারা নিম্নরূপ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী:

তানজিল	ইমরান
১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে	১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে
২. অনেক দান-সাদাকা করে	২. অনেক দান-সাদাকা করে
৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়	৩. বেশিরভাগ সময় মসজিদে গিয়ে কাটায়
৪. রুক্ষ ও ককর্শ মেজাজের অধিকারী	৪. কোমল ও মিষ্টি স্বভাবের অধিকারী

(ক) **حسن الخلق** অর্থ কী?

(খ) **فإن الحياء من الإيمان** হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) তানজিল ও ইমরানের মধ্যে কে বেশি দীনদার? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) খাঁটি দীনদারী অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মধ্যে কে বেশি অগ্রসর? হাদিসের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

## উনবিংশ অধ্যায়

### باب الغضب والكبر

#### ক্রোধ ও অহংকারের বিবরণ অধ্যায়

একজন মুমিন প্রকৃত মুমিনরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে কিছু গুণাবলি নিজের মধ্যে অর্জন ( خصلة ) বা প্রশংসনীয় স্বভাব বলা হয়। পক্ষান্তরে কিছু স্বভাব বর্জন করতে হয়। তাকে ( خصلة ذميمة ) বা নিন্দনীয় স্বভাব বলা হয়। মন্দ স্বভাবগুলোর অন্যতম হল ক্রোধ ও অহংকার। আলোচ্য অধ্যায়ে এ দুটি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস-২৩৩:

২৩৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبَ فَرَدَّ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبَ - (رواه البخارى)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি নবি করিম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরয করলেন, হে প্রিয় নবি করিম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু উপদেশ দিন তিনি বলেন, তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা বললেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও প্রত্যেকবারই বললেন, তুমি রাগ করবে না। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

غضب এর অপকারিতা: غضب বা ক্রোধের বহুবিদ ক্ষতিকর দিক রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

১। ক্রোধ মানুষের মানবীয় মূল্য বোধ ধ্বংস করে দেয়।

২। ক্রোধ মানুষের ইমান নষ্ট করে দেয়। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে ان الغضب ليفسد الايمان

অর্থাৎ, ক্রোধ ইমানকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যেমনভাবে পিপুল গাছের রস মধু নষ্ট করে দেয়।

৩। ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বিবেচনা করার সুযোগ পায়না। ফলে তার দ্বারা যে কোন ধ্বংসাত্মক ও অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে পারে।

৪। ক্রোধের কারণে মানুষ তার কর্মের সুপরিণতি লাভ করতে পারে না।

৫। ক্রোধের কারণে অনেক সময় আদর্শবান মানুষও আদর্শচ্যুত হয়ে বিপদগামী হয়ে অনেক গর্হিত কাজ করে বসে।

৬। ক্রোধের কারণে মানুষ সীমাতিক্রম করে এমনকি কখনো শরিয়ত পরিপন্থি কাজেও লিপ্ত হয়ে যায়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাদ্দাহ الايصاء ماسদার افعال باب امر حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر حياھ : أوصني  
 , مرکب جنس و-ض-ي , اর্থ- আমাকে অসিয়ত করুন।

মাদ্দাহ الغضب ماسدার سمع باب نهى حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر حياھ : لا تغضب  
 , صحيح جنس غ-ض-ب , اর্থ- তুমি রাগ কর না।

মাদ্দাহ الرد ماسدার نصر باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب حياھ : رد  
 , مضاعف جنس ر-د-د , اর্থ- সে ফিরিয়ে দেয়।

مرار : বহুবচন, একবচনে مرة অর্থ- বার বার।

হাদিস-২৩৪:

٢٣٤- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ. (رواه مسلم)

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ইমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (ইমাম মুসলিম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

কبر এর পরিচয়:

العظمة والتكبر اسم হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ مصدر থেকে باب سمع يسمع কبر শব্দটি  
 অহংকার ও গর্ব। علامه ابن السيد এর মতে, ضد الصغر , ছোট এর বিপরীত।

### পরিভাষায় কবর হলো-

(১) **بطر الحق و غمط الناس** এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হাদিসেই বিদ্যমান তা হলো সত্য প্রত্যখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।

(২) **علامة راغب اصفهاني** বলেন **كبر** তথা অহংকার হলো কোন ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ও মহৎ মনে করা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সত্য গ্রহণ না করে ইবাদতে অনীহা প্রকাশ করা।

অহংকার আল্লাহ তাআলার চাদর ও তাঁর গুণ। যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন বলেছেন **الكبرياء ردائي** সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক অহংকার করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছে- **فبئس مثوى المتكبرين** কত নিকৃষ্ট জাহান্নামিদের আবাসস্থল।

**تحقيقات الألفاظ** (শব্দ বিশ্লেষণ):

**مثقال حبة** : এক দানা পরিমাণ।

**خردل** : সরিষা।

হাদিস-২৩৫:

২৩৫- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ - وَفِي رِوَايَةٍ قَدْ قُتِلَتْ فِي النَّارِ (رواه مسلم)**

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গিস্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি তাকে দু'টোর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে আমি তাকে দোজখে ফেলব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করব। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**الكبرياء ردائي والعظمة ازارى** এর ব্যাখ্যা:

আলোচ্যহাদিসাংশটুকু হাদিসে কুদসির অন্তর্ভুক্ত যা রসূল (ﷺ) এর জবান মোবারক দিয়ে আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন। **الكبرياء ردائي والعظمة ازارى** অহংকার আমার চাদর শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি স্বরূপ। এর একটি

কেউ কেড়ে নিতে চাইলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এখানে **كبرياء** ও **عظمة** শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে **عظمة** অপেক্ষা **كبرياء** একটু উঁচু পর্যায়ে। সত্তাগত শ্রেষ্ঠত্বকে **كبرياء** এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠত্বকে **عظمة** বলে। আল্লাহ তাআলা **كبرياء** ও **عظمة** এ দুটি গুণ তার জন্য খাস করেছেন। এটা অন্য কারো জন্য শোভনীয় নয়। মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেন- **انه لا يحب المستكبرين**

সুতরাং, আল্লাহ তাআলার এই দু'টি গুণ কেউ যদি নিজের জন্য গ্রহণ করে তবে তার জন্য অবধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

قذفته في النار এর মর্মার্থ:

মহান আল্লাহ তাআলা অতিযত্ন ও স্নেহ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত তথা আদেশ-নিষেধ পালন করে পরকালীন মহাশান্তির জাহান্নামে সুখ ভোগ ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। পার্থিব জীবনে তাদের আরাম আয়েশের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রাজি সৃষ্টি করেছেন। তবুও মানুষ তার সে নেয়ামত ভুলে গিয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পরিবর্তে গর্ব ও অহংকার-দাঙ্গিকতা প্রকাশ করে পৃথিবীতে চলাফেরা করে। মানুষের জন্য এসকল কর্মকাহ্ন অশোভনীয়। কেননা মানুষের দ্বারা এ সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাই তিনি ঘোষণা দেন- **قذفت في النار** “আমি তাকে (গর্ব ও অহংকারকারীকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।”

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

رداء : একবচন, বহুবচনে اردية অর্থ- চাদর।

المنازعة مفاعلة باب اثبات فعل ماضى معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : নাজে

মাদ্দাহ صحیح জিনস ن-ز-ع

তারকিব: مَنْ نَازَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَذْخَلْتُهُ النَّارَ

جارو مجرور, منهما جار و مجرور, واحدا مفعول, نازعنى فعل فاعل, من متضمن معنى الشرط فعل, شرط হয়ে جملة فعلية मिले متعلق ও मفعول দুই ফاعল তার فعل, متعلق मिले मفعول,

جملة فعلية मिले मفعول দুই ও فاعل তার النار مفعول ثاني, ادخلته فعل و فاعل و مفعول হল جملة شرطية मिले جزاء ও شرط পরিশেষে جزاء

হাদিস-২৩৬:

২৩৬- عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفِئُ النَّارَ بِالمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه ابو داود)

অনুবাদ: হজরত আতিয়াহ ইবনে উরওয়াহ সাদি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রাগ হয়, তবে সে যেন ওয়ু করে। (ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ:

فإذا غضب احدكم فليتوضأ: এর মর্মার্থ:

গضب তথা ক্রোধ মানুষের কু-রিপুগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা মানুষকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আর এই ক্রোধ নামক ধবংস থেকে মুক্তির এক অভিনব কৌশল রসুল (ﷺ) মানুষের সামনে তুলে ধরে বলেন-فليتوضأ-فإذا غضب احدكم অর্থাৎ ‘তোমাদের কেউ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন অজু করে।’ ক্রোধের সময় মানুষের শরীরে উত্তাপ বেড়ে যায়। শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে, যা উত্তপ্ত আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ। আগুন পানি দ্বারাই নির্বাপিত হয়। তাই রাগের সময় পানি দ্বারা অয়ু করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে পানির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার শরীরকে শীতল করে রাগ প্রশমিত করে দেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الاطفاء ماسداف افعال باب اثبات فعل مضارع مجهول باهاض واحد مذكر غائب : يطفى  
মাদ্দাহ জিন্স -ف- ي- ناقص , অর্থ- সেটা নেভানো যায়।

التوضاء - ماسداف تفعل باب امر غائب معروف باهاض واحد مذكر غائب : ليتوضأ  
মাদ্দাহ জিন্স -و- ض- ء , অর্থ- তার ওয়ু করা উচিত।

হাদিস-২৩৭:

২৩৭- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَفْلَاحُ فَلْيُضْطَجِعْ - (رواه احمد والترمذی)

অনুবাদ: হজরত আবু যর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যখন তোমাদের কারো দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসে সে যেন বসে পড়ে এতে তার রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। (ইমাম আহমাদ ও তিরমিজি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

الجلوس : মাঙ্গাহ বাহাছ امر غائب معروف واحد مذكر غائب : ليجلس  
 জিন্স -ج-ل-س অর্থ- তার বসা উচিত।

الاضطجاع : মাঙ্গাহ বাহাছ امر غائب معروف واحد مذكر غائب : ليضطجع  
 অর্থ-সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু যার গেফারি (رضي الله عنه): আবু যার গেফারির পূর্ণনাম আবু যার জুন্দুব ইবনে জানাদাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবি ও আসহাবে সুফফার অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরতের আগে স্থায়ী সম্প্রদায়ের কাছে বসবাস করতেন। খলিফা ওসমান (رضي الله عنه) এর সময় তিনি রাবযাহ নামক স্থানে নির্বাসিত হন এবং তথায় ৩২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। তিনি নবুওয়াতের পূর্বেও ইবাদাত বন্দেগী করতেন। অনেক সাহাবি ও তাবয়ি তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস-২৩৮:

٢٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَّاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَّاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبَعٌ وَشَحٌّ مُطَاعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ (روى البيهقي في شعب الإيمان)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তিনটি কাজ নাজাত বা পরিত্রাণকারী এবং তিনটি কাজ ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী তিনটি কাজ হল- (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) মানুষের খুশীও নারাজ উভয় অবস্থায় হক ও সত্য কথা বলা (৩) ধনাঢ্য ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজগুলো হল- (১) এমন প্রবৃত্তি, যার অনুসরণ করা হয় (২) এমন কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয় (৩) ব্যক্তির নিজের মতকে ভালো মনে

করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর। (ইমাম বায়হাকি (রহ) শুআবুল ইমান গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ন-জ-ي مآءء الانءاء ماسءاء افعاء باء اسم فاعل باءاء ءمع مؤنء ءىءاء : منءىاء

জিন্স নাকস অর্থ- পরিত্রাণ দান কারী।

হ-ল-ك مآءء الاءلاء ماسءاء افعاء باء اسم فاعل باءاء ءمع مؤنء ءىءاء : مهلاء

জিন্স صحيح অর্থ- ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ।

ত-ব-ع مآءء الاءباء ماسءاء افتعلاء باء اسم مفعول باءاء واءء مءكر ءىءاء : مءبع

জিন্স صحيح অর্থ- অনুসৃত।

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. لا ءغضب শব্দটির বাহাছ কোনটি ?

ক. نهى حاضر معروف

খ. نهى حاضر مجهول

গ. نفي فعل مضارع معروف

ঘ. نفي فعل مضارع مجهول

২. যা শয্য পরিমাণ থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

ক. হিংসা।

খ. অহংকার।

গ. আত্ম-তুষ্টি।

ঘ. কপটতা।

৩. الكبرياء رءاءى ?

ক. অহংকার আমার গুণ।

খ. অহংকার আমার ভূষণ।

গ. অহংকার আমার স্বভাব।

ঘ. অহংকার আমার জন্য খাস।

৪. কোনটি সর্বাধিক ক্ষতিকর ?

ক. কৃপণতা।

খ. আত্মস্ত্রিতা।

গ. কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব।

ঘ. গালি-গালাজ করা।



নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইমাদ উদ্দীন বাজারে যাচ্ছে। রাস্তার অদূরে একটি বাড়ী হতে ঝগড়া-ঝাটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন খালেদ ও তাজ দুইভাই ঝগড়া করছে। বড়ভাই খালেদ অত্যধিকক্রোধাশ্বিত হয়ে আছে। তিনি তাকে রাগ সম্বরণ করতে বললেন। তাজকেও বারণ করলেন। তিনি উভয়কে অজু করে আসতে বললেন। তারপর ঝগড়া-ঝাটির খুটি নাটি সব কিছু গুনে উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করে দিলেন।

৫. ইমাম উদ্দীন খালেদ ও তাজকে অজু করে আসতে বললেন কেন?

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ক. অজু করলে সাওয়াব হবে      | খ. নামাজের সময় হয়েছিল, তাই |
| গ. কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য | ঘ. অজু করলে রাগ প্রশমিত হয়  |

৬. নিচের কোন হাদিসে এমতাবছায় তাদের করণীয় প্রসঙ্গে নির্দেশনা আছে?

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ক. إذا غضب أحدكم فليتوضأ | খ. إياك والعنف والفحش |
| গ. فإن الحياء من الإيمان | ঘ. الطهور شرط الإيمان |

৭. জনৈক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওসিয়ত করতে বললে তিনি তাকে বার বার রাগাশ্বিত হতে বারণ করলেন। কেননা -

- রাগাশ্বিত হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা।
- মানুষকে রাগাশ্বিত হতে শয়তান সাহায্য করে, তাই রাগাশ্বিত অবস্থায় সে শয়তানের নির্দেশ মত চলে।
- রাগ একটি ঘৃণ্য ও গর্হিত মানবিক দোষ। ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| (ক) i ও ii  | (খ) i ও ii      |
| (গ) i ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ফাহিম ও নাফিস দুই ভাই এক টেবিলে বসে পড়ালেখা করছিল। হঠাৎ জ্যামিতি বক্স নিয়ে দুই ভাই ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। ফাহিম ছোট ভাই নাফিসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। নাফিস প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। মা দৌড়ে এসে দেখল, নাফিসের নাক-মুখে রক্ত। বাবা নাফিসকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

(ক) خصلة ذميمة অর্থ কী?

(খ) الكبرياء ردائي والعظمة إزاري হাদিসটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) ফাহিম কিসের কারণে নাফিসকে ধাক্কা মারল হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে নাফিসের আহত হওয়াসহ আরো অনেক ক্ষতির কারণ রয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

## বিংশ অধ্যায়

### باب الظلم

#### অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায়

আল্লাহপাক তার বান্দার অন্তরকে তাঁকে স্মরণ করা ও তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা জন্য সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সে তার নিজের উপরই জুলুম করলো। **ظلم** যুলুম বা অত্যাচার একটি ব্যাপক অর্থ- বোধক শব্দ। উহা দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকারে হস্তক্ষেপকে বুঝায়। এই জুলুম বা অত্যাচারের প্রভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

হাদিস-২৩৯:

২৩৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যুলুম-অত্যাচার কিয়ামতের দিবসে অন্ধকারের কারণ হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**الظلم**-এর ব্যাখ্যা: সৎকর্ম যেমন কিয়ামতের দিন আলোকরূপে মুমিনদের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, অনুরূপভাবে জুলুম জালিমদের চতুর্দিক বেষ্টিত করে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, **ظلمات**-এর অর্থ কঠোরতা, বিপদ। অথবা, জুলুম কিয়ামতে জালিমদের জন্য অন্ধকারের কারণ হবে।

**ظلم** শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা:

**ظلم** শব্দটি **يضر** - **باب ضرب** এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল, মাদ্দাহ **ظ - ل - م** জিনস **صحيح** অর্থ অত্যাচার।

وضع الشيء في غير موضعه المختص به - **ظلم** এর আভিধানিক অর্থ - ইমাম রাগেব ইম্পাহাহি রহ. বলেন - 'কোন বস্তু বা বিষয়কে তার যথাস্থানে না রেখে ভিন্ন জায়গায় রাখা বা বর্ণনা করা'।

القطب الرباني الشيخ عبد القدير - জুলুম এর পরিচয়ে বলেন-

ان الله سبحانه وتعالى خلق قلب عبده لذكره وفكره فمن وضع فيه غيره فهو ظالم لنفسه

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের হৃদয়কে তাঁর স্মরণ এবং তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত রাখলো সে যেন তার নিজের উপরই জুলুম করল।

হাদিস-২৪০:

২৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ - (رواه البخارى)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোন রূপে নির্যাতিত হয়। তবে সে যেন ঐ দিন আগমনের পূর্বেই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়; যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। সে দিন তার কাছে কোন দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে অত্যাচারের পরিমাণ মত আমল নেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তা হলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

এর ব্যাখ্যা: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ

রসুল (ﷺ) এর বাণী- ‘যে ব্যক্তির দ্বারা কোন মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জত নষ্ট হয়, অথবা অন্য কোনরূপে নির্যাতিত হয়। সে ব্যক্তি যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। যদি কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে সে পার্থিব জীবনের শান্তি এড়াতে পারলেও পারলৌকিক জীবনের শান্তি হতে কোন ভাবেই রেহাই পাবে না বরং পারলৌকিক জীবনে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আলোচ্যহাদিস দ্বারা তা’ বুঝানো হয়েছে।

হাদিস-২৪১:

২৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ - (رواه مسلم)

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমরা কি জান গরিব কে? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত নেই, সেই গরিব। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেশি গরিব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা ও জাকাত আদায় করে আসবে, আর সাথে ঐ সব বিষয়ে লোকদেরকে নিয়ে আসবে যে একজনকে গালি দিয়েছে, আর একজনের অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে, এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়া হবে। আর প্রতিপক্ষকে নেক দিতে হবে যখন তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যাবে, অথচ পাওনাদারের পাওনা হক তখনো থাকবে তখন পাওনাদারের পাপসমূহ এনে তার উপর ঢেলে দেয়া হবে, অতপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। (ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**المفلس এর পরিচয়:**

مفلس শব্দের আভিধানিক অর্থ: مفلس শব্দটি ছিগাহ واحد مذکر বাহাছ اسم فاعل বাব ماسدার ماسدার من فقد ما له فاعسر- প্রণেতা বলেন- المعجم الوسيط পরিভাষায় দরিদ্র, নিঃস্ব। থেকে অর্থ- দরিদ্র, নিঃস্ব। পরিভাষায় مفلس শব্দটি ছিগাহ واحد مذکر বাহাছ اسم فاعل বাব ماسدার ماسدার من فقد ما له فاعسر- প্রণেতা বলেন- المعجم الوسيط পরিভাষায় দরিদ্র, নিঃস্ব। থেকে অর্থ- দরিদ্র, নিঃস্ব।

রসুল (রাঃ) এর ভাষায়- مفلس ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, জাকাত আদায় করে আসবে। এর সাথে ঐ সব বিষয়ে এমন সব লোকদের নিয়ে আসবে-যাকে সে গালি দিয়েছিল, অপবাদ রটিয়েছিল, কারো সম্পদ খেয়েছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে আঘাত করেছিল। এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সে নেক শূন্য হয়ে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ ব্যক্তিই مفلس আলোচ্য হাদিস দ্বারা বুঝা যায়-শুধু নেক দ্বারাই জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। বরং নেক আমলের পাশাপাশি যাবতীয় জুলুম ও গুনাহের কাজ থেকে বেচে থাকার মাধ্যমেই নাজাত লাভ সম্ভব।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الدراية ماسدার ضرب باب اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر ছিগাহ : تدرؤن

মাদ্দাহ -ر- د- অর্থ- তোমরা অবগত হবে।

ف- ل- س مাদ্দাহ الافلاس ماسدার فاعل বাব اسم فاعل واحد مذکر ছিগাহ : المفلس

জিন্স صحيح অর্থ- দরিদ্র।

القذف : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ :  
মাদ্দাহ - অর্থ- صحيح জিন্স -ق- ذ- ف

القضاء : ছিগাহ বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ :  
মাদ্দাহ - অর্থ- ناقص يائ জিন্স -ق- ض- ي

الفناء : ছিগাহ বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ :  
মাদ্দাহ - অর্থ- معتل لام জিন্স -ف- ن- ي

الطرح : ছিগাহ বাহাছ واحد مؤنث غائب : ছিগাহ :  
মাদ্দাহ - অর্থ- صحيح জিন্স -ط- ر- ح

তারকিব: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ

جملة خبر و مبتدأ , المفلس مبتدأ مؤخر , ما خبر مقدم , ضمير انتم فاعل آراء اندرون فعل  
جملة مفعول و فاعل آراء اندرون فعل اسمية  
هله فعلية

হাদিস-২৪২:

٢٤٢- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِي آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ  
ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ  
يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ  
لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ  
لُقْمَانُ لِابْنِهِ - (متفق عليه)

অনুবাদ: হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, যখন এ আয়াত নাজিল হল-  
الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمنهم بظلم (الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمنهم بظلم) অর্থাৎ, যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি। আয়াতটি  
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা আরও করল, ইয়া

রসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর জুলুম করেনি; তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জুলুম দ্বারা একথা বুঝানো হয়নি, বরং এখানে জুলুম শব্দের অর্থ- শিরক বা আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত। তোমরা লোকমান (রাঃ) এর উপদেশ কি শোননি, যা তিনি তার পুত্রকে দান করেছেন? সেটা এই যে, হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক কর না, নিশ্চয়ই শিরক করা সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন তোমরা যা ধারণা করেছ প্রকৃত অবস্থা তা নয়, জুলুম দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, যা লোকমান (রাঃ) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

انما هو الشرك এর তাৎপর্য :

রসূল (রাঃ) এরশাদ করেন- ‘যুলুম দ্বারা কুরআনের আয়াতে شرك কে বুঝানো হয়েছে।’ যেমন কুরআনে আল্লাহ বলেন- **ظلم** “নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে বড় যুলুম।” এখানে **ظلم** দ্বারা সাধারণ অত্যাচার ও জুলুম উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সাধারণ ছোট গুনাহের কারণে তোমাদের ইমান নষ্ট হবে কিংবা তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে না। তখন আয়াতের অর্থ- হবে-‘যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে অতপর আল্লাহ তাআলার স্বত্তা ও গুণাবলিতে কাউকে শরীক করে না সে শাস্তির কবলথেকে নিরাপদ ও সু-পথ প্রাপ্ত হবে।

شرك এর অর্থ ও প্রকারভেদ:

هو اثبات شيء- শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা। পরিভাষায় শিরক বলা হয়- **مساويا في ذات الله أو في صفاته** ‘কোন কিছুকে আল্লাহ তাআলার জাত বা হিফাতের সমতুল্য সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

شرك এর প্রকারভেদ : শিরক প্রথমত দু’প্রকার-

১। শিরকে জলি

২। শিরকে খফি

১। শিরকে জলি (প্রকাশ্য) বা জঘন্য শিরক হলো আল্লাহ তাআলার জাতের সাথে ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে সমকক্ষ মনে করা। যেমন-মূর্তি, চন্দ্র, সূর্যকে প্রভু মনে করা এবং এদের পূজা করা। এ জাতীয় কাজকে শিরকে আকবার ও বলা হয়।

২। শিরকে খফি (অপ্রকাশ্য) বা লঘু শিরক আল্লাহ তাআলার জাত নয় বরং এমন আকিদা পোষণ করা যা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাক্বদিরের উপর আঘাত আসে। যেমন-কারো এই ধারণা পোষণ করা যে, আমি এই ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ার কারণে পেটের পীড়া হয়েছে। যদি ঠাণ্ডা দুধ না খেতাম তবে এ রোগ হত না। এ জাতীয় আকিদার কারণে ইমান নষ্ট হবে না তবে এরূপ আকিদা বর্জনীয়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

- سمع বাব نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাহাছ جمع مذکر غائب : ছিগাহ : لم يلبسوا  
 মাসদার اللبس মাদ্দাহ ল-ব-স , صحيح জিন্স , অর্থ- তারা সংমিশ্রণ করেনি।
- الشق ماسدادر افعال বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : شق  
 মাদ্দাহ , مضاعف ثلاثي جينس ش-ق-ق , অর্থ- সে কঠোর হল।
- جينس ظ-ل-م مাদ্দاه الظلم ماسدادر ضرب বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : لم يظلم  
 صحيح , অর্থ- সে অত্যাচার করেনি।
- مادداه الاشتراك ماسدادر افعال বাব نهى حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر : ছিগাহ : لا تشرك  
 , صحيح جينس ش-ر-ك , অর্থ- তুমি শিরক কর না।
- الظن ماسدادر نصر বাব اثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذکر حاضر : ছিগাহ : تظنون  
 , مضاعف ظ-ن-ن مাদداه , অর্থ- তোমরা ধারণা কর।

### হাদিস-২৪৩:

٢٤٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ  
 مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أَخْرَجَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ- (رواه ابن ماجه)

অনুবাদ: হজরত আবু উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধবংস করেছে। (ইবনে মাজাহ (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### রাবি পরিচিতি:

হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) আবু উমামার পূর্ণনাম আবু উমামা সাদ ইবনে সাহল। তিনি মদিনার বিখ্যাত আওস গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবি করিম (ﷺ) এর ওফাতের দুই বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

এজন্য তিনি সরাসরি রসূল (ﷺ) থেকে কোন হাদিস শুনেননি। ঐতিহাসিক আবদুল বাররু তাকে সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন, তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে মদিনায় একজন উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। তিনি ৯২ বছর বয়সে ১০০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কিয়ামতে অত্যাচারের প্রতিফল কীরূপ হবে ?

ক. অন্ধকারাচ্ছন্ন।

খ. এলোমেলো।

গ. ভীতপ্রদ।

ঘ. অস্থিরতাপূর্ণ।

২. প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র কে ?

ক. যার জ্ঞান নেই।

খ. যার ধন সম্পদ নেই।

গ. যার স্বাস্থ্য ঠিক নেই।

ঘ. কিয়ামতে যার নেকি থাকবেনা।

৩. সবচেয়ে বড় জুলুম কী?

ক. কারো সর্বস্ব হরণ করা।

খ. অহেতুক কাউকে প্রহার করা।

গ. কারো মান-সম্মানের হানি করা।

ঘ. আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করা।

৪. কিয়ামত দিবসে সর্বনিকৃষ্ট স্তরে কে অবস্থান করবে ?

ক. গালি - গালাজ করে অপরের মনে কষ্ট দেয়।

খ. অন্যকে জড়ানোর জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে।

গ. যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা না করে দুনিয়ায় যা ইচ্ছা তাই করে।

ঘ. যে ব্যক্তি অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য তার আখেরাত বরবাদ করে।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আতিয়ার, মতিয়ার ও নার্সিস তিনি ভাই-বোন। তাদের বাবার মৃত্যুর পর আতিয়ার ওয়ারিস সম্পত্তি বোনকে না দিয়ে নিজে ভোগ-দখল করতে থাকে। মতিয়ার বোনের সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলে আতিয়ার রেগে যায়।

৫. বোনের সম্পত্তি বুঝিয়ে না দিয়ে আতিয়ার কোন ধরনের অপরাধ করেছে?

ক. শিরক

খ. জুলুম

গ. বিদআত

ঘ. কারাহাত



৬. অন্যের সম্পত্তি দখল করার কারণে আতিয়ারকে

- i. দুনিয়ায় দ্বিগুণ সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে
- ii. পরকালে সাওয়াব দ্বারা বদলা দিতে হবে
- iii. পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |             |
|--------|-------------|
| ক. i   | খ. ii       |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

৭. تدرون শব্দটি মাদ্দাহ কী?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. ت + د + ر | খ. د + ر + و |
| গ. د + ر + ي | ঘ. ر + و + ن |

৮. সাহাবি আবু উমামা (رضي الله عنه) কোন গোত্রের সদস্য ছিলেন?

- |         |             |
|---------|-------------|
| ক. আওস  | খ. খাজরাজ   |
| গ. নজির | ঘ. কুরায়জা |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এলাকার মানুষ শাফায়াত সাহেবকে নামাজি, রোজাদার এবং ভালো মানুষ হিসেবে জানে। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর উপর অল্পতে রেগে যান, মারধোর করেন। সামান্য অপরাধে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। এ সমস্ত কারণে তার স্ত্রী অসহায় বোধ করেন এবং একদিন স্থায়ীভাবে তাকে ছেড়ে চলে যান।

(ক) لم يلبسوا অর্থ কী?

(খ) إن الشرك لظلم عظيم বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) শাফায়াত সাহেবের কর্ম কেমন হয়েছে? হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

(ঘ) উদ্দীপকের শাফায়াত সাহেবের পরিণতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## একবিংশ অধ্যায়

### بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

#### সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ অধ্যায়

নেককাজ (معروف) নিজে করা ও অন্যকে করতে উৎসাহিত করা আর মন্দকাজ (منكر) হতে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকা এটা দীন ইসলামের একটি অন্যতম কর্মসূচি। উপদেশ (نصيحة) ও আদেশ-নিষেধ (أمر- نهى) এক ও সমার্থবোধক নয়। নসিহতের ক্ষেত্রে উপদেশ দানকারী ব্যক্তি যার উদ্দেশ্যে নসিহত করে তার প্রতি কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ বা শক্তি প্রয়োগ করে না। পক্ষান্তরে আদেশ-নিষেধের আজ্ঞাদান কারী ব্যক্তি তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী অধীনস্তদের প্রতি উহা মান্য করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে শাস্তি বিধানও করে থাকে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ পূর্ব সতর্কীকরণ মাত্র। ইহার হুকুম ফরজে কিফায়াহ। সমাজের কতকে ইহা আদায় করলে অন্যরা গোনাহগার হবে না আর কেউ আদায় না করলে সকলে ফরজ তরকের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-  
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
অর্থ তোমাদের মধ্যে একদল লোকের এমন হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারাই কামিয়াব। অত্র ফরজ বিধান ক্ষমতার তারতম্যের নিরীখে পর্যায়ক্রমে আরোপিত হয়। এ প্রসঙ্গে কালামে পাকের ঘোষণা নিম্নরূপ-  
إِنَّ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ  
অর্থ তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী করি, তখন তারা সালাত কায়ম করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ তাআলার নিমিত্ত সর্ব বিষয়ের পরিণাম সমর্পিত।

কেউ সৎকাজের আদেশ করে নাই বা কেউ মন্দকাজ হতে নিষেধ করে নাই। একথা সাধারণ মানুষের জন্য ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষ মাত্রই বিবেকবান। সে তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৎ কাজ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকবে, এটাই স্বভাবিক। অন্যথায় সে তার নিরেট বিবেকের অবমূল্যায়নের জন্য আল্লাহ তাআলার সমীপে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। তবে আল্লাহ পাক অতিশয় দয়াপরবশ হয়ে যুগে যুগে নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন এবং পরবর্তীকালে আলিমগণের মাধ্যমে সৎকাজের প্রতি আদেশ ও মন্দকাজের প্রতি নিষেধ করার ধারা জারি রেখেছেন।

সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা নবি ও রসুলগণের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মুখে পবিত্র কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে -

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ- যারা অনুসরণ করে সেই উম্মি (নিরক্ষর) রসুলের যার কথা তারা তাদের নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, মন্দকাজ হতে নিষেধ করেন।

নবিদের যুগ অবসানে এ দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদির উপর অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ- আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ একে অপরের বন্ধু-বান্ধব স্বরূপ। তারা সৎকাজের প্রতি আদেশ দেয়, মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরণ করে অচিরেই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। এটা উম্মতে মুহাম্মাদির দায়িত্ব হওয়ার পাশাপাশি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীকও বটে। কুরআন মাজিদের অমোঘ ঘোষণা-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থ-তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে, মন্দকাজ হতে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনবে। যদি আহলে কিতাবগণ ইমান আনয়ন করত তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কতকলোক ইমানদার আছে, আর বেশীর ভাগই তারা ফাসিক।

অতএব শক্তি, সামর্থ্য, দায়িত্ব, নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নিরীখে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৎকাজের প্রতি আদেশ দান ও মন্দকাজ হতে নিষেধ করার বিষয়টি পর্যায় ক্রমে সকলের প্রতি প্রযোজ্য। সুতরাং গোনাহগার হওয়া এড়াতে, আল্লাহ তাআলার ক্রোধে পতিত না হতে এবং অশেষ ছওয়াব লাভ করতে হলে আমাদিগকে সৎকাজ নিজে করা ও অন্যকে আদেশ দেয়া এবং মন্দকাজ হতে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে নিষেধ করা একান্তভাবে উচিত।

হাদিস-২৪৪:

٢٤٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)



তারকিব: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

মিলে জার ও مجرور, কম مجرور, من حرف جار, ضمير هو فاعل, رأى فعل, من حرف الشرط ضمير, فعل فليغير। شرط হল। متعلق ও مفعول, فاعل তার فعل, منكرا مفعول, متعلق جার ও مجرور, ه ضمير مجرور, يد مضاف, ب حرف جار, ضمير هو فاعل, منصوب مفعول মিলে جزاء ও شرط হল। পরিশেষে شرط ও متعلق তার فعل, متعلق جملہ شرطية।

হাদিস-২৪৫:

۲۴۶- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

অনুবাদ: হজরত আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- ওহে মানব সকল- তোমরা এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করে থাক, “হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর, তবে যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।” নিশ্চয়ই আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই মানবগণ যখন কোন মন্দকাজ দেখে অতপর তাকে প্রতিহত না করে, তবে অচিরেই আল্লাহ পাক তার শাস্তির মধ্যে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন। (ইবনু মাজাহ ও তিরমিজি রহ. এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হাদিসে উদ্ধৃত আয়াত ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) অর্থ- “হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।” এর বাহ্যিক অর্থে অনুমিত হতে পারে যে, কেউ ইমান গ্রহণ করলে সে নিজেকে মুক্ত করে ফেলল। অন্যরা কে নেক কাজ করল বা বদ কাজ করল তাতে তার কিছু যায় আসে না। কেননা, সে তো আর অন্যায় কাজের সাথে জড়িত নয়। এমন ভুল ধারণার উদ্বেক হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই অত্র হাদিসের অবতারণা। হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে, মন্দকাজে বাধা দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হতে সৎকর্মশীলরাও মন্দকাজে জড়িতদের সাথে একত্রে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও

গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহা ছিল প্রাথমিক যুগের বিধান। পরবর্তী কালে উক্ত বিধান পরিবর্তন হয়ে মন্দকাজে বাধা দান অত্যাৱশ্যক হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার فتح-يفتح باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : تقرأون  
তোমরা (পু.) পাঠ করছ। অর্থ- مهموز لام جينس ق-ر-أ ماد্দাহ القراءة

معروف نفي فعل مضارع বাহাছ واحد مذكر غائب : لا يضرکم  
ক্ষতি (পু.) সে- অর্থ- مضاعف ثلاثي جينس ض-ر-ر ماد্দাহ الضرر ماسدادر نصر  
করবে না

الإهداء ماسدادر إفتعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : إهتديتم  
হেদায়েত লাভ করলে তোমরা(পু.) অর্থ- معتل ناقص يائي جينس ه-د-ي ماد্দাহ

السمع ماسدادر سمع- يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد متكلم : سمعت  
আমি শুনলাম অর্থ- صحيح جينس س-م-ع ماد্দাহ

, ইহা إفعال باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : يوشك  
নিকটবর্তী হবে। অর্থ- اسم فعل

বাহাছ واحد مذكر غائب : جينس ع-م-م ماد্দাহ العموم ماسدادر نصر-يتصر باب إثبات فعل مضارع معروف  
শামিল করবে (পু.) সে- অর্থ- مضاعف ثلاثي

ع- ماد্দাহ مفاعلة باب اسم جامد : جينس ه- , حرف جار-ب : بعقابه  
শান্তি অর্থ- صحيح جينس ق-ب

ماسدادر سمع- يسمع باب ماضي معروف : سمعت  
আমি শুনলাম অর্থ- صحيح جينس س-م-ع ماد্দাহ السمع

## রাবি পরিচিতি:

## হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু বকর, উপাধি আতিক ও সিদ্দিক, পুরুষদের মাঝে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। তিনি সারা জীবন রসুল (সাঃ) এর সাথে ছিলেন। তিনি রসুলের প্রদান পরামর্শ দাতা ও ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন। তিনি ১০ জন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্যতম। হজরত আবু বকর (রাঃ) রসুলের নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ৩৮ বছর পূর্বে আনুমানিক ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল যুদ্ধে রসুলের সাথে ছিলেন। তারকের যুদ্ধে তিনি তার সকল সম্পদ রসুলের খেদমতে পেশ করেন। তিনি সর্বমোট ১৪২টি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি ১৩ হিজরির ২১ জুমাদাল উখরা রোজ মঙ্গলবার ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে রসুলে করিম (সাঃ) এর পাশেই দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুক। আমিন

## হাদিস -২৪৬:

২৬- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بَيْنَ رَجُلَا تَقْرُضُ شِفَاهَهُمْ بِمَقَارِضٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالتَّبَيُّهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي رَوَايَتِهِ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَأُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَالتَّبَيُّهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

অনুবাদ: হজরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- আমি ইসরার (মি'রাজের) রজনীতে কতক লোকদের দেখলাম তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কতন করা হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন- এরা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, তারা মানুষদিগকে নেক কাজের আদেশ দিত আর নিজেদেরকে নেক কাজ হতে ভুলায়ে রাখত। (শরহু সুন্নাহ ও শুয়াবুল ইমান) ইমাম বায়হাকির শুয়াবুল ইমান কিতাবের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- তারা আপনার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত বক্তাগণ যারা এমন কিছু বলত যা তারা করত না, তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব পাঠ করত কিন্তু তদনুযায়ী আমল করত না।

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

আমলের গুরুত্ব : ইসলাম ধর্মে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমল হীন মুসলমান ফল শূন্য বৃক্ষের মত। আমলই ইমানের পরিচয় বহন করে। আমলহীন ব্যক্তির ইমানের দাবী অসার। তদুপরি যারা অন্যকে আমল করার বিষয়ে আদেশ উপদেশ দেয়, অথচ নিজেরা আমল করে না। তারা জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী।

**শব্দ বিশ্লেষণ):** تحقیقات الألفاظ

### হাদিস-২৪৭:

٢٤٧- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَةَ عَيْنٍ ". قَالَ " فَقَالَ إِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ " (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)



**অনুবাদ:** হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা জিবরীল আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহকারে উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে প্রভু! তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে ব্যক্তি একটি চোখের পলকেও আপনার অবাধ্যতা করেনি। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন অতপর আল্লাহ তাআলা বললেন-তাকে ও অন্যান্য অধিবাসীদেরসহ উক্ত শহর উল্টিয়ে দাও। কেননা, তার মুখমণ্ডল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি। (তবারানি, বায়হাকি)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**: فَإِنْ وَجَّهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةِ قَطٍ**

অর্থ- কেননা তার মুখমণ্ডল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি। বর্ণিত ঘটনায় সারাক্ষণ ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকেও ভালো লোকটি রেহাই পেলনা। তাকেও অন্যায় কারীদের সাথে জমিন উল্টে ধ্বংস হতে হল। এর কারণ একটাই; তাহলো, সে ব্যক্তি হয়তো সময় মত মন্দকাজের প্রতি নিষেধ করলে মানুষেরা এতটা অবাধ্য হয়ে শাস্তির সম্মুখীন হতো না। অগত্যা সে তার দায়িত্ব পালন করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাব দিহি হতে পরিত্রাণ লাভ করত। অথবা, মন্দকাজে বাধা দেয়ার মত সামর্থ্য তার না থাকলেও সে অন্যায়কারীদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের সংশ্রব ত্যাগ করতে পারতো এবং তার মুখে এ অপারগতার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। তার এ অসহায়তা ও অন্যায়ের প্রতি মনের বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শনে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে শাস্তি হতে অবশ্যই রেহাই দিতেন।

**: تَحْقِيقَاتُ الْأَلْفَاظِ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

মাসদার ضرب - يضرب বাব أمر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر : اقلب  
উল্টিয়ে দাও- তুমি(পু.) صحيح জিন্স ق - ل - ب ماد্দাহ القلب

نفي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : لم يعصك  
অর্থ- ناقص يائي জিন্স ع - ص - ي ماد্দাহ العصيان ماسদার ضرب - يضرب বাব  
সে (পু.) অবাধ্য হয়নি।

শহর- صحيح জিন্স م - د - ن ماد্দাহ مدائن / مدن बहुवचन اسم واحد : مدينة

التمعر ماسدার تفعل বাব نفي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : لم يتمعر  
মলিন হয় নি। (পু.) সে অর্থ- صحيح জিন্স م - ع - ر ماد্দাহ

٢٤٨- عَنْ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيبَةُ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهْدَهَا فَكْرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَضِيحَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا " (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

তায়াযেন উহাতে শরীক হল। অত্র হাদিসে মন্দকাজের প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতে হবে, তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। যথা- এক ব্যক্তি সমাজে বসবাস করতে গিয়ে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তাকে মন্দের মধ্যেই বসবাস করতে হয়। অথচ মন্দকাজের প্রতি তার পূর্ণ অনীহা, ক্রোধ ও এটা নির্মূলে সচেষ্ট থেকেও সাধ্য ও সামর্থ্য না থাকার কারণে কাজের কাজ কিছুই করে উঠতে পারেনি। এহেন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক তার ওজর কবুল করে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সে ব্যক্তিযেন উক্ত মন্দের জনপদেই উপস্থিত নেই এমন ভাবে তার সাথে আচরণ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দূরে থেকেও অন্যায়ের প্রতি সমর্থন যোগাবে, অথবা সমাজের এসব অন্যায়ের প্রতিকোন সহযোগিতা তার না থাকলেও সমাজের এসব গর্হিত কাজের প্রতি তার সন্তোষ প্রকাশ পাবে। সে ব্যক্তি দূরে অবস্থান করেও অন্যায়ের ভাগীদার হবে। এবং তাকে উক্ত অন্যায় কাজে উপস্থিত ও শরীক হিসেবে গণ্য করা হবে।

(শব্দ বিশ্লেষণ) : تحقيقات الألفاظ

মাসদার سمع - يسمع باب إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مؤنث غائب ছিগাহ : عملت  
 صحيح জিন্স ع - م - ل মাদ্দাহ العمل তাকে (স্ত্রী) আমল করা হলো ।

গোনাহ- অর্থ ناقص يائي জিন্স خ-ط-ي মাদ্দা خطايا বহুবচন اسم مفرد ছিগাহ الخطيئة

إثبات فعل ماضي معروف باهـ احد مذکر غائب (ها=ضمير منصوب متصل) : کرہا  
 باب صحیح جینس ك - ر۔ الکراهۃ ماسدائر سمع - یسمع  
 کرہا

ضرب - يضرب باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ  
মাসদার المجيبه মাঙ্গাহ - ي - غ - ي - ب মাঙ্গাহ المجيبه

হাদিস-২৪৯:

٢٤٩- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُجَاءُ بِالرَّجُلِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ فِيهَا كَدُورِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ  
عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ كُنْتُ  
أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত উসামা বিন যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে এনে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।  
অতপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যেমনি ভাবে গাধা আটার চাক্কি নিয়ে ঘুরতে থাকে।  
অতপর দোজখবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে বলবে- ওহে অমুক তুমি কি আমাদের সৎকাজের আদেশ  
দিতে না এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে না? সে বলবে আমি তোমাদিগকে ভালো কাজের আদেশ দিতাম  
, অথচ আমি তা করতাম না। আমি তোমাদিগকে মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমি নিজে তা  
করতাম। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ه : فتندلق أقتابه في النار فيدور فيها كدور الحمار برحاه : অর্থ- অতঃপর তার নাড়িগুলি বের হয়ে ঘুরপাক  
খেতে থাকবে যেমনি ভাবে গাধা আটার চাক্কি নিয়ে ঘুরতে থাকে। যারা ভালো কাজের আদেশ করে, অথচ  
নিজে ভালো কাজ করে না, এবং যারা মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, অথচ নিজে মন্দ কাজ করে বেড়ায়।  
এহেন ব্যক্তিকে কিয়ামতে দোজখে যে শাস্তি দেয়া হবে তার একটির বর্ণনা হাদিসে উল্লেখিত অংশে দেয়া  
হয়েছে। পূর্বকালে মেশিনারিজ আবিষ্কারের পূর্বে আটা পিসতে আটার চাক্কি ঘুরানোর জন্য গাধা ব্যবহার করা  
হত। গাধা সারাক্ষণ বৃত্তাকারে ঘুরে আটার চাক্কি ঘুরানোর মাধ্যমে আটা তৈরী করা হত। উপরোক্ত বক্তাদের  
পেটের নাড়িভুড়িও দোজখে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যা বাইরে থেকে দেখা যাবে। এতদর্শনে অন্যরা  
তাদেরকে তিরস্কার করবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ  
মাসদার المجيب المجيبه মাঙ্গাহ - ي - ج - ي - ع মাঙ্গাহ المجيب

তন্দلق : إنبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : হিগাহ  
 الإندلاق : صحيح জিন্স - د - ل - ق. ماد্দাহ

أقتاب : هিগাহ اسم جمع একবচন قتب ماد্দাহ - ت - ب صحيح জিন্স - ق - ت - ب  
 الاجتماع : هিগাহ مفت مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هيجمع  
 ماد্দাহ : صحيح জিন্স - ج - م - ع. একত্রিত করছে।

نصر-ينصر : إنبات فعل ماضي إستمراري معروف বাহাছ واحد متكلم : كنت أمر  
 আসদার : مهموز فاء جিন্স - أ - م - ر. ماد্দাহ الأمر

نفي : نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد متكلم (ه= ضمير منصوب متصل) : لا آتیه  
 ضرب : مركب جিন্স - أ - ت - ي ماد্দাহ الإتيان আসদার ضرب

হাদিস-২৫০:

٢٥٠- عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُذْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذُّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأَسَا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتُّوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ؟ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكَوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

অনুবাদ: হজরত নো'মান বিন বাশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ সীমারেখার মধ্যে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তি এবং উহার মধ্যে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল, কোন কওম জাহাজে আরোহন করল, অতপর কতক নিচতলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান নিল। অতপর যারা নিচতলায় ছিল, তারা উপরের তলা হতে পানি আনত। তাতে উপরের তলার লোকেরা কষ্টবোধ করল। সুতরাং নিচতলার একজন একটি কুড়াল নিয়ে জাহাজের তলা খুঁড়তে আরম্ভ করল। এটা দেখে তারা বলল, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, তোমরা কষ্ট বোধ করছ? অথচ আমার পানি প্রয়োজন। যদি তারা তার হাত ধরে তাকে বাধা দেয়, তবে তারা তাকে বাচাবে এবং নিজেরাও পরিত্রাণ পাবে। আর যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ:

#### দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বর্ণনা :

একটি দোতলা জাহাজ। আরোহীগণ দোতলা নিচতলা সবখানে অবস্থানরত। জাহাজটি নদীপথে গন্তব্যের দিকে ধাবমান। মাঝনদীতে জাহাজটি চলমান। জাহাজে পানীয় পানির ব্যবস্থা রয়েছে দোতলায়। নিচতলার যাত্রীরাও দোতলা হতে পানি সংগ্রহ করে। এতেদোতলার যাত্রীরা নিচতলার যাত্রীদের উপর ক্ষুব্ধ হল। নিচতলার জনৈক যাত্রী তার পানির প্রয়োজনে জাহাজের তলা ছিদ্র করে নদীর পানি সংগ্রহের দৃর্বুদ্ধি আটলো। এখন যদি তাকে একাজ করতে বাধা দেয়া হয়। তবে সকলের প্রাণ রক্ষা পাবে আর যদি বাধা দেয়া না হয় তবে ঐ লোকটিসহ সকলের সলিল সমাধি ঘটবে। তদ্রূপ দুনিয়া একটি জাহাজ বিশেষ। আর দুনিয়াবাসী যাত্রী তুল্য। এদের একজনের অন্যায় আচরণ সকলের মুসীবতের কারণ হতে পারে। তাই অন্যায় কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণকারীকে বাধা প্রদান করে সকলকে মুসিবত হতে রক্ষা করতে হবে।

#### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

د - ه - ن - الإدهان ماسدار إفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر خيگاه : مدهن

জিন্স صحيح অর্থ- সে(পু.) শিখিলতা কারী।

استهموا ماسدار استفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب خيگاه : استهموا

তারা (পু.) ইচ্ছা করল। مضاعف জিন্স ه - م - م. مাদাহ الإستهام

التأذي ماسدار تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب خيگاه : تأذي

তারা (পু.) কষ্ট পেল। مركب জিন্স أ - ذ - ي. مাদাহ

أسفل ماسدار سمع - يسمع باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر خيگاه : أسفل

অপেক্ষাকৃত নিচু। صحيح জিন্স س - ف - ل.

نجوا ماسدار نصر - ينصر باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب خيگاه : نجوا

তারা (পু.) পরিত্রাণ পেল। ناقص يائي জিন্স ن - ج - ي. مাদাহ النجاة

الإهلاك ماسدار إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذکر غائب خيگاه : أهلكوا

ধ্বংস করল। صحيح জিন্স ه - ل - ك. مাদাহ

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. কী ?

- ক. গর্হিত কাজ দেখে দূরে পালিয়ে যাওয়া।
- খ. গর্হিত কাজের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা।
- গ. গর্হিতকাজকে প্রতিহত করতে মনে মনে পরিকল্পনা করা।
- ঘ. গর্হিত কাজ দেখে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন মহলকে অবহিত করা।

২. গর্হিতকাজ প্রতিরোধ না করলে কী শাস্তি হবে ?

- ক. ভালোকাজ বাধাগ্রস্ত হবে।
- খ. জাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।
- গ. সকলে শাস্তির সম্মুখীন হবে।
- ঘ. মন্দকাজ ভালোকাজের স্থান দখল করে নিবে।

৩. আগুনের কাঁচি দ্বারা কাদের জিহ্বা কর্তন করা হবে ?

- ক. গালি-গালাজ করে।
- খ. মুখে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে।
- গ. হারাম খাদ্য পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করে।
- ঘ. যারা অন্যদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, অথচ নিজেরা আমল করেনা।

৪. لَمْ يَعْصِكَ শব্দটি বাব কী ?

- ক. نصر - ينصر
- খ. ضرب - يضرب
- গ. سمع - يسمع
- ঘ. فتح - يفتح

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আলি হায়দার বাজারে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেখতে পেল, এক ব্যক্তি চুপিসারে আরমান সাহেবের আম বাগান হতে আম পেড়ে বস্তাবন্দী করছে। সে তৎক্ষণাত ফোন করে বিষয়টি আরমান সাহেবকে জানাল। তিনি লোকজন নিয়ে এসে চোরকে হাতে নাতে ধরে থানায় সোপর্দ করলেন।

৫. আলী হায়দারের কাজটি কান পর্যায়ে?

ক. الامر بالمعروف

খ. النهي عن المنكر

গ. الطاعة لأولى الأمر

ঘ. تبليغ الدين

৬. আলি হায়দার আরমান সাহেবকে বিষয়টি না জানালে সে নিজেও

- i. চোর হিসেবে সাব্যস্ত হত
- ii. চোরের সহযোগী হিসেবে গণ্য হত
- iii. নাহি আনিল মুনকার না করার দায়ে দায়ি হত

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর জবাব দাও:

সমাজে এমন বক্তা আছে যারা সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ নসিহত করে মানুষকে হাঁসিয়ে কাঁদিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কুরআন হাদিসের আলোচনা শুনিতে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও আত্মহ সৃষ্টি করে। মুনাযাতে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়ী করে তোলে। মাতাপিতার খেদমতসহ সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন সুনামগরিক গড়তে সাহায্য করে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তারা নিজেরা এর উপর আমল করেনা, বরং অর্থ উপার্জন তাদের মূল উদ্দেশ্য।

(ক) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সর্বমোট কতটি হাদিস বর্ণনা করেন।

(খ)  $يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ$  হাদিসাংশের এর মর্মার্থ লিখ ?

(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের কী ভয়াবহ পরিণামের কথা হাদিসে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্তাদের সংশোধনের জন্য কী করণীয়? কুরআন ও হাদিসের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

## বাইশতম অধ্যায়

### باب الأطعمة

## খাদ্যবস্তু সম্বন্ধীয় অধ্যায়

খাদ্য ও পানীয় বস্তু মানুষের মৌলিক ও জৈবিক চাহিদার অন্তর্গত। শরীরকে সুস্থ, সতেজ ও কর্মক্ষম রাখতে হলে যথা সময়ে ও নিয়ম মারফিক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা অপরিহার্য। শরীর সুস্থ না থাকলে ঠিক মত ইবাদত-বন্দেগীও করা যায় না। ইসলামি শরিয়তে খাদ্য ও পানীয় উপার্জন, গহণ ও উহার ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বহু বিধান রয়েছে। যা প্রতিপালন না করা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তদীয় রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্যতার শামিল।

খাদ্য ও পানীয় হতে হবে বৈধ পন্থায় উপার্জিত। তাতে সুদ, প্রতারণা, অপহরণ, অন্যায় ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকবে না। সাথে সাথে উহা হবে হালাল। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বস্তু যথা- মৃত জন্তু, শুকর, মদ, হিংস্র জন্তু, নখওয়ালা পক্ষী ও মাদকযেমন খাদ্য পানীয় হবে না। হালাল ও বৈধ খাদ্য-পানীয় গ্রহণেরও রয়েছে বিশেষ নিয়ম। যথা- ডান হাত দ্বারা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিজ কোলের পাশ হতে খাদ্য গ্রহণ করা, অপচয়-অপব্যয় না করা, খাদ্য-পানীয় গ্রহণের প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, উদর পূর্তি করে না খাওয়া ও দাঁড়িয়ে খানা-পিনা না করা ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু খাদ্য-পানীয় হজরত নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহায্যে গ্রহণ করা বা পছন্দ করার কারণে তা মর্যাদাপূর্ণ খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন- মধু, দুধ, আজওয়া খেজুর, কদু ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। খাদ্য-পানীয় দ্রব্যের এসব বিধান মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত ওহাদিস শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

কিসে মানবতার কল্যাণ হবে আর কিসে মানুষের জন্য অকল্যাণ আছে তা রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ জাল্লা শানুহুই সম্বন্ধে অবগত। তাই শরিয়ত প্রবর্তিত বিধি-বিধানসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানব কল্যাণে নিবেদিত। কোন বিধানে কী রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে তা গবেষণার দাবী রাখে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এ যুগে শরিয়তের অনেক বিধানের কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে। যথা- কুকুরের লালার বিষক্রিয়া নষ্ট করতে মাটির কার্যকারিতা, মধু ও খেজুরের খাদ্যগুণ, পেট পুরে না খাওয়ার উপকারিতা ইত্যাদি চিরন্তন সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই খাদ্য-পানীয়সহ সকল বিষয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান নির্দিষ্ট মান্য করে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে এবং বহুবিধ অকল্যাণ হতে রক্ষা পেতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হাদিস-২৫১:

২৫১- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدَيَّ تَطْيِشُ فِي الصَّفْحَةِ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَمَّ اللَّهُ وَكُلَّ بِيَمِينِكَ وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ " ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )



**অনুবাদ:** হযরত ওমর ইবন আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যাবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোড়ে পালিত ছিলাম। আমার হাত খাদ্য গ্রহণের সময় পাত্রের সবখানে ঘুরত। অতপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বিসমিল্লাহ বোলো এবং ডান হাত দিয়ে খানা খাও এবং তোমার নিকটবর্তী প্রাপ্ত হতে খাদ্য গ্রহণ কর। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**খানা পিনার আদব :**

খানা খাওয়া বা পানীয় পান করার ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে বেশ কিছু নিয়ম বা শিষ্টাচার যা প্রতিপালন করা প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলামানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। অত্র হাদিসে তন্মধ্যে তিনটি আদব উল্লিখিত হয়েছে।

১. খানা-পিনার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা,
২. ডান হাত দিয়ে খাওয়া বা পান করা,
৩. নিজের কোলের দিক হতে খানা খাওয়া।

**অন্যান্য আদবসমূহের মধ্যে রয়েছে-**

৪. পেট পুরে না খাওয়া,
৫. সুনাত তরিকা মোতাবেক বসে খাওয়া,
৬. আংগুল ও থালা-বাসন চেটে খাওয়া,
৭. খানা-পিনা শেষে আলহাম্দু লিল্লাহ বলা,
৮. খাবার পূর্বে হাত ধোয়া,
৯. খানা-পিনার সময়ে কথা না বলা,
১০. একত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্যদেয়া
১১. খানার অপচয় না করা ,
১২. পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে পরিস্কার করে খাওয়া ইত্যাদি।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**ضرب-يضرِب** বাব **إثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مؤنث غائب** : **تطيش** মাসদার **الطيش** মাদ্দাহ **ش. ط-ي-ي** জিন্স **أجوف يائي** অর্থ- সে এদিক ওদিক ঘুরছে।

**التسمية** মাসদার **تفعيل** বাব **أمر حاضر معروف** বাহাছ **واحد مذكر حاضر** : **سم** মাদ্দাহ **ناقص يائي** জিন্স **س-م-ي** অর্থ- তুমি বিসমিল্লাহ বল।

الأكل ماسدادر نصر- ينصر- باب أمر حاضر معروف باهاض واحد مذكر حاضر : كل  
মাদাহ. (পু.) খাও। অর্থ- مهموز فاء جينس أ-ك-ل.

إثبات مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب (ك= ضمير منصوب متصل) : يليك  
অর্থ- لفيف مفروق جينس و-ل-ي. مাদাহ. الولاء ماسدادر ضرب - يضرب باب فعل  
সে (পু.) নিকট বর্তী হচ্ছে।

রাবি পরিচিতি :

হজরত উমার ইবনে আবু সালামা (رضي الله عنه) : উমার ছোট বেলায় তার পিতা আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মাখবুবী এর ইনতিকালের পর রসূল (ﷺ) এর ঘরে লালিত পালিত হন। তাঁর মাতা উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা পরে রসূল (ﷺ) এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় হিজরিতে হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রসূল (ﷺ) এর ইনতিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল নয় বৎসর। তিনি ৮৩ হিজরিতে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতের সময় মদিনায় ইনতিকাল করেন। তিনি রসূল (ﷺ) এর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিস -২৫২:

٢٥٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّفْحَةِ وَقَالَ " إِنْكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ ؟ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের আঙ্গুল ও খানার পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই তোমরা জানো নাযে, খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

؟ إِنْكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ : অর্থ- হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- নিশ্চয়ই তোমরা জানো নাযে, খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে। আংগুল ও থালা চেটে খাওয়ার কারণ হিসেবে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বলেছেন। এ কথার মর্মার্থ এইযে, খানা খেয়ে শুধু উদর পূর্তি করলেই হবে না। খাদ্য শরীরের জন্য উপকারী হওয়ার নিমিত্তে উহাতে আল্লাহ তাআলার বরকত থাকা আবশ্যক আর এ বরকত খানার কোন্ অংশের মধ্যে আছে তা কারো জানা নেই। তাই বরকত পাওয়ার জন্য খাদ্যের পূর্ণটুকু খাওয়া প্রয়োজন। তাই পূর্ণটুকু খাওয়ার স্বার্থেই আংগুল ও থালা চেটে খেতে হবে। তবে ধুয়ে খেলেও যেহেতু উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাই থালা ও হাত ধুয়েও পান করা যেতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

নصر- যিন্স বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ আমর

মহমুজ ফায জিন্স অ-ম-র. মাদ্দাহ الأمর

আংগুল সমূহ- الإصبع এক বচন اسم - جمع : ছিগাহ الأصابع

ضرب - যিন্স বাব نفي فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ لاتدرون

নাক্স য়াঈ য়াঈ জিন্স দ-র- যি মাদ্দাহ الدراية

বরকত- صحيح যিন্স ব-র-ক. মাদ্দাহ البركات বহু বচন اسم مفرد : ছিগাহ البركة

হাদিস-২৫৩:

٢٥٣- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعِقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট তার প্রত্যেক বিষয়ে উপস্থিত থাকে। এমনকি তার খাদ্য গ্রহণের সময়ও উপস্থিত থাকে। যখন কারো এক টুকরা খাদ্য পড়ে যায়, তখন সে যেন উহার ময়লা দূর করে খেয়ে নেয়। যেন সে উহা শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর যখন খানা খাওয়া শেষ করে তখন যেন তার আংগুল চেটে খায়। কেননা সে জানেনা তার কোন্ খাদ্যের মধ্যে বরকত রয়েছে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

ولا يدعها للشيطان : হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- পড়ে যাওয়া খাদ্যযেন কেউ শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। রবং উহা উঠিয়ে কোন ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নিবে। উহা না উঠিয়ে পড়া অবস্থায় রেখে দিলে উহা শয়তানের জন্য রাখা হবে। কেননা শয়তান মানুষের সর্ব কাজে উপস্থিত থেকে তার দ্বারা শরিয়তের খেলাফ কাজ করায় থাকে। খানা-পিনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। আর এমনও হতে পারে যে পড়ে যাওয়া খাদ্যের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার বরকত থাকতে পারে, সুতরাং উহা উঠিয়ে না খেলে খানার বরকত হতে বঞ্চিত হতে হবে। যা খানা খাওয়ার উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে। সুতরাং পড়ে যাওয়া খাদ্য যেন উঠিয়ে খাওয়া যায় এবং তাতে যেন কোন ময়লা লাগতে না পারে তজ্জন্য খাদ্য না পড়ার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং পরিচ্ছন্ন দস্তুরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া যেতে পারে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

يَحْضُر - ينصر - বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : يَحْضُر  
উপস্থিত হচ্ছে। (পু.) অর্থ- صحيح جينس - ح - ض - ر. مাদাহ الحضور

ط - ع - م . مাদাহ أطعمة বহুবচন اسم مفرد ( ه = ضمير مضاف إليه ) : طعامه  
খাদ্যবস্তু অর্থ- صحيح جينس

يَنْصُر - ينصر - বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : سقطت  
পতিত হল। অর্থ- صحيح جينس - س - ق - ط. مাদাহ السقوط

إِفْعَال - বাব امر غائب معروف বাহাছ واحد مذكر غائب (فاء = جزائية) : فليمط  
সে যেন তা পরিষ্কার করে। অর্থ- أجوف يائي جينس - ي - ط . مাদাহ الإماطة

بَاب نَهْي غَائِبٍ مَعْرُوفٍ বাহাছ واحد مذكر غائب : لا يدعها  
সে যে তাকে না ছাড়ে। অর্থ- مثال واوي جينس - و - د - ع. مাদাহ الودع ماسদার فتح - يفتح

يَسْمَع - يسمع - বাব امر غائب معروف বাহাছ واحد مذكر غائب (فاء = جزائية) : فليلق  
যে যেন উহা চেষ্টে খায়। অর্থ- صحيح جينس - ل - ع - ق. مাদাহ اللعق ماسদার

হাদিস - ২৫৪:

٢٥٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِلَّا إِشْتَهَاهُ  
أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হজরত নবি আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। যদি তিনি উহার প্রতি আত্মহী হতেন তবে উহা ভক্ষণ করতেন। আর যদি উহা অপছন্দ করতেন তবে উহা রেখে দিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

অর্থ- হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। এটা ছিল মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি আদর্শ চরিত্র। কেননা, খাদ্য দ্রব্য মাদ্রুই আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক, দোষ বর্ণনা করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকেই দোষারোপ করা হয়। তাছাড়া খাদ্য রান্না বা পরিবেশনের কারণেও দোষ যুক্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে দোষ বললে তা বাবুর্চি ও দাওয়াতকারী ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। অথবা একজন দোষ বললে অন্যরা উক্ত খাদ্য খাওয়ার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতে পারে। তাতে খানা অপচয় হতে পারে। তাই ধনী-দরিদ্র সকলকে অত্র অনুপম আদর্শ গ্রহণ করে খানার দোষ বলা হতে বিরত থাকা উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

মাসদার ضرب-يضرب বাব فاعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ : ماعاب

সে (পু.) দোষারোপ করল না। অর্থ- معتل أجوف يائي জিন্স -ع-ي-ب. মাদ্দাহ العيب

إثبات فاعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ ( = ضمير منصوب متصل ) : إشتهاه

সে আগ্রহ করল অর্থ- ناقص يائي জিন্স -ش-ه-ي মাদ্দাহ الإشتهاء মাসদার إفتعال বাব

إثبات فاعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ ( = ضمير منصوب متصل ) : كرهه

সে অপছন্দ করল। অর্থ- صحيح জিন্স -ك-ر-ه. মাদ্দাহ الكراهة মাসদার فتح-يفتح বাব

إثبات فاعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : ছিগাহ ( = ضمير منصوب متصل ) : تركه

সে ত্যাগ করল অর্থ- صحيح জিন্স -ت-ر-ك. মাদ্দাহ الترك মাসদার نصر-ينصر বাব

হাদিস-২৫৫:

٢٥٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مَحْمَةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِيَعُضِ الْحَزَنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তালবিনা (আটা,পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়) রুগ্ন ব্যক্তির অন্তকরণের জন্য আরামদায়ক। ইহা কতক চিন্তা দূরীভূত করে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

التلبينة محمة لفؤاد المريض : অর্থ- তালবিনা হলো- আটা,পানি ও তেল দ্বারা পাকানো এক প্রকার তরল পানীয়। ইহা রুগ্ন ব্যক্তির অন্তকরণের জন্য আরামদায়ক। তালবিনা হাদিসে বর্ণিত একটি মহৌষধ, যা শোকাহত লোকদের জন্য শোকের পরিমাণ লাঘব ও শরীর রক্ষার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক। মূলত মানুষের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ এবং উহার উপকার বহুলাংশে শারীরিক ও মানসিক স্থিতি অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই শারীরিক মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে যে খাদ্য সহজে গ্রহণ করা যায় এবং যা দ্রুত শরীরের সাথে মিশে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তা গ্রহণ করাই যুক্তি যুক্ত। এ ক্ষেত্রে তালবিনা নামক পানীয় জাতীয় খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ ও মানসিক প্রশান্তি আনয়নে খুবই ফলদায়ক। কেননা ইহা তরল হওয়ার কারণে অনায়াসেই গিলে ফেলা যায় এবং স্বল্প সময়ে শরীরের সাথে মিশে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

السمع ماسدادر سمع-يسمع باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد متكلم : هـ : سمعت  
 آمي شولام -أর্থ صحيح جينس س-م-ع ماداه  
 ماسدادر نصر- ينصر باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مذكر غائب : هـ : يقول  
 (পু.) সে -أর্থ أجوف واوي جينس ق-و-ل. ماداه القول  
 দুধের মত -أর্থ صحيح جينس ل-ب-ن ماداه تفعيل باب اسم مصدر : هـ : التليينة  
 সাদা এক প্রকার আটা তেল ও পানি দ্বারা রান্না করা তরল খাদ্য ।  
 ماسدادر إفعال باب إثبات فعل مضارع معروف باهاح واحد مؤنث غائب : هـ : تذهب  
 (স্ত্রী) নিয়ে যায়/ দূরীভূত করে । -أর্থ صحيح جينس ذ-ه-ب. ماداه الإذهاب

হাদিস-২৫৬:

٢٥٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ .  
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

অনুবাদ: হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধুর গুণাগুণ :

মধু আল্লাহ তাআলার এক অপার নিয়ামত। যাতে রয়েছে সকল রোগের শিফা বা আরোগ্য। আল্লাহ তাআলার এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে ফুলের নির্যাস সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মধু বানিয়ে থাকে। মধুচাক থেকে সেই মধু সংগ্রহ করে মানুষেরা খায়, ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার করে। মধু বেহেশতী খাদ্য। জান্নাতের চারটি নহরের মধ্যে একটি হবে মধুর নহর। মধু মিষ্টান্ন জাতীয় পানীয়ের মধ্যে সর্বাধিক মিষ্টি। আর মিষ্টি মানেই শর্করা। যা যেকোন খাদ্য হতে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি লাভ করে। সুতরা অন্য সব খাদ্য হতে মধু ও মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে শর্করা অনায়াসেই শরীর গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাই অতি দ্রুত খাদ্যের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার নিরীখে এ দুটি খাদ্য ও পানীয় মিষ্টি ও মধুকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌক্তিক ভাবেই পছন্দ তালিকার শীর্ষে রেখে ইসলামের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে সম্মুখ করেছেন।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ماسدادر نصر- ينصر باب إثبات فعل ماضي معروف باهاح واحد مؤنث غائب : هـ : قالت

। বলল (স্ত্রী) সে - অর্থ صحيح জিন্স -ق- و- ل- মাদ্দাহ القول

إفعال باب إثبات فعل ماضي إستمراري معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ : كان يجب

মাসদার الإحباب মাদ্দাহ -ب- ب- ح- ج- ه- ا- মাদ্দাহ

হাদিস-২৫৭:

٢٥٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-আজওয়া জাতীয় খেজুর জান্নাত হতে এসেছে। এতে বিষক্রিয়া হতে আরোগ্য রয়েছে। আর মশরুম মান্না (বণী ইসরাইলদের প্রতি এক প্রকার আসমানি খাদ্য) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের রোগের জন্য উপশম। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

العجوة من الجنة : হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আজওয়া শ্রেণির খেজুর গাছ জান্নাত থেকে এসেছে। আর জান্নাতি খেজুর গাছ হিসেবে অন্যান্যখেজুরের তুলনায় আজওয়া খেজুর বেশী উপকারী হওয়াই স্বাভাবিক। হাদিসে বর্ণিত আজওয়া খেজুরের উপকার বৈজ্ঞানিক ভাবেও প্রমাণিত। মূলত সব নেয়ামতই যেমন আল্লাহ প্রদত্ত তেমনি জান্নাতি নেয়ামতের দুনিয়াবী সংস্করণ। তন্মধ্যে আজওয়া খেজুর বিশেষভাবে মহিমান্বিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

আরোগ্য - অর্থ ناقص يائي জিন্স -ش- ف- ي- মাদ্দাহ اسم مصدر : ছিগাহ شفاء

الصلوة مাসদার تفعليل باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ছিগাহ صلي

মাসদার -ب- ب- ح- ج- ه- ا- মাদ্দাহ -ل- ي- مাদ্দাহ

হাদিস-২৫৮:

٢٥٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضْرَاتٍ مَنْ يَقُولُ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِي مِنْ لَا تُنَاجِي ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

**অনুবাদ:** হজরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি রশুন বা পিয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন সে যেন আমাদের মসজিদ হতে দূরে থাকে, অথবা যেন সে বাড়ীতে বসে থাকে। আর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে একটি পাত্র আনা হল যাতে সবুজ বকুল শ্রেণির খাদ্য ছিল, তিনি তাতে এক প্রকার দ্রাণ পেলেন। অতপর তিনি উহা তাঁর কোন সাহাবির নিকট নিতে বললেন এবং বললেন, তুমি খাও কেননা আমি এমন একজনের সংগে গোপনে কথা বলি যার সংগে তুমি বল না। (বুখারি ও মুসলিম)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**পিয়াজ-রশুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া :**

পিয়াজ, রসুনসহ কিছু ফল, শাক, তরকারী ও মসল্লা আছে যা খেলে মুখে উহার দ্রাণ লেগে থাকে। বিশেষ করে কাঁচা পিয়াজ ও রসুনে এক প্রকার দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় যা মানুষ ও ফেরেশতাদের জন্য বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি করে থাকে। যেহেতু মসজিদে নামাজরত অবস্থায় বান্দা আল্লাহ তাআলার দরবারে দাঁড়িয়ে মহান প্রভুর সংগে আলাপে লিপ্ত থাকে, ফেরেশতারাও মুসল্লিদের সাথে সাথে থাকে এবং জামাতে উপস্থিত লোকজনও থাকে। তাই এ সব দুর্গন্ধ দ্বারা যেন কারো বিরক্তির কারণ হতে না হয় তজ্জন্য এগুলি দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক মসজিদে যাওয়া মাকরুহ ঘোষণা করা হয়েছে। আর মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নামাজের ভিতরে ও বাইরে সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সাথে গোপন কথাবার্তা তথা ওহি ও মুনাযাতে লিপ্ত থাকতেন তাই তিনি কোন প্রকার দুর্গন্ধকে সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলতেন।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

أمر غائب معروف واحد مؤنث غائب (না= ضمير منصوب متصل) : ليعتزلنا

সে যেন বিরত থাকে - صحيح জিন্স -ع- -ز- ل. مادداه العزل ماسدادر ضرب - يضرب

القعود ماسدادر نصر - ينصر أمر غائب معروف واحد مذکر غائب : ليقعد

মাদদাহ -ع- -د. صحيح জিন্স -ق- -ع. د. مادداه

أمر حاضر معروف جمع مذکر حاضر (হা= ضمير منصوب متصل) : قربوها

বাব -توهمرا নিকটবর্তী কর। صحيح জিন্স -ق- -ر- ب. مادداه التقريب ماسدادر تفعيل

المناجاة ماسدادر مفاعلة باب إثبات فعل مضارع معروف واحد متکلم : أناجي

মাদদাহ -ي. ن- -ج- ي. مادداه

**হাদিস-২৫৯:**

٢٥٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَشْرِبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " رَوَاهُ الترمذي.



**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন বান্দার প্রতি এ জন্য যে, সে খানা খেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে এবং পানীয় পান করে আল্লাহ তাআলার গুণকৃতন করবে। অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ বলবে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**খাদ্য-পানীয় গ্রহণ শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা:**

আলহামদুলিল্লাহ অর্থ- সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে। সকল নেয়ামতের মালিক যেমন আল্লাহ। তেমনি সকল প্রশংসার পাওয়ার হকদারও আল্লাহ জাল্লা শানুহু। জীব জগতের জন্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ অপরিহার্য। খাদ্য-পানীয় ছাড়া জীবন অকল্পনীয়। খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যের উপাদান সবই আল্লাহ তাআলার দান। তারপর খাদ্য উপার্জন ও গ্রহণের ক্ষমতাও আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং সংগত কারণেই খাদ্য-পানীয় গ্রহণ শেষে আল্লাহ তাআলার স্তুতি গাওয়া তথা আল হামদুলিল্লাহ বলা ইমানের দাবী। কোন মুসলমান এটা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**سمع -** باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب (ل = للتاكيد) : ليرضى  
 অর্থ- সে অবশ্যই সন্তুষ্ট হচ্ছে  
 ناقص يائي جينس ر-ض-ي. ماسدار الرضاء ماسدار يسمع

**سمع - يسمع** باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : يحمد  
 অর্থ- (পু.) প্রশংসা করছে।  
 صحيح جينس ح-م-د ماسدار الحمد

**হাদিস-২৬০:**

٢٦٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَتَنَسَّى أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

**অনুবাদ:** হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-যখন তোমাদের মধ্যে কেউ খানা খায়, অতপর খানা খেতে আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়, সে যেন বলে, " بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " আমি খানার শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলার নিয়ে আরম্ভ ও শেষ করছি। (ইমাম তিরমিজি ও আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

## ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

খানা-পিনার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে মাঝপথে স্মরণ হলে " بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ " বললে প্রথমে না বলার ক্ষতি পূরণ করে পূর্ণ বরকত হাসিল হওয়া বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার অসীম করুণার বহিঃপ্রকাশ। মুসলমান মাত্রই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ও নামে সব কাজ করে থাকে। তথাপি স্মরণ থাকা অবস্থায় আল্লাহ নামে শুরু করিলাম বলার দ্বারা প্রথমত বান্দার ইমান দারী প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত উক্ত কাজে শয়তানের অনুপ্রবেশ রোধ হয়। তৃতীয়ত আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত হাসিল হয়। তাই কোন কারণে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলেও স্মরণ হওয়া মাত্র " بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ " বলে উহা শুধরিয়ে নেয়া উচিত।

## শব্দ বিশ্লেষণ (تحقيقات الألفاظ):

سمع - বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب (ف = للعطف) : فني  
 ১। সে ভুলে গেল। অর্থ- ناقص يائي জিন্স -ن- س- ي. মাদ্দাহ النسيان মাসদার يسمع

إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب (أن = ناصبة للمضارع) : أن يذكر  
 ২। সে স্মরণ করবে। অর্থ- صحيح জিন্স -ذ- ك- ر মাদ্দাহ الذكر মাসদার نصر- ينصر বাব

## হাদিস-২৬১:

٢٦١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি খানা খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন- " الحمد لله "

الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين (অর্থ- আল্লাহ তাআলার জন্য সব প্রসংসা যিনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করায়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।) (ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

খানা শেষের দোআ :

খানার শেষে দোআ পড়া হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিছু ইবাদত আছে, যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা করতে হয়। মুখ অঙ্গ দ্বারা যে ইবাদত করা হয় তন্মধ্যে তেলাওয়াত ও দোআ অন্যতম। নামাজে তেলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত

সময় রয়েছে। তাছাড়া ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অন্য সময়েও তেলাওয়াত করা যায়। তদ্রূপ দোআর জন্যও রয়েছে বিশেষ সময়। নির্ধারিত সময় ছাড়াও অনির্ধারিত দোআ সব সময় করা যায়। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তাই খানা শেষে নির্ধারিত দোআ পড়ে শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب (না= ضمير منصوب متصل) : أطلعنا

বাব আসদার الإطعام মাদ্দাহ-ع-ম-ط জিন্স صحيح অর্থ-সে আমাদেরকে খানা খাওয়াল

الإسلام আসদার إفعال বাব اسم فاعل বাহাছ جمع مذكر (حالت نصبي) : مسلمين

মাদ্দাহ-س-ল-ম জিন্স صحيح অর্থ- তারা (পু.) ইসলাম গ্রহণকারী।

হাদিস-২৬২:

٢٦٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُتِيَ بِقُصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন যে, হজরত রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক পেয়ালা ছারীদ (এক প্রকার মিষ্টান্ন খাদ্যদ্রব্য) আনা হল। তখন তিনি বললেন-তোমরা ইহার পার্শ্ব হতে খাও, মধ্যখান হতে খেয়ো না। কেননা বরকত উহার মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হয়। (ইমাম তিরমিজি, ইবনু মাজাহ ও দারেমি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি বলেছেন- এ হাদিসটি হাসান ও সহিহ।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

"البركة تنزل في وسطها" অর্থ- বরকত খানার পাত্রের মধ্যখানে অবতীর্ণ হয়। খানার বরকত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরকত হলে মানুষ অল্প খানায় পরিতৃপ্ত হয়, অল্প খানা দ্বারা বহু লোকে ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হয় এবং খাদ্যের দ্বারা শরীরের উপকার তরাশিত হয়কোন ক্ষতি হয়না। আর এ বরকত সাধারণত খাবার সময়ে নাজিল হয়। এবং পাত্রের মধ্যখানে নাজিল হয়। তাই খানা খাওয়ার সময়ে এক পার্শ্ব হতে খেতে বলা হয়েছে। প্রথমেই বরকত নাজিলের স্থান মধ্যভাগ খালী করতে নিষেধ করা হয়েছে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ضرب-يضرב বাব إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب : أتي

মাসদার الإتيان মাদাহ - ت- ي. ناقص يائي جينس - ت- ي. তাকে আনা হল।

জوانب صحيح ج- ن- ب مাদাহ جانب এক বচন اسم جمع ছিগাহ : جوانب

মাসদার نصر - ينصر باب نهي حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر ছিগাহ : لا تأكلوا

। থেয়ো না (পু.) তোমরা - تومرا مهورف ج- ن- ب مাদাহ ل- ك- ل الأكل

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب ছিগাহ : تنزل

সে (স্ত্রী.) অবতরণ করল। - ت- ي. صحيح ج- ن- ز- ل مাদাহ النزول

তারকিব: إِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا

, في حرف جار , ضمير هي فاعل , تنزل فعل , , البركة اسم ان , ان حرف مشبه بالفعل

মিলে مجرور ও جار , مجرور مضاف و مضاف اليه , ها مضاف اليه আর وسط مضاف

। হয়েছে خبر ان হয়ে جملة فعلية মিলে متعلق ও فاعل তার فعل । এর সাথে فعل হয়েছে متعلق

। হল جملة اسمية মিলে خبر ও اسم তার ان পরিশেষে

হাদিস-২৬৩:

٢٦٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالتَّرِيدُ مِنَ الْحَبِّسِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অতি প্রিয় খাদ্য ছিল বুটির ছারিদ (বুটি, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) এবং হাইস জাতীয় ছারিদ (খেজুর, পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য)। (ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

ছারিদ প্রকারের খাদ্য প্রিয় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদেরকে ছারিদ প্রস্তুত প্রণালীর দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করতে হবে। الثريد (ছারিদ)

হল বুটি অথবা খেজুরের সাথে পনীর ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য। আমাদের দেশে চাল দ্বারা বিরিয়ানী, পোলাও জাতীয় উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ঘি বা তেল একটি অপরিহার্য উপাদান। তেল বা ঘিয়ের সংস্পর্শে খাদ্য যেমন হয় উপাদেয় তেমনি হয় সুস্বাদু। তাই খেজুর ও বুটির সাথে ঘি ও পনীর মিশ্রিত করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছারিদ তৈরী করলে তা হয় সুস্বাদু, উপাদেয় ও রুচিবোধক। পাশাপাশি তাতে খাদ্য প্রাণ এবং ভিটামিন ইত্যাদি পূর্ণ

মাত্রায় অক্ষুন্ন থাকায় তা হয় শরীরবান্ধব। এ জন্যই ছারিদ নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় খাদ্য ছিল।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :**

الحب মাদ্দাহ نصر – ينصر. বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : أحب  
। তুলনা মূলক অধিক প্রিয় (পু.) সে - অর্থ مضاعف ثلاثي জিন্স - ব-ব.

صحیح জিন্স - ط - ع - م. মাদ্দাহ الطعم মাসদার سمع বাব اسم مصدر ছিগাহ : الطعام  
খাদ্য / খানা

হাদিস-২৬৪:

٢٦٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدٌ إِدَامِكُمْ  
الْمِلْحُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবন মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের তরকারির মূল হলো লবণ। (ইমাম ইবন মাযাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাক্য- বিশ্লেষণ:**

سيد إدامكم الملح : হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-সব তরকারির সেরা হল নুন। নুন সব পরিমাণ মত সব তরকারীতেই প্রয়োজন হয়। পরিমিত মাত্রায় নুনের ব্যবহার সব তরকারীর স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। তাই হাদিসটি যথার্থই হয়েছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

س- ماسدادر السيادة نصر – ينصر. বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : سيد  
। নেতৃত্ব দান কারী (পু.) সে - অর্থ أجوف واوي জিন্স - ও-দ

إدام : ছিগাহ اسم مفرد : مهموز فاء جিন্স - أ - د - م. মাদ্দাহ الأدم বহু বচন اسم مفرد : إدام

## অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. খানার শুরুতে কী বলতে হয়?

ক. সুবহানাল্লাহ ।

খ. বিসমিল্লাহ ।

গ. আলহামদুলিল্লাহ ।

ঘ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।

২. রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রিয় খাদ্য কোনটি?

ক. ছারিদ ।

খ. খুবয্ ।

গ. গোশ্‌ত ।

ঘ. তালবিনা ।

৩. আজওয়া কোথা হতে এসেছে ?

ক. মিশর থেকে ।

খ. জান্নাত থেকে ।

গ. আরব দেশ থেকে ।

ঘ. লাওহে মাহফুজ থেকে ।

৪. তরকারীর সেরা উপাদান কোনটি ?

ক. নুন ।

খ. কদু ।

গ. শাক ।

ঘ. আলু ।

৫. মধু রসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট কেমন পানীয় ছিল ?

ক. ভালো ।

খ. আকর্ষণীয় ।

গ. স্বাভাবিক প্রিয় ।

ঘ. সর্বাধিক প্রিয় ।

৬. খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার ছকুম কী?

ক. ওয়াজিব

খ. সুন্নাত

গ. মুস্তাহাব

ঘ. মুবাহ

৭. আংগুল ও পাত্র চেটে পরিস্কার করে খাবার হিকমত কী ?

ক. যেন খানার বরকত বাদ না পড়ে ।

খ. যেন হাত ও পাত্র ধোয়া না লাগে ।

গ. যেন বিধর্মীদের অনুকরণ না করা হয় ।

ঘ. যেন শয়তানের জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকে ।

৮. কাঁচা পিয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা এর দুর্গন্ধে-

- i. মুছল্লিগণ কষ্ট পায়।
- ii. ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়।
- iii. আল্লাহ তাআলার সাথে মুনাজাতে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| (ক) i ও ii   | (খ) i ও iii     |
| (গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হুমায়ুন রাতের খাবার খেতে বসে কোন দোআ-কালাম না পড়েই খাওয়া শুরু করে দেয়। খাওয়ার মাঝামাঝি তার বিষয়টি মনে পড়ে।

৯. হুমায়ুন কোন ধরনের আমল পরিত্যাগ করেছে?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ক. ফরজ     | খ. ওয়াজিব   |
| গ. সুন্নাত | ঘ. মুস্তাহাব |

১০. এখন হুমায়ুনের করণীয় কী?

- |   |  |
|---|--|
| ক. এবারের মত খাবার শেষ করা                            | খ. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া                       |
| গ. তৎক্ষণাত بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলা | ঘ. তৎক্ষণাত بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ বলা |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সাদিয়া তার নানুর সাথে খেতে বসে খাওয়া শেষ করে বলল, بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ এটা শুনে নানু তাকে খাওয়ার আগে ও পরের দোআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন, আল্লাহ রিজিকদাতা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি নেয়ামত বাড়িয়ে দেন।

(ক) العجوة কী?

- (খ) فَإِنْ الْبَرَكَةِ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا কর।
- (গ) সাদিয়া কী ভুল করল? হাদিসের আলোকে বর্ণনা কর।
- (ঘ) সাদিয়ার নানুর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### باب الصدقة

## দান-খয়রাত অধ্যায়

দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ তার উপার্জিত ও অন্য উপায়ে মালিকানায় আসা সম্পদের রক্ষক মাত্র। সে উহাকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় ভোগ করবে, ব্যয় করবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে সম্প্রদান করবে।

সাদাকাহ (صدقة) শব্দটি صدق মূল ধাতু হতে গঠিত। যার অর্থ-সত্যতা। যেহেতু দান-খয়রাত আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের ইমানের সত্যতা প্রমাণ করে, তাই দান-খয়রাতকে সাদাকাহ (صدقة) বলা হয়ে থাকে। ইবাদত বা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের দাসত্ব প্রকাশ তিন ভাগে বিভক্ত। এক. শারীরিক (بدنية) যথা- নামাজ ও রোজা। দুই. সম্পদ ভিত্তিক (مالية) যথা-জাকাত। তিন. যৌগিক (مركب من البدن) যথা- হজ্জ। সাদাকাহ (صدقة) সম্পদ ভিত্তিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে। নেনসাব পরিমাণ সম্পদ কারো মালিকানায় এক বৎসর পূর্ণ হলে জাকাত আদায় করা ফরজ। স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও অভাবগ্রস্থ মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করাও ফরজ। সামর্থবান ব্যক্তির উপর নিজের ও পোষ্যদের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। তদ্রূপ কোরবানী করাও ওয়াজিব। অতিথিদের আপ্যায়ন করা অবস্থাভেদে ওয়াজিব ও সুন্নাত। স্বচ্ছলতা সাপেক্ষে ভিক্ষুক ও অনাথদের প্রতি দান করা মুস্তাহাব ও অনেক সওয়াবের কাজ। মৃত মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে ঈসালে সওয়াব করা ভালো কাজ। জন কল্যাণে দান করা সাদাকায়ে জারিয়াহ। প্রকৃত হকদারদের বঞ্চিত রেখে অন্যদের দান করা মাকরুহ। সুনাম সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দান করা নিন্দনীয়। অন্যায় ও অশ্লীল কাজে দান করা হারাম।

দান-সাদাকাহর বহু ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে। দানকারীগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত। দানে বালা-মুসীবত দূর হয়। দান করলে সম্পদে বরকত হয়। সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দানকারী ও তার বংশধরদের হাতে ধন-সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দানের দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা হ্রাস পায়, বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়, দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক হয়, শ্রেণিবৈষম্য কমে আসে, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়।

অতএব, সাদাকাহ ও দানের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী বান্দাদের পরিচয় বর্ণনায় নামাজের পরেই সাদাকাহর স্থান দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে **الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم ينفقون** অর্থ- তারা ই মুত্তাকী, যারা গায়েবের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা তাদের

রিযিক দান করি, তা হতে খরচ করে। কুরআন মাজিদে যেখানেই নামাজের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই



দান-সাদাকাহর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং সাদাকাহ শরিয়তে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য সাদাকাহর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যিক।

হাদিস-২৬৫:

২৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِيي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণ বস্তু সাদাকাহ করবে, আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উহা তাঁর কুদরতি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। তারপর উহাকে তার মালিকের জন্য লালন পালন করেন। যেমনি ভাবে কেউ তার ঘোড়ার ছোট বাচ্চাকে লালন পালন করে। এতদূর পর্যন্তই, উহা (সাদাকার ছওয়াব) পাহাড় সমান হয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

الطيب : অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না। দান-খয়রাত করা যেমন বিশেষ সাওয়াবের কাজ, তেমনি সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যা ব্যয় করা হবে তা হতে হবে বৈধ উপায়ে অর্জিত। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ দান করলে যেমন কবুল হয় না, তেমনি অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করাও ইসলাম সমর্থন করে না। তবে যদি কোন অবৈধ সম্পদ কারো হাতে কোনভাবে এসে যায়, যেমন সুদযুক্ত একাউন্টের অর্জিত সুদের টাকা- তা সাওয়াবের নিয়্যাত না করে জনহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য দিয়ে দেয়া যায়।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

التصدق ماسدادر تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد مذكر غائب : تصدق  
মাদ্দাহ صحيح জিন্স -ص- -د- ق. দান করল।

التقبل ماسدادر تفعل باب إثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : يتقبل  
মাদ্দাহ صحيح জিন্স -ق- -ب- ل. গ্রহণ করছে।

يربي ماسدادر تفعيل باب إثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر حاضر : يربي  
মাদ্দাহ يائي ناقص জিন্স -ر- -ب- ي. প্রতিপালন করছে।

و-ف- مَادَّاهُ الْإِتْفَاقُ مَاسِدَارُ إِفْتَعَالُ بَابِ اسْمِ مَفْعُولٍ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ : مُتَّفَقٌ  
 ১. জিন্স অর্থ- ঐক্যমত পোষণকৃত।

হাদিস-২৬৬:

٢٦٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ  
 فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ  
 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ  
 مَاجَةَ وَالْذَاوِيُّ

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন,যখন নবি করিম (সাল্লাল্লাহু  
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় আগমন করলেন,তখন আমি আসলাম, অতপর যখন আমি তাঁর চেহারা  
 মোবারক পরখ করলাম,তখন আমি চিনে ফেললাম যে, তাঁর চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। অতপর  
 প্রথম তিনি যা বলেছিলেন তা হল, হে মানব সকল! তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য খাওয়াও,আত্মীয়তার  
 সম্পর্ক রক্ষা কর এবং মানুষেরা যখন ঘুমায় তখন তোমরা রাত্রিতে নামাজ পড়।তাহলে তোমরা শান্তির সাথে  
 জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (ইমাম তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও দারেমি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

জান্নাতে যাবার সহজ উপায় :

অত্র হাদিসে শান্তির সাথে জান্নাতে যাবার জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. সালামের  
 প্রচলন করা, ২.খাদ্য খাওয়ান, ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ৪. রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া। এ  
 কাজগুলি নিসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয় কাজ। যার বদৌলতে আল্লাহ জান্না শানুহ  
 জান্নাতে যাবার পথ সুগম করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। মূলত এ কাজগুলোর মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে  
 যা মানুষকে তার মানবিক উৎকর্ষের শীর্ষে উঠতে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের হকদার হতে  
 সাহায্য করে। কেননা, যে আগে সালাম দেয় সে অহংকার মুক্ত হয়, যে অন্যকে খাদ্য খাওয়ায় আল্লাহ  
 তা'আলা তাকে আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আপনজনদের দু'আ  
 লাভ হয় এবং আল্লাহ তা'আলাও খুশী হন। আর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ হলো প্রেমাস্পদের সাথে  
 নির্জনে মিলিত হওয়া। তাই এ কাজগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে সহজে জান্নাতে যেতে সচেষ্ট থাকা  
 সকলের একান্ত উচিত।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

جئت - ضرب - يضرب باب إثبات فعل ماضي معروف واحد متكلم : جئت مَادَّاهُ  
 ১. জিন্স অর্থ- আমি আসলাম

التبیین ماسدادر تفعل باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد متکلم : ছিগাহ : تبیین

মাদ্‌হাھ : صحیح জিন্স ب - ی - ن .

الأكل ماسدادر إفعال باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ : أفسوا

মাদ্‌হাھ : ناقص یائی জিন্স ف - ش - ی .

صلوا ماسدادر ضرب - يضرب باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ : صلوا

মাদ্‌হাھ : مثال واوي জিন্স و - ص - ل .

النوم ماسدادر نصر باب نائم : একবচনে , اسم جمع : ছিগাহ : نيام

মাদ্‌হাھ : أجنف واوي

السلام : شانتی - صحیح জিন্স س - ل - م .

تارকিব: صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

হল মিলে জার ও মজরুর , اللیل مجرور , ب حرف جار , ضمیر انتم ذوالحال , صلوا فعل

حال হয়ে جملة حالیه মিলে خبر ও مبتদأ , نيام خبر , الناس مبتدأ , واؤ حالیه ।

جملة فعلیه মিলে متعلق ও فاعل তার فعل পরিশেষে । ذوالحال ও حال ।

হল ।

রাবি পরিচিতি:

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (رضي الله عنه): আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাওরাত ও ইনজিলের প্রখ্যাত আলিম

ছিলেন । তিনি মূলত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন । তিনি বনী আউফ ইবনে খায়রাজ

গোত্রের নেতা ছিলেন । রসুল (ﷺ) জান্নাতের ব্যাপারে তাকে সুসংবাদ প্রদান করেন । তিনি ৪৩ হিজরিতে

মদিনায় ইনতিকাল করেন ।

হাদিস-২৬৭:

٢٦٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ

صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِزْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ

صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِّيَّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوكَ وَالْعِظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ

صَدَقَةٌ وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত আবু যর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের সম্মুখে তোমার মুচকী হাসি সাদাকার সমতুল্য, তোমার সৎ কাজের আদেশ সাদাকাহ তুল্য, অন্যায় কাজের প্রতি তোমার নিষেধ করা সাদাকাহ তুল্য, পথ ভুলে যাওয়া স্থানে কোন ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা সাদাকাহ তুল্য, কোন ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য করা সদকাহ তুল্য, রাস্তা হতে তোমার পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো সদকাহ তুল্য এবং তোমার বালতি হতে তোমার ভায়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও সাদাকাহ তুল্য। (ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

#### সাদাকার প্রকারভেদ:

সাধারণত অর্থ-কড়ি, খাদ্য ও সম্পদ দান করে মানুষের প্রয়োজন মিটানোকে ‘সদকাহ’ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সদকার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যারা ধন-সম্পদ সদকাহ করার সংগতি রাখে না বা ধন-সম্পদের যাদের কোন প্রয়োজন নেই, তাদের ক্ষেত্রে সদকাহ করার রয়েছে আরো বহু উপকরণ। মূলত সদকাহ দ্বারা যেমন দুস্থ মানবতার কল্যাণ হয়, তেমনি যে কোন ভাবে মানবতার কল্যাণে অবদান রাখলে তার দ্বারা সদকার সওয়াব হাসিল হতে পারে। অত্র হাদিসের মর্মানুযায়ী তা-ই প্রতীয়মান হয়। এসব কর্মের মধ্যে রয়েছে-

১. মুচকী হাসি যদ্বারা অন্যের মুখে হাসি ও আনন্দের আভা সৃষ্টি করা যায়,
২. সৎ কাজের আদেশের দ্বারা একজন ও অন্যায় কাজের নিষেধের দ্বারা একজন জাহান্নামী লোককে জান্নাতী লোকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর চেয়ে বড় দান আর কী হতে পারে ?
৩. পথ ভোলো লোককে পথ দেখিয়ে তাকে অনেক ভোগান্তি হতে রক্ষা করা যায়,
৪. দৃষ্টি প্রতিবন্দীকে সাহায্য করা, চলাচলের পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং সামান্য পানি ভরে দেয়ার দ্বারাও মানবতার কল্যাণ হয়ে থাকে। তাই এ সব কাজের দ্বারা সদকার ছওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্তিযুক্ত তো বটেই।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

জিন্স - ب - س - م. مادّاه تفعّل باب اسم مصدر (ك = مضاف إليه) : تبسمك  
 অর্থ- তোমার মুচকি হাসি। صحيح

মাদ্দের العرف ماسدّار ضرب - يضرب باب اسم مفعول واحد مذکر (حিগাহ : معروف  
 অর্থ- নেক কাজ/ পরিচিত صحيح جিন্স - ع - ر - ف

ن - ك - ر مادّاه الإنكار ماسدّار إفعال باب اسم مفعول واحد مذکر (حিগাহ : منكر  
 অর্থ- মন্দকাজ صحيح جিন্স

إرشاد : صحیح জিন্স - ر - ش - د مَادَّاهُ اِفْعَالُ বাব اسم مصدر خِیَاح : إرشاد

ناقص جینس م - ط - ی . مَادَّاهُ اِفْعَالُ বাব اسم مصدر خِیَاح (ك=مضاف إلیه) : إِمَاطَتُكَ

یائی - অর্থ- দূর করা

صحیح জিন্স - ف - ر - غ مَادَّاهُ اِفْعَالُ বাব اسم مصدر خِیَاح : إِفْرَاقُكَ

হাদিস - ২৬৮:

۲۶۸- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرِّي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ . وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এরশাদ ফরমায়েছেন- যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় তাকে কাপড় পরিধান करावे, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান कराবেন। আর যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে খানা খাওয়াবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ফল ভক্ষণ कराবেন এবং যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে পিপাসার্ত অবস্থায় তাকে পানি পান करावे, তাকে আল্লাহ পাক রাঈকুল মাখতুম (জান্নাতের এক প্রকার পানীয়) পান कराবেন। (ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

দুনিয়ায় দান আখেরাতে প্রাপ্তি:

দুনিয়া যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার সম্পদও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। তবে এ ক্ষণস্থায়ী সম্পদ দ্বারা আখেরাতে চিরস্থায়ী ও তুলনাহীন অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার অব্যাহত সুযোগ রয়েছে আমাদের জীবনে। তা হল - বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান আর তৃষ্ণার্তকে পান করার দ্বারা ক্ষণস্থায়ী সম্পদকে চিরস্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ অর্থেই ঘোষিত হয়েছে- الدنيا مزرعة الآخرة- দুনিয়া আখেরাতের

ক্ষেত্র স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন- وما تقدموا من خير تجوده عند الله. আর যা তোমরা অগ্রগামী করে যাবে তা আল্লাহ নিকট পাবে। তাই আখেরাতে প্রাপ্তির আশায় সামর্থ্যানুযায়ী জন্য কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য।

(শব্দ বিশ্লেষণ) : تحقيقات الألفاظ :

স-ল-ম মাদ্দাহ الإسلام মাসদার إفعال বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر হিগাহ : مسلم

জিন্স অর্থ- মুসলমান/ইসলাম গ্রহণকারী

নصر- ينصر বাব ماضي معروف إثبات فعل বাহাছ واحد مذکر غائب হিগাহ : كسا

মাসদার الكسوة মাদ্দাহ س-ي-ي জিন্স ك- - স-স-স-সে (পু.) পরিধান করাবে।

ফলগুলি অর্থ- صحيح জিন্স থ-ম-র- মাদ্দাহ ثمر বচন এক اسم جمع হিগাহ : ثمار

খ- مাদ্দাহ الختم মাসদার نصر- ينصر বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر হিগাহ : المختوم

সীলগালাকৃত। অর্থ- صحيح জিন্স ত-ম

হাদিস-২৬৯:

٢٧٠- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْكَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে চায় তাকে প্রদান কর, যে ব্যক্তি দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও এবং যে ব্যক্তিতোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাকে প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পাও তবে তার জন্য দোআ কর। এতদূর পর্যন্ত যে, তোমরা মনে করবে যে, তোমারা তার প্রতিদান দিয়েছ। (ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

من سأل بالله فأعطوه : দুনিয়ার জীবনে আমাদের মালিকানায় থাকা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তাই

আল্লাহ তাআলার নামে কেউ আল্লাহ তাআলার সম্পদ প্রার্থনা করলে তাকে সামর্থানুযায়ী প্রদান করতে হবে। তাকে ফেরৎ দেয়া মূলত সম্পদের প্রকৃত মালিককেই তার সম্পদ দিতে অস্বীকার করার নামান্তর হবে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। আর আল্লাহ তাআলার নামের সম্মানে এ সামান্য দানও হতে পারে তার পরকালীন নাজাতের ওসিলা। তদ্রূপ বিপন্ন মানবতাকে আশ্রয় দান, কারো ডাকে সাড়া দেয়া, কারো সৌজন্য আচরণের প্রতিদানে সৌজন্যতা প্রদর্শন অন্যথায় তার জন্য দোআ করা ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মের এ সব অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না।

استعداد : ইঙ্গিহ বাহাছ واحد مذکر غائب : ইঙ্গিহ  
استعاذه : إيجوف واوي जिन्स ع - و - ذ مادّاه الإستعاذه  
أعيذوه : إيجوف حاضر باهّاছ جمع مذکر حاضر : إيجوف (ه = ضمير منصوب متصل) : أعيذوه  
الوجدان : يضرب - يضرب باهّاছ نفي جحد بلم : إيجوف حاضر باهّاছ : لم تجدوا  
مادّاه : إيجوف (ه = ضمير منصوب متصل) : كافاتموه  
ناقص يائي जिन्स ك - ف - ي مادّاه المكافاة : مفاعلة باهّاছ  
अर्थ - तोंमरा (पु.) प्रतिदान प्रदान करले ।

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. কোন কাজে সদকার ছওয়াব হাসিল হয় ?

ক. ক্রন্দনে ।

খ. অটুহাসিতে ।

গ. মুচকি হাসিতে ।

ঘ. খিলখিল হাসিতে ।

৬. فلو শব্দের অর্থ কি ?

ক. ছাগলের বাচ্চা ।

খ. ঘোড়ার বাচ্চা ।

গ. গরুর বাচ্চা ।

ঘ. উটের বাচ্চা ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ।

আলতাফ বাসস্টান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল । এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিল ।

৭. আলতাফ নিচের কোন হাদিসাংশের বিধান লংঘন করল?

ক. من استعاذ بالله فأعبطوه

খ. من سأل بالله فأعطوه

গ. من دعاكم فأجيبوه

ঘ. من صنع إليكم معروفا فكافئوه

৮. আলতাফের উচিত ছিল-

- i. ধার করে হলেও তাকে ভিক্ষা দেয়া
- ii. সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে বিদায় দেয়া
- iii. ভিক্ষা দিবে না বলে জানিয়ে দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

জোবায়েরের চাচা একজন ধনী ব্যবসায়ী । তিনি নিয়মিত দান-সাদাকাহ করেন, জাকাত দেন । শীতকালে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন । দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু জোবায়েরের বাবা দরিদ্র হওয়ায় তিনি এসব করতে পারেন না । তাই জোবায়ের বাবাকে বলল, বাবা ! আমাদের টাকা-পয়সা থাকলে দান করা যেত । বাবা বললেন, টাকা-পয়সা না থাকলেও কিছু কাজ করে এমন সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় ।

ক) صلوا الأرحام এর অর্থ কী?

(খ) ولا يقبل الله إلا الطيب হাদিসাংশের ব্যাখ্যা লিখ ।

(গ) জোবায়েরে চাচার কাজগুলো কেমন? হাদিসের আলোক ব্যাখ্যা কর ।

(ঘ) জোবায়েরের বাবার মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর ।



## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### باب عذاب النار

#### জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা সম্বন্ধীয় অধ্যায়

দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার অগণিত সৃষ্টিরাজীর মধ্যে মানুষ ও জ্বীন জাতিই একমাত্র মুকাব্বাফ বা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মান্যতার আওতাধীন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সীমিত আকারে স্বাধীনতা ও ইচ্ছা শক্তিও প্রদান করেছেন। যদ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ লংঘনও করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টি জগৎ তারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যই বাস্তবায়ন করে থাকে। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করারকোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই কিয়ামতে তাদের কোন বিচারও নেই। পক্ষান্তরে মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কিয়ামত দিবসে পুনরায় জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের পুঞ্জানুপুঞ্জ হিসাব নেয়া হবে ও বিচার করা হবে। বিচারান্তে মুক্তি পেলে তার চির শান্তির জান্নাত বাসী হয়ে অনন্তকাল যাবৎ সুখের আলয়ে প্রভুর সান্নিধ্যে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে। আর যদি হিসাবে আটকে যায় তবে চির শান্তির জাহান্নামে পতিত হয়ে দুখময় জীবনে অনন্তকাল যাবৎ কৃতকর্মের বর্ণনাতীত শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে না মিলবে শান্তির থেকে রেহাই আর না হবে মৃত্যু। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অঙ্গ। কুরআন মাজিদে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা সম্বলিত অনেক আয়াত রয়েছে। মহানবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজ রজনীতে স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম ও তার শান্তি ও শাস্তিদেখেছিলেন। সে দেখার ও ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বহু বর্ণনা হাদিসে বিদ্যমান। সেসব বর্ণনার নিরীখে জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে দুনিয়াতে ইমানের সাথে নেক আমল করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যিক।

হাদিস-২৭০:

২৭০- عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَاتَّهَ لَاهُوْنُهُمْ عَذَابًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ: হজরত নোমান বিন বশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- নিশ্চয়ই দোজখের সর্বাপেক্ষা হালকা শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি এমন হবে যে, তার পায়ে দুটি জুতা থাকবে যার ফিতা দুটি হবে আগুনের। উহার উত্তাপে তার মস্তিষ্ক টগবগ করতে থাকবে যেমনি উনুনের উপর পানির হাড়ি যেমন টগবগ করে। দোজখের মধ্যে আর যাকেই দেখা যাবে তার তুলনায় এ ব্যক্তির কম শাস্তি হচ্ছে বলে ধারণা হবে। (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**দোজখের সর্বনিম্ন আযাব :** অত্র হাদিসে জানা গেল যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব কী হবে ? বর্ণিত আছে যে, দোজখের সর্ব নিম্ন আযাব হবে এই যে, তাকে দুটি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, যার ফিতা দুটো হবে আগুনের যার তাপ ও গরমে মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আর কী হতে পারে ? অথচ এটাই হবে দোজখের সবচেয়ে হালকা আযাব। মূলত দোজখের শাস্তির কোন তুলনা দুনিয়াতে পাওয়া সম্ভব নয়।

## تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

ه-و-ن مَادَّاهُ الْهُونُ مَاسِدَارُ نَصْرٍ - يَنْصُرُ بَابِ اسْمٍ تَفْضِيلٍ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ خِغَاهُ : أَهْوَنُ

জিন্স অর্থ- অপেক্ষাকৃত সহজ

سَمِعَ - يَسْمَعُ بَابِ إِثْبَاتِ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَعْرُوفٌ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ غَائِبٌ خِغَاهُ : يَغْلِي

মাসদার মাদ্দাহ الغليان জিন্স - ل-و. ناقص واوي অর্থ- সে টগবগ করছে।

مَرَجَلٌ خِغَاهُ : هِجَاهُ مَفْرَدٌ بَحْنٌ مَرَاوِلٌ هِجَاهُ : هِجَاهُ

ش- الشدة مَادَّاهُ الشدة مَاسِدَارُ نَصْرٍ - يَنْصُرُ بَابِ اسْمٍ تَفْضِيلٍ وَاحِدٌ مَذْكَرٌ خِغَاهُ : أَشَدُّ

অর্থ- অপেক্ষাকৃত কঠিন।

## রাবি পরিচিতি:

হজরত নু'মান ইবনে বাশির (رضي الله عنه): নু'মান ইবনে বাশির এর উপনাম আবু আবদুল্লাহ আনসারি।

হিজরতের পর আনসার মুসলমানদের মধ্য হতে তিনি প্রথম জনগৃহহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, রসুল (সা.) এর ইনতিকালের সময় তার বয়স ৭/৮ বছর হয়েছিল। মুআবিয়া (রা.) এর শাসনামলে তিনি কুফার গভর্নর ছিলেন। পরে হামাস এলাকার গভর্নর হন। খিলাফতের ব্যাপারে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর পক্ষ অবলম্বন করেন। ৬৪৭ হিজরিতে হামাস বাসী এজন্য তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে।

## হাদিস-২৭১:

٢٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِحْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِبْيَضَتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى إِسْوَدَّتْ فِيهَا سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-আগুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা লাল রূপ ধারণ করল, পুনরায় উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা সাদা রূপ লাভ করল, তারপর উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**দোযখের আগুন দেখতে কেমন :** হাদিসটিতে সে কথাই বলা হয়েছে। দোজখের আগুন ক্রমাগত এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা লাল রূপ ধারণ করেছে, পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে সাদা, এর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলনের পর তা হয়েছে কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। দোজখের আগুন সম্মুখে আরো বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার আগুনের তুলনায় দোজখের আগুন সত্তর গুণবেশী তেজোদীপ্ত ও তাপযুক্ত হবে। অত্র হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোজখ বহু পূর্ব হতেই সৃষ্টি হয়ে আছে। এমনটি নয় যে, উহাকে পরকালে নূতন ভাবে সৃষ্টি করা হবে। জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি হয়ে আছে এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

الإيقاد ماسدار إفعال باب إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : إوقد

মাদ্দাহ : ق-و- د. জিন্স : অর্থ- একে (পু.) প্রজ্জ্বলিত করা হল।

إحمرت ماسدار إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : إحمرت

মাদ্দাহ : ح-م- ر. জিন্স : অর্থ- এটি লাল রং ধারণ করল।

إسودت ماسدار إفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : إسودت

মাদ্দাহ : س-و- د. জিন্স : অর্থ- এটি (স্ত্রী) কালো রং ধারণ করল।

ظ-ل-م. مাদ্দাহ الظلام ماسدار إفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مؤنث : مظلمة

জিন্স : অর্থ- এটি (স্ত্রী) অন্ধকারাচ্ছন্ন

### হাদিস-২৭২:

٢٧٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ

الرَّقُومَ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ ؟ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- **وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ**- তোমরা আল্লাহকে যথযথ ভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যদি যাক্কুমের একটি ফোঁটা দুনিয়ায় পড়ত তবে দুনিয়া বাসীদের খাদ্য-পানীয় সব নষ্ট হয়ে যেত। তাহলে কেমন হবে যাদের (জাহান্নামীদের) খাদ্যই হবে শুধু যাক্কুম। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ :**

**জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় :**

উল্লেখ্য যে, পরকালে কোন মৃত্যু নেই। যত কঠিন শাস্তিই দেয়া হোক না কেন তাতে কারো মৃত্যু ঘটবে না। বরং আগুনে পুড়ে অংগার হওয়ার সাথে সাথে নূতন ভাবে চামড়া, গোস্ট ও রক্ত দিয়ে পুনরায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। যাতে নূতন ভাবে পূর্ণ মাত্রায় আযাব ভোগ করতে পারে। এতো গেল আগুনে পুড়িয়ে আযাব দেয়ার কথা, মূলত সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে যে আযাব হবে, তার ধরন হবে এইযে, পানীয় বলতে তাদেরকে দুর্গন্ধযুক্ত গিসলিন নামীয় পুঁজ পান করানো হবে। যা পেটে পৌঁছার পূর্বেই বমি হয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হবে। অথচ পিপাসার অতিশয্যে তারা উহাই পান করে তৃষ্ণা মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করবে। আর খাদ্য হিসেবে তাদেরকে দেয়া হবে অতিশয় তিক্ত যাক্কুম নামক খাদ্য। যার তিক্ততা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যাক্কুমের একটি মাত্র ফোঁটাও যদি দুনিয়ায় পড়তো তাহলে দুনিয়ার মানুষ, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের খাদ্য-পানীয় সব তেতো হয়ে যেত। এখন অনুমেয় যে, যাদেরকে যাক্কুম পেট পুরে খাওয়ানো হবে তাদের অবস্থা কেমন হবে? তারপরেও জঠর জ্বালা মেটানোর জন্য উক্ত যাক্কুম খেতে বাধ্য হবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**الإِتْقَاءُ** মাসদার **إِفْتَعَال** বাব **حاضر معروف أمر** বাহাছ **جمع مذكر حاضر** হিগাহ **إِتْقُوا**

মাদ্দাহ **معتل لفيف مفروق** জিন্স **و-ق-ي** .

**ينصر-نصر** মাসদার **نهى حاضر معروف بنون ثقيلة** বাহাছ **جمع مذكر حاضر** হিগাহ **لا تموتن**

অর্থ- তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবে না। **أجوف واوي** জিন্স **م-و-ت** .

إِفعال باب إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب (لام = تاکید) : لأفسدت  
 ماسদার العيش ماضٍ - ف- س- د ماضٍ الفساد ماضٍ

ماسدার العيش ماضٍ - يضرب باب اسم ظرف বাহাছ اسم جمع : معاش  
 ماضٍ - أجوف يائي جينس ع- ي- ش.

হাদিস-২৭৩:

٢٧٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَدْخُلُ النَّارَ  
 إِلَّا شَقِيٌّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الشَّقِيُّ ؟ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً . رَوَاهُ  
 ابْنُ مَاجَةَ

. অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
 সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত কেউ দোজখে যাবে না। বলা হলহে আল্লাহ তাআলার  
 রসুল! সে দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তিকে? তিনি বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য কোন নেক কাজ আমল করবে  
 না। এবং কোন গোনাহের কাজ সে না করে ছাড়বে না। (ইমাম ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية : অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য কোন নেক কাজ  
 আমল করবে না। এবং কোন গোনাহের কাজ সে না করে ছাড়বে না। দোজখে গমন কারী দুর্ভাগ্যবান  
 ব্যক্তিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, দোজখে যাবার মূল কারণ হবে গোনাহ করা ও  
 ইবাদত -বন্দেগী না করা। তাই দোজখে যাওয়া এড়াতে হলে অবশ্যই নেক কাজ করতে হবে এবং অন্যায়  
 কাজ সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করতে হবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

نصر - ينصر باب إثبات فعل ماضي مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : قيل  
 ماضٍ - أجوف واوي جينس ق- و- ل. ماضٍ القول

ماسدার سمع - يسمع باب نفي جحد بلم معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لم يعمل  
 ماضٍ - أجوف يائي جينس ع- م- ل. ماضٍ العمل

শ-ق ي- مাদাহ الشقي মাসদার ضرب-يضرَبُ বাব أشقياء বাহাছ اسم مفرد شقي

জিন্স দূর্ভাগ্যা অর্থ- ناقص يائي

মাসদার ضرب - يضرَبُ বাব معاصي বছবচন اسم واحد مع ميم مصدرى شياھ : معصية

পাপ অর্থ- ناقص يائي জিন্স ع-ص-ي. مাদاه العصيان

তারকিব: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ

أحد মুস্তাসনা মুস্তাসনা উহ্য মুস্তাসনা মিনহ أحد ফেল, النار, لا يدخل  
এর সাথে মিলিত হয়ে ফায়েল, ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

হাদিস-২৭৪:

٢٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ". قَالَ " فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন- যাও দেখে এস, অতপর তিনি গিয়ে উহার দিকে এবং উহার মধ্যে যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত বাসীদের জন্য নেয়ামতরাজী প্রস্তুত করে রেখেছেন তা দেখলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, হে প্রভু আপনার ইজ্জতে শপথ! জান্নাতের কথা কেউ শুনে উহাতে প্রবেশ না করে থাকবে না। তারপর তিনি উহাকে কষ্ট-ক্লেশের দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। তারপর বললেন, হে জিবরাইল! যাও উহা দেখে এস। অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন- হে প্রভু আপনার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয়ই আমি ভয় করছি যে, উহাতে কেউ প্রবেশ করবে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- অতপর যখন আল্লাহ পাক দোজখ সৃজন করলেন, তখন বললেন হে জিবরাইল তুমি যাও, উহা দেখে এস, অতপর তিনি গেলেন এবং দেখে এসে বললেন- হে প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! জাহান্নামের কথা যে শুনে সে উহাতে প্রবেশ করবে না।

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

## শব্দ বিশ্লেষণ) تحقیقات الألفاظ

سمع - يسمع باب نفي فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : لا يلقى  
 ماسদার ناقص يائي जिन्स ब - क - य . मादहा البقي

النظر ماسدار نصر - ينصر باء أمر حاضر معروف باهاض واحد مذکر حاضر حياھ : أنظر  
 اءماھ ر. - ظ - ن جئس صءء اءء- ءوءئ نءرر ءر .

**ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

### ১. জাহান্নামের সর্ব নিম্ন আযাব কী ?

- ক. আগুনের জুতা । খ. আগুনের জামা ।  
গ. আগুনের ঘর । ঘ. আগুনের টপি ।

২. বর্তমানে দোজখের আগুন কী রঙ ধারণ করেছে ?

- ক সাদা । খ. কাল ।  
গ. লাল । ঘ. হলুদ ।

৩. দোজখের মধ্যে উহার দিকে আকর্ষণকারী লোভনীয় কী আছে ?

- ক. আগুনের নদী।  
খ. কষ্ট ও ক্লেশ।  
গ. কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা।  
ঘ. আগুনের উদ্যান সমূহ।

৪. কে দোজখে যাবে ?

- ক. লজ্জাশীল ব্যক্তি । খ। বিনয়ী ব্যক্তি ।  
গ. দৃভাগ্যবান ব্যক্তি । ঘ. কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি ।

৫. নিম্নের কোনটি দোজখের নাম ?

- ক. জাহিম । খ. নায়িম ।  
গ. খলদ । ঘ. কারার ।



৬. দুনিয়ার আগুন হতে দোজখের আগুন কতগুন বেশী তেজদীপ্ত ও তাপযুক্ত?

ক. ৭০গুন।

খ. ১০০গুন।

গ. ৭০০গুন।

ঘ. ১০০০গুন।।

৭. জান্নাত কবে সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতামত কী?

ক. অন্যান্য সৃষ্টি বস্তু সৃষ্টির সময়ে জান্নাত সৃষ্টি।

খ. কিয়ামতে হিসাবের আগে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

গ. কিয়ামতে হিসাবের পরে জান্নাত সৃষ্টি করা হবে।

ঘ. এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নাইম ও নোমান দুই বন্ধু বিকেল বেলা হাটতে বাড়ির পাশে ইটের ভাটা দেখতে গেল। উত্তপ্ত আগুনে তখন ইট পোড়ানো হচ্ছিল। ভাটার ভেতর উকি মেরে নাইম আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঁকে উঠলো। নোমান বলল, সার কারখানার আগুন এর চেয়েও ভয়াবহ। নাইম বলল, বড় ভয় লাগে, জাহান্নামের আগুন তাহলে কত ভয়ানক হবে?

(ক) জাহান্নামিদের খাবার কী হবে?

(খ) *من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية* হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) হাদিসের আলোকে নাইম ও নোমানের দেখা ইট-ভাটার সাথে দোজখের কতটুকু তুলনা চলে।

(গ) জাহান্নামের ভয়ে নাইম যে মত ব্যক্ত করেছে হাদিসের আলোকে তার ব্যাখ্যা দাও।

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

### باب نعم الجنة

## জান্নাতের নেয়ামত সম্বন্ধীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া এবং দুনিয়ার জীবনে কৃত কর্মের হিসাব-নিকাশ অন্তে চির শান্তির জান্নাত লাভ , অথবা চির শান্তির জাহান্নাম লাভের প্রতি দৃঢ় আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ। দুনিয়া মানুষের কর্মক্ষেত্র। আর আখেরাত কর্মফল ভোগের স্থান। যারা দুনিয়ার আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও নবি-রসুলদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে নেক আমল করেছে তারা শেষ বিচারের দিনে চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে ধন্য হবে। সেখানে তার অনন্তকাল অবস্থান করবে। সেখানে নেই কোন মৃত্যু, ক্লেশ, শ্রম, বার্ধক্য ও অভাব-অভিযোগ। মহানবি হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীরাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করে চাক্ষুস ভাবে সব কিছু দেখে এসেছিলেন। তাছাড়া ওহি তথা- আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত পয়গামের মাধ্যমেও জান্নাত ও জাহান্নামের বহু নাজ- নিয়ামত এবং শাস্তি - আযাবের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস-২৭৫:

২৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . وَاقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ ( فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন- আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কণ্ঠ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার ধারণার উদ্বেক হয়নি। এবং তোমরা ইচ্ছা করলে (অত্র হাদিসের সমার্থনে) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার। **فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين**

অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকারী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থ- কোন আত্মা জানে না যে, তাদের জন্য তাদের চক্ষু শীতলকারী কী নেয়ামত রাজী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। বেহেশতের নেয়ামতের বিষয়ে আয়াতে পাকের মর্মই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাদের চক্ষু শীতল করবেন। তারা নেয়ামত রাজী পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। আল্লাহ পাকও



**অনুবাদ:** হজরত আনাস (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত, তিনি বলেন-হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় একটি সকাল, অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। এবং জান্নাতের কোন মহিলা যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তবে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী সব জায়গা আলো ও সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে যাবে। এবং তাঁর (জান্নাতী মহিলার) মাথার উড়না দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। (ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

**জান্নাতীদের সৌন্দর্যের বর্ণনা :** জান্নাতীগণ পুরুষ কিংবা মহিলা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য দিয়ে এমন ভাবে সুসজ্জিত করবেন যে, সকল সৌন্দর্য তাদের গুঞ্জলতার কাছে হার মানবে। দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য হীরা জহরত যা কিছু বেহেশতবাসীদের সৌন্দর্যের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হবে। হাদিসে তাই যথার্থই বলা হয়েছে-জান্নাতীদের চেহারার সৌন্দর্যে সূর্যের আলোও স্তান হয়ে যাবে। আর তাদের মাথার একটি ওড়নার মূল্যও পূর্ণ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়েও হবে না।

### اللفاظ تحقيقات (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার إفتعال বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : إطلعت  
উদিত হল। (স্ত্রী) সে- অর্থ- صحيح জিন্স ط - ل - ع - ماد্দাহ الإطلاع

মাসদার إفعال বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب : أضأت  
আলোকিত করল। (স্ত্রী) সে- অর্থ- مركب জিন্স ض - و - ء - ماد্দাহ الإضاءة

মাসদার الخیر - يسمع - يسماع বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر : خير(أخير)  
সর্বোত্তম / অপেক্ষাকৃত উত্তম - অর্থ- معتل أجوف يائي জিন্স خ - ي - ر .

মাসদার النصر - ينصر - ينصر বাব اسم تفضيل বাহাছ واحد مؤنث : دنيا  
নিকটবর্তী (স্ত্রী) অপেক্ষাকৃত - অর্থ- معتل ناقص واوي জিন্স د - ن .

### হাদিস-২৭৭:

٢٧٧- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ مِنْهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

**অনুবাদ:** হজরত উবাদা বিন ছামিত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, জান্নাতের মধ্যে একশতটি স্তর আছে। এর একটি স্তর হতে অন্য স্তরের মধ্যে আসমান-জমিন সমান ব্যবধান বিদ্যমান। আর জান্নাতুল ফিরদাউস হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর। উহা হতে জান্নাতের চারটি নহর (নদী) প্রবাহিত হয়। আর এর উপরে আরশের অবস্থান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছেদোআর সময়ে জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। (ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

জান্নাতের সংখ্যা আটটি। জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল আদন, দারুসসালাম, দারুল কারার, জান্নাতুন নাঈম, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতুল ও জান্নাতুল ফিরদাউস। এ ছাড়াও জান্নাতের রয়েছে একশতটি স্তর। যার একটি স্তর হতে আরেকটি স্তরের মধ্যে রয়েছে আসমান জমিন সমান দূরত্বের ফারাক। জান্নাতীগণ তাদের আমলের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে এসব স্তরে স্থান লাভ করবে।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

স্তর/ধাপ - صحيح জিন্স - د - ر - ج. মাদ্দাহ درجات বহুবচন اسم واحد হিগাহ : درجة

মাদ্দাহ العلو মাসদার نصر - ينصر باب اسم تفضيل বাহাছ واحد مذكر হিগাহ : أعلى ناقص يائي জিন্স - ع + ل + و - অর্থ অপেক্ষাকৃত উচ্চ/সর্বোচ্চ।

নصر - ينصر باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب হিগাহ : تفجر ماسدার الفجر মাদ্দাহ - ج - ر. - অর্থ (স্ত্রী) প্রবাহিত হচ্ছে।

নদীসমূহ - صحيح জিন্স - ن - ه - ر. মাদ্দাহ فرائض একবচন اسم جمع হিগাহ : أنهار

হাদিস-২৭৮:

٢٧٨- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَانًا " وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ " إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا " ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অনুবাদ: হজরত জারির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা অচিরেই চাক্ষুসভাবে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পূর্ণিমার রাত্রিতে বসা ছিলাম অতপর তিনি চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন-তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবেযেমনি ভাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, তাঁকে দেখতে তোমরা কোন কষ্টের সম্মুখীন হবে না। অতপর যদি তোমরা সক্ষমতা রাখ যে সূর্য উদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) নামাজ হতে পরাস্ত হবে না (অর্থাৎ, ঘুম ও ব্যস্ততার মধ্যে লিপ্ত হবে না)তবে তা তোমরা করবে। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، অর্থ- এবং আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করুন সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (বুখারি ও মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر : তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবেযেমনি ভাবে এ চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ, জালাতে বেহেশতিগণ নানান নাজ - নেয়ামতের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হবে। এ দীদারের কথাই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে দেখার দ্বারা মানুষের মত আল্লাহ তাআলার শরীর বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক করে না। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কোন সাদৃশ্য হতে পারে না। বরং শরীর ছাড়াও কুদরতে এলাহির বদৌলতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

فتح باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر (س= للتقريب) سترون : অর্থ- তোমরা অচিরেই দেখবে।  
مركب جينس ر-أ. ي- مادداه الرؤية ماسداه - يفتح

باب استفعال ماسداه إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر (س= للتقريب) استطعتم : অর্থ- তোমরা সক্ষম হলে।  
جينس ط - و- ع. مادداه الإستطاعة

فتح باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر (فاء للتعقيب عاطفة) : فافعلوا : অর্থ- তোমরা (পু.) কর।  
صحيح جينس ف - ع - ل. مادداه الفعل ماسداه - يفتح

التسبيح ماسداه تفعيل باب أمر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر (س= للتقريب) : سبح : অর্থ- তুমি (পু.) তাসবীহ পাঠ কর।  
صحيح جينس س - ب - ح. مادداه

## রাবি পরিচিতি:

হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)

বিশিষ্ট সাহাবি জারির (রাঃ) ইসলাম পূর্ব যুগে ইয়ামেনের বাজালী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম আবু আমর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি রসুলুল্লাহ (সঃ) -এর ইত্তিকালের কয়েক মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি নবিজির দরবারে উপস্থিত হলে নবিজি নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন, সৎ ও ন্যায় পরায়ন সাহাবি। তিনি খলিফা ওমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে সংঘটিত বিভিন্ন জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান সামান্য নয়। তিনি ১০০ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৫৪ সনে তিনি ইরাকের কারকিসিয়া নামক স্থানে ইত্তিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জান্নাতী রমণীদের উড়নার মূল্য কত ?

ক. এক কোটি টাকা ।

খ. এক কোটি ডলার ।

গ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার সমান ।

ঘ. দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশী ।

২. জান্নাতের কতটি স্তর আছে ?

ক. ৮টি ।

খ. ৪০টি ।

গ. ৭০টি ।

ঘ. ১০০টি ।

৩. জান্নাতের প্রতিটি স্তরের মধ্যে ব্যবধান কত ?

ক. ১০০কিমি ।

খ. ৫০০কিমি ।

গ. ১০০০কিমি ।

ঘ. জমিন হতে আসমান পর্যন্ত সমান দূরত্ব ।

৪. اُخْفِيَ ক্রিয়াটির বাহাছ কী ?

ক. إثبات فعل ماضي معروف

খ. إثبات فعل ماضي مجهول

গ. إثبات فعل مضارع معروف

ঘ. إثبات فعل مضارع مجهول

৫. اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ ? দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

ক. আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখা।

খ. আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব অনুভব করা।

গ. আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য হওয়া।

ঘ. আল্লাহ তাআলাকে দেখার মত ইয়াকিন করা।

৬. জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোনটি?

ক. জান্নাতি পোষাক

খ. চির যৌবন

গ. হুর গেলমান

ঘ. আল্লাহ তাআলার দিদার

৭. জান্নাতে কী থাকবে না ?

ক. গান-বাদ্য

খ. মদ্যপান

গ. দুখ-কষ্ট

ঘ. প্রতিযোগিতা

ক. সৃজনশীল প্রশ্ন :

রফিকের দাদা প্রতিদিন তাকে গল্প শোনাতেন। একদিন গল্প বলতে বলতে বললেন, রাজাদের রাজপ্রাসাদগুলো ছিল সুরম্য অট্টালিকা। ভেতরের কুঠুরীগুলোতে দামী আসবাব আর তৈজসপত্রের সমাহার। রাজার খেদমতের জন্য চাকর-চাকরাণীরা থাকতো সদা ব্যস্ত। খানা-পিনা ও আমোদ ফুঁতির কমতি ছিল না। চাইবা মাত্র সবই মিলত সেখানে। রফিক বলল, দাদা! এর সাথে কী বেহেশতের তুলনা করা চলে? দাদা বললেন, না চলে না।

(ক) সাহাবি জারির বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) কয়টি হাদিস বর্ণনা করেছেন?

(খ) اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته এর ব্যাখ্যা কর।

(গ) রফিকের দাদা কীভাবে গল্প বললে তা হাদিস অনুযায়ী হতো? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) দাদার কথা- রাজাদের অট্টালিকার সাথে বেহেশতের তুলনা চলনা- এর ব্যাখ্যা কর।



## ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

### باب كسب الحلال

#### হালাল রুজি উপার্জন অধ্যায়

হালাল বা বৈধ উপায়ে রুযি উপার্জন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর অপরিহার্য। কারো রুযি উপার্জন করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও তাকে অবশ্যই হালাল রুযি ভক্ষণ, পরিধান ও ভোগ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন পবিত্র তেমনি তিনি পবিত্র ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। হালাল বা বৈধ হওয়া দুই দিক দিয়ে হতে পারে। এক. শরিয়তে যাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, অথবা হরাম করা হয় নাই। দুই. হালাল বা বৈধ উপায়ে অর্জিত। সম্পদ অর্জনের বৈধ পদ্ধতি সমূহের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, নিজ জমিতে উৎপাদিত ফসল, বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা ও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ- অন্যতম। নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য বৈধ উপার্জনের পছা অবলম্বন করা নামাজ, রোজার মতই ফরজ ও ইবাদত তুল্য। হারাম ভক্ষণ করে বা অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের দ্বারা ক্রয়কৃত পোশাক পরে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত যে কোন প্রকারের ইবাদতই করা হোক না কেন তা আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হবে না। তাই ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি।

হাদিস-২৭৯:

٢٧٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ফরজ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ। (শুয়াবুল ইমান, বায়হাকি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

" طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة " : অর্থ- ফরজ ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ। এ কথার মর্মার্থ এই যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগি করবে। ইবাদত বন্দেগীর জন্য প্রয়োজন শরীর ও সম্পদের। তাই ইবাদতের উপকরণ হিসেবে প্রয়োজনমত সম্পদ থাকা দরকার। তাছাড়া দুনিয়ায় কেউ একাকী নয়। প্রত্যেকেরই রয়েছে মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং আরো অনেক হকদার ও দাবিদার। এদের ভরণ-পোষণ ও দাবি মিটানো অনেক ক্ষেত্রে ফরজও হয়ে থাকে। আর সম্পদ না থাকলে এ দায়-দায়িত্বগুলি পালন করা যায় না। তাই আল্লাহ তাআলার ফরজকৃত ইবাদত আদায়ের পর নফল ইবাদত বন্দেগি করার পূর্বে আরেক ফরজ হল প্রয়োজন মত নিজের ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের জন্য হালাল ও বৈধ পছায় উপার্জন করা। এরপর অবসর সময়ে নফল ইবাদত-বন্দেগি করা কর্তব্য।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

طلب صحیح জিন্স ط - ل - ب. মাদ্দাহ الطلب মাসদার نصر ينصر বাব مصدر ছিগাহ : অর্থ-  
অন্বেষণ কর।

ف- ر- ض. মাদ্দাহ الفرض মাসদার نصر- ينصر বাব فرائض বাহাছ اسم مفرد ছিগাহ : فريضة  
জিন্স صحیح অর্থ- ফরজ।

হাদিস-২৮০:

٢٨٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَمُحْكَمٌ وَمُنْتَشَابٌ وَأَمْتَالٌ . فَأَحَلُّوا الْحَلَالَ وَحَرَّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَآمَنُوا بِالْمُنْتَشَابِ وَاعْتَبَرُوا بِالْأَمْتَالِ " . رَوَاهُ كَثَرُ الْعَمَلِ .

অনুবাদ: হজরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন, কুরআন পাঁচটি দিক নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এক. হালাল (বৈধ) , দুই. হারাম (নিষিদ্ধ), তিন. মুহকাম (সুস্পষ্ট) , চার. মুতাশাবিহ (দুর্বোধ্য), পাচ. আমছাল (উপমাবলি) সুতরাং তোমরা হালালকে বৈধ জ্ঞান কর, হারামকে নিষিদ্ধ জানো, মুহকামের উপর আমল কর, মুতাশাবিহের উপর ইমান আনায়ন কর আর আমছাল দ্বারা উপদেশ গ্রহণ কর। (কানযুল উম্মাল)

### ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ:

অত্র হাদিসের মর্মে জানা যায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ ও আমছাল। এগুলির মধ্যে হালালকে হালাল জ্ঞান করে গ্রহণ করা এবং হারামকে অবৈধ জ্ঞান করে পরিহার করা কর্তব্য। একজন মুসলমান ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুধু তার ইমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদির হিসাব দিতে হবে না। বরং সে দুনিয়ায় যা ভোগ করেছে, পোষ্যদের ভোগ করেছে, ওয়ারিসদের জন্য রেখে গেছে, হকদারের হক কি আদায় করেছে কি করে নাই ইত্যাদি সে কিভাবে উপার্জন করেছিল ? কিভাবে ব্যয় করেছিল ? আল্লাহ তাআলার হক ও মানুষের হক যথাযথ ভাবে আদায় করেছিল কি না ? এসব বিষয়েও জবাব দিহি করতে হবে। তাই সকলের উচিত হালাল-হারাম বিবেচনায় রেখে উপার্জন ও ব্যয় করা।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ح- ك مাদ্দাহ الإحكام মাসদার أفعال বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : محكم  
সুস্পষ্ট। অর্থ- صحیح জিন্স - م .

التحريم ماسدار تفعيل باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ : حرموا  
মাদাহ - তোমরা হারাম কর। - ر-م. صحيح জিন্স

الإحلال ماسدار إفعال باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ : أحلوا  
মাদাহ - তোমরা হালাল কর। - ل-ل. مضاعف জিন্স

ش-ب-ه مাদাহ تشابه ماسدار تفاعل باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر : ছিগাহ : متشابه  
জিন্স - ه. صحيح অর্থ- সম্পষ্ট বা সন্দেহপূর্ণ।

الإيمان مাদাহ إفعال باب أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر : ছিগাহ : آمنوا  
মাদাহ - তোমরা ইমান আনয়ন কর। - م-ن. مهموز فاء জিন্স

উপমাসমূহ - اর্থ- صحيح জিন্স - م-ث-ل মাদাহ مثال একবচন اسم جمع : أمثال

হাদিস-২৮১:

٢٨١- عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامُ بَيْنَ  
وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ  
فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا  
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ  
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

অনুবাদ: হজরত নু'মান বিন বশির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, হালাল সুম্পষ্ট এবং হারাম সুম্পষ্ট, আর উহাদের মাঝে আছে সন্দেহপূর্ণ বিষয় যা  
অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় হতে পরহেয করল সে তার দীন ও ইজ্জতের হেফাজত  
করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হল সে মূলত হারামের মধ্যেই পতিত হল। যেমন কোন রাখাল  
সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্বে পশু চারণ করলে তার পশু সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার আশংকা  
থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত  
এলাকা হল তার হারামকৃত বিষয়/বস্তু সমূহ। সাবধান নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে, যখন  
উহা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর যখন উহা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়।  
সাবধান! উহা হল কলব (অন্তকরণ)। (বুখারি, মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

যে চারটি হাদিসের উপর শরিয়তের ভিত্তি অত্র হাদিস তার মধ্যে একটি। সুতরাং হাদিসটিকে ইসলামের এক চতুর্থাংশ বললে অত্যুক্তি হবে না। অত্র হাদিসে হালাল গ্রহণ, হারাম বর্জন, সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহারসহ দীন ও ইমানের হেফাযতের জন্য একটি সুন্দর উপমা দেয়ার পর সবকিছুর মূলে যে অন্তরের পরিশুদ্ধতা, সেকথা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। হাদিসটিতে মানুষের উপার্জন হালাল হওয়ার বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং শতভাগ হালাল উপার্জন নিশ্চিত করার স্বার্থে হারামকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহার করে হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। হারাম বিষয় চাকচিক্যময় হওয়া সত্ত্বেও তা সংরক্ষিত এলাকার ঘাসের মত। তার পাশে পশু চরালে যেমন পশুসহ রাখালের জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে, তদ্রূপ হারামের মধ্যে পতিত হলে ধ্বংস অবধারিত।

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

অর্থ- সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে, যখন তা পরিশুদ্ধ হয় তখন সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয়। আর যখন তা বিনষ্ট হয় তখন সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়। সাবধান! তা হলো- ‘কলব’। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের মন যদি দীন ও শরিয়ত মোতাবেক চলার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে শরিয়তের উপর সুদৃঢ় থাকা সম্ভব হয়। কেননা, অন্তঃকরণ হচ্ছে শরীরের চালক। তাই সকলের উচিত নিজ অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি অর্জনের বিষয়ে সচেতন হওয়া। কারণ, আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপরেই নির্ভর করে মানব জীবনে সফলতা। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “যে ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফলতা অর্জন করলো। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।” (সূরা শামস: ৯-১০)

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

مادّاه الإشتباه ماسدال افتعال باب اسم فاعل باهاض جمع مؤنث خيگاه : مشتهات

সন্দেহপূর্ণ- অর্থ- صحيح জিন্স শ-ব-হ.

استبرأ ماسدال استفعال باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد مذكر غائب : خيگاه

সে দায়িত্বমুক্ত হলো।- অর্থ- مهموز لام জিন্স ব-র-এ مادّاه الإشتباه

يكرم ماسدال كرم باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد مؤنث غائب : خيگاه

সে পরিশুদ্ধ হলো।- অর্থ- صحيح জিন্স ص-ল-হ مادّاه الصلحة

عرض ماسدال عرض باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد مذكر غائب : خيگاه

يرعى ماسدال فتح-يفتح باب إثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب : خيگاه

সে খেয়াল রাখছে।- অর্থ- معتل ناقص يائي জিন্স ব-র-এ ي مادّاه الرعاية

محرم ماسدال محرم باب إثبات فعل ماضي معروف باهاض واحد مذكر غائب : خيگاه

বিষয়সমূহ।

তারকিব: وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً

ثابت হল متعلق جার و مجرور , الجسد مجرور , في حرف جار , ان حرف مشبه بالفعل  
مضغة اسم إن مؤخر আর خبر إن مقدم मिले متعلق ও فاعل তার شبه فعل । شبه فعل  
হয়েছে । পরিশেষে ان তার اسم ও خبر मिले اسمية मिले خبر ও اسم তার ان

হাদিস-২৮২:

২৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ  
اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ  
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওহে মানবকুল!  
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র; তিনি পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে  
তাই আদেশ করেছেন, যা তিনি নবি-রাসুলগণকে আদেশ করেছেন, তিনি বলেছেন- ওহে রাসুলগণ!  
তোমরা পবিত্র খাদ্য হতে খাও এবং ভালো কাজ করো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অধিক  
অবগত। তিনি আরো বলেছেন- ওহে ইমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা পবিত্র রিয়ক প্রদান করেছি  
তা হতে তোমরা ভক্ষণ করো। তারপর নবি করিম ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে  
ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধূলা-মলিন চেহারা ও পোশাক নিয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে ইয়া রব!  
ইয়া রব! বলে দু'আ করে। অথচ তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক হারাম এবং তার জীবিকাও হারাম।  
তাহলে কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে? (ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ : অর্থ- তাহলে কিভাবে তার দোআ কবুল হতে পারে। হারাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় এবং  
অন্য হারাম কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এমন হারাম কিছু সহকারী ইবাদত-  
বন্দেগি করলেও তা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদিসে তাই এমন এক ব্যক্তির  
কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে দোআ কবুলের অনেক শর্তই পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তার সাথে হারাম  
মালের সম্পর্ক থাকার কারণে তার দোআ প্রত্যাখ্যাত হল। তাই ইবাদত ও দোআ কবুল হওয়ার জন্য হালাল  
উপার্জন পূর্বশর্ত।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

মাসদার سمع- يسمع বাব نفي فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يقبل  
অর্থ- صحيح জিন্স ق-ب-ل. মাদ্দাহ القبول

মাসদার إفعال বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يطيل  
অর্থ- أجوف واوي জিন্স ط-و-ل. মাদ্দাহ الإطالة

মাসদার العلم مাদ্দাহ سمع- يسمع বাব اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر : علیم  
অর্থ- صحيح জিন্স ع-ل-م. মহাজ্ঞানী।

نصر - ينصر বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يمد  
অর্থ- مضاعف ثلاثي জিন্স م-د-د মাদ্দাহ المد মাসদার

ملبس : ملبس বাব اسم مصدر : ملبس  
অর্থ- صحيح জিন্স ل-ب-س মাদ্দাহ سمع- يسمع

مستجاب : مستجاب বাব إثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب : يستجاب  
অর্থ- صحيح জিন্স ج-و-ب মাদ্দাহ الاستيجاب

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. আল্লাহ তাআলার সংরক্ষিত এলাকা কি ?

ক. হালাল বিষয়সমূহ ।

খ. জায়েজ বিষয়সমূহ ।

গ. হারাম বিষয়সমূহ ।

ঘ. মাকরুহ বিষয়সমূহ ।

২. দোআ করুলের পূর্ব শর্ত কি ?

ক. হালাল রুজী

খ. এন্তেগফার

গ. কিবলা মুখী হওয়া

ঘ. কুরআন তেলাওয়াত করা

৩. কী বিশুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয় ?

ক. চক্ষু ।

খ. মস্তিষ্ক ।

গ. কলব ।

ঘ. মাথা

৪. সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের ভকুম কি ?

ক. হারাম ।

খ. মুবাহ ।

গ. মাকরুহ তানজিহি ।

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি ।

৫. হালাল রিজিক উপার্জনের হকুম কি ?

ক. ফরজ ।

খ. সুন্নাত ।

গ. জায়েজ ।

ঘ. মুস্তাহাব ।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহবুব অফিসার পদে সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু টাকা ছাড়া তিনি কারো ফাইল সই করেন না।

৬. মাহবুবের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. হারাম

খ. মাকরুহ তাহরিমি

গ. মাকরুহ তানজিহি

ঘ. মুবাহ

৭. মাহবুবের করণীয় ছিল রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে-

i. কাউকে হয়রানি না করা

ii. সবাইকে দ্রুত সেবা প্রদান করা

iii. টাকা অফিসের সবাইকে ভাগ করে দেয়া

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আলতাফ সাহেব একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের কোন হিসেব রাখেন না। প্রতিষ্ঠানের অনেক সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। তার মেয়ের বিয়েতে শিক্ষকদের মোটা অংকের চাঁদা ধার্য করা হলে এক শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, অধ্যক্ষ স্যারের কি ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত জানা নেই?

(ক) كسب الحلال অর্থ কী?

(খ) فأنى يستجاب له হাদিসাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) আলতাফ সাহেবের কাজটি কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শিক্ষকের মন্তব্যের যথার্থতা হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

### باب الصدق في التجارة

#### ব্যবসায়ে সত্যবাদিতার অধ্যায়

হালাল জীবিকা উপার্জনের অন্যতম পন্থা ব্যবসায়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ ফরমান- **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ** হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সময়ে নিজে ব্যবসায় করেছেন। তিনি ব্যবসায়ীদের দালাল নাম পরিবর্তন করে তাজের রেখেছেন। ব্যবসায়ে সততার গুরুত্ব অপরিসীম। মিথ্যা না বলা, ধোকা না দেয়া, মালে ভেজাল না দেয়া, ওয়াদা খেলাফ না করা,ওজনে কম না দেয়া ইত্যাদি ব্যবসায়ে সততার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের রয়েছে বহু প্রকার। যা সততার অভাবে হয়ে যায় হারাম। আর ব্যবসায়িক পদ্ধতী ব্যতীত ঋণ দানের মাধ্যমে বাড়তি সম্পদ আদায় করলে তা হয় সূদ। যাকে শরিয়ত অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের হালাল-হারাম পদ্ধতি জানা ও তদানুযায়ী আমল করে নিজের উপার্জনকে হালাল করা প্রতিটি মুসলমানের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য।

হাদিস-২৮৩:

٢٨٣- عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -**

অনুবাদ: হজরত আবু সাইদ খুদরি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি নবীগণ,সিদ্দিকগণ ও শহিদগণের সঙ্গী হবে। (জামে তিরমিজি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**ব্যবসার ফজিলত :** মানুষ ব্যবসায়,শিল্প ও কৃষি এই তিন প্রকার কাজের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে কেউবা মালিক আর কেউবা শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সেবা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গও পরোক্ষ ভাবে এ তিন শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত। ইসলাম এ তিনটি পেশাকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে।সং ব্যবসায়ীদিগকে নবিদের সংঙ্গী ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষিকাজে পশু পাখিতে ভক্ষণ করা শস্যের মধ্যেও সদকার ছওয়াব পাবার কথা বলা হয়েছে। শিল্প কর্মে নিজ হাতে উৎপাদিত রিজিককে পবিত্রতম রিজিক বলা হয়েছে। ব্যবসায় মহানবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) এর সুন্নাত কাজ। ব্যবসায়ে রয়েছে পূর্ণ বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগ। সূদ ও প্রতারণা পরিহার করে সততার সাথে



ব্যবসায় পরিচালনা করলে তাতে রয়েছে বিরাট ছওয়াব ও বিশেষ মর্যাদা। তাই ইসলামের দেয়া ব্যবসায়িক নিয়ম-নীতি মেনে ব্যবসায় করা উচিত।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

الصدق مাসদার نصر- ينصر باب اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذكر ছিগাহ : صدوق

মাদ্হাহ صحيح জিন্স ص- د- ق. মান্দাহ

শহিদগণ - صحيح জিন্স ش- ه- د. মাদ্হাহ شهيد এক বচন اسم جمع ছিগাহ : شهداء

হাদিস-২৮৪:

٢٨٤- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَايَةَ فَمَرَّبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত কাইস বিন আবু গারায়াহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাদিগকে নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে সামাসিরা (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। অতপর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দিয়ে গমন করলেন। এবং উহার চেয়ে একটি সুন্দর নামে আমাদিগকে নামকরণ করলেন। তিনি বললেন- ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরর্থক কথাবার্তা ও কসম প্রায়সই হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা উহাকে সদকার সাথে যুক্ত কর। (সুনান আবু দাউদ)

**ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ :**

ব্যবসায়ীদের নামকরণ পূর্বকালে ব্যবসায়ীদিগকে দালাল নামে অভিহিত করা হত। এ নামের মধ্যে যেমনি রয়েছে অসম্মান তেমনি নামটি শ্রুতকটুও বটে। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ী নামের মধ্যে রয়েছে সম্মানের স্বীকৃতি। কেননা দালাল কথার দ্বারা প্রথমেই ধারণা জন্মে যে, এ ব্যক্তি নিজের কিছু কর্ম তৎপরতার দ্বারা মধ্যস্থত্বভোগী কেউ হবে। কিন্তু ব্যবসায়ী নামের মধ্যে এ হীন ধারণার কোন স্থান নেই। কেননা ব্যবসায়ীগণ তাদের সম্পদ ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক বুকি গ্রহণ করেই মুনাফার অধিকারী হয়ে থাকে। যাতে মানবিকতার পরিপন্থী কিছু নেই। আর দালালীর মধ্যে মধ্যস্থতার দ্বারা একজন আরেকজনের উপকার করবে নিস্বার্থ ভাবেই। এতে বিনিময় গ্রহণের মধ্যে মানবতার অইমান হয়। তাই সিমসার নামের তুলনায় 'তাজের' নামটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও ভালো তাতে সন্দেহ নেই।

## (শব্দ বিশ্লেষণ) تحقیقات الألفاظ

দালালগণ - অর্থ- سمسار এক বচন اسم جمع হিগাহ : سمسرة

إثبات فعل বাহাছ واحد مذکر غائب হিগাহ (نا=ضمير منصوب متصل, ف=عاطفة) : فسمانا

ناقص يائي জিন্স স-ম-ই. মাদ্দাহ التسمية ماسدار তفعیل বাব ماضي معروف  
অর্থ- সে (পু.) নাম রাখল।

أمر حاضر বাহাছ جمع مذکر حاضر হিগাহ (ف=عاطفة. ه=ضمير منصوب متصل) : فشوبوه

أجوف জিন্স শ-ও-ব. মাদ্দাহ الشوب ماسدار نصر-ينصر বাব معروف  
অর্থ- তোমরা (পু.) যুক্ত কর।

ব্যবসায়ীগণ - অর্থ- صحيح জিন্স ত-জ-র. মাদ্দাহ تاجر اسم جمع হিগাহ : تجار

হাদিস -২৮৫:

٢٨٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত উবায়দ বিন রিফায়াহ তার পিতা হতে তিনি হজরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। তবে তারা ব্যতীত যারা পরহেযগারী গ্রহণ করবে, নেককার হবে এবং সততা অবলম্বন করবে। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا :

অর্থ- ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামত দিবসে গোনাহগার বেশে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ, ব্যবসায়ীগণ তাদের কৃতকর্মের দ্বারা ই গোনাহগার হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে হাশরে আনীত হবে। কেননা অধিক মুনাফা লাভের আকাংখা ও লোভ ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা বলতে, মিথ্যা শপথ করতে, প্রতারণা করতে, মালে ভেজাল দিতে, ওয়াদা খেলাফ করতে, শর্ত নির্ধারণে শঠতার আশ্রয় নিতে এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে উৎসাহিত করে। একাজগুলি গর্হিত, কবির গোনাহ ও মানবতা বিরোধী। তাই এহেন গোনাহের কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ গোনাহগার হয়ে কিয়ামতে উঠবে। তবে এসব গোনাহের কাজ পরিহার করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা কারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। তারা নবি, শহিদ ও সিদ্দিকগণের সম মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ফজার : জিগাহ اسم جمع একবচন ফাজর মাদাহর - ج - صحيح জিন্স গোনাহগারগণ

إتقى : জিগাহ مذكر غائب বাহাছ معروف বাহাছ فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : إتقى : আসদার  
 (পু.) ভয় করল। অর্থ لفيف مفروق জিন্স - و - ق - ي মাদাহর الإلتقاء

হাদিস-২৮৬:

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন-তোমরা সত্য বলাকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সত্যতা নেকির দিকে ধাবিত করে আর নেকি জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে নিরূপণ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা হতে দূরে থাক। কেননা মিথ্যা গোনাহের ধাবিত করে আর গোনাহ দোজখের নিকট উপনীত করে। এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ :

: حتى يكتب عند الله كذابا এবং حتى يكتب عند الله صديقاً

অর্থ- আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যকে নিরূপণ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ পাকের নিকট তাকে চরম সত্যবাদী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এবং কোন ব্যক্তি সব সময় মিথ্যা কথা বলে আর মিথ্যাকে খোঁজ করতে থাকে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট চরম মিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়। মূলত মানুষের কথা ও কাজ যেমন আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তদ্রূপ তাদের আমলের প্রভাবেও তারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সর্বদা সত্য কথা বলতে বলতে এবং সর্বত্র সত্যান্বেষণে নিয়োজিত থাকতে থাকতে তার স্বভাব-চরিত্র এর প্রভাবে এমন হয়ে যায় যে, সে ব্যক্তি সিদ্ধিকগণের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলতে বলতে এবং সর্বক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এর প্রভাবে উক্ত ব্যক্তির মনে মিথ্যার প্রতি

সামান্যতম দ্বিধা-সংকোচও থাকে না। ফলে সে চরম মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। তখন তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড মিথ্যায় ভরপুর হয়ে যায়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ) :

يضرب ضرب - باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يهدي  
মাসদার الهداية মাদ্দাহ - ي. - د - ه - جিন্স ناقص يائي অর্থ- সে পথ প্রদর্শন করছে।

ماسدادر تفعل باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يتحرى  
মাসদার التحري (পু.) নির্ধারণ করছে। - ي. - ر - ح - جিন্স ناقص يائي অর্থ- সে (পু.) নির্ধারণ করছে।

الصدق ماسدادر نصر - ينصر باب اسم فاعل مبالغة বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : صديق  
মাদ্দাহ صحيح - جিন্স ص - د - ق - جিন্স - ي. - ر - ح - جিন্স صحيح অর্থ- পরম সত্যবাদী

يضرب ضرب - باب إثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يكذب  
মাসদادر الكذب মাদ্দাহ - ذ - ب - جিন্স صحيح - ي. - ر - ح - জিন্স صحيح অর্থ- সে কে নির্ধারণ করছে।

হাদিস-২৮৭:

٢٨٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتُهُ بِالْخُلْفِ الْكَاذِبِ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত আবু যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম )

হতে রেওয়ায়েত করেন- তিন শ্রেণির লোকদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দৃষ্টিপাত করবেন না , তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হজরত আবু যার (رضي الله عنه) বলেন- তারা নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।

ইয়া রসুলুল্লাহ ! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল, ১.গোড়ালির নিচে কাপড় বুলায়ে পরিআয়েশারী ব্যক্তি, ২. দান করে খোটা দানকারী ব্যক্তি এবং ৩.মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। (সহিহ মুসলিম)

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ :

### : والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

অর্থ- এবং মিথ্যা শপথের দ্বারা তার পণ্য সামগ্রী প্রচলনকারী ব্যক্তি। যে তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে কঠিন আযাবের মধ্যে পতিত হবে, তাদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তি একজন। একজন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নামে শপথ শুনলে সে কথা অনায়াসে দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে থাকে। আর এ সুযোগ গ্রহণ করে অসৎ ব্যবসায়ীগণ মিথ্যা কসমের দ্বারা তাদের অধিক মুনাফা লাভের হীন স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এটা খুবই জঘন্য ও অন্যায়। তাই, এহেন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পরিবর্তে আযাব ও গযবে নিপতিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

### (শব্দ বিশ্লেষণ) تحقيقات الألفاظ

نفي فعل مضارع واحد مذكر غائب (هم = ضمير منصوب متصل) : لا يكلمهم  
সে কথা- صحيح জিন্স ك - ل - م - هاء التكميم মাসদার تفعيل বাব معروف  
বলবে না।

يضرب ضرب - باب إثبات فعل ماضي معروف واحد مذكر غائب : خابوا  
মাসদার الخيبة مাদাহ - ي - ب - خ - ي - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - هاء التكميم  
তারা (পু.) নৈরাশ হল।

س-ب-ل ماسدال الإسبال مাদাহ اسم فاعل واحد مذكر : مسبل  
জিন্স صحيح অর্থ- পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় বুলায়ে পরিআয়েশারী।

ن-ف-ق ماسدال التنفيق مাদাহ اسم فاعل واحد مذكر : منفق  
জিন্স صحيح অর্থ- প্রচলনকারী।

তারকিব: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الله فاعل, هم ضمير منصوب مفعول, لا يكلم فعل, ثلاثة بخصيص بالنكرة مبتدأ ,

দুই, فاعل তার فعل, مفعول مضاف اليه ও مضاف, القيامة مضاف اليه, يوم مضاف  
। جمله اسمية مিলে خبر ও مبتدأ পরিশেষে । جمله فعلية মিলে مفعول

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবিদের সংগে কারা বেহেশতে যাবে ?

ক. নামাজীগণ।

খ. জীবে দয়াকারীগণ।

গ. স্বচরিত্রের অধিকারীগণ

ঘ. সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ।

২. ব্যবসায়ীদের ইসলাম পূর্ব যুগের নাম ছিল ?

ক. سمسار.

খ. بائع

গ. مشتري

ঘ. ناجش

৩. صديق শব্দের অর্থ- কি ?

ক. সত্যবাদী।

খ. চরম সত্যবাদী।

গ. অপেক্ষাকৃত সত্যবাদী।

ঘ. যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেননি।

৪. لَا يُكَلِّمُهُمْ শব্দটির বাব কী ?

ক. باب إفعال

খ. باب تفعيل

গ. باب مفاعلة

ঘ. باب افتعال

৫. নেককাজ কোন্ দিকে পথ প্রদর্শন করে?

ক. মসজিদের দিকে।

খ. জান্নাতের দিকে।

গ. কাবা শরিফের দিকে।

ঘ. মদিনা শরিফের দিকে।

৬. কিয়ামত দিবসে কয় শ্রেণির লোকের সংগে আল্লাহ তাআলা কথা বলেবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র ঘোষণা করবেন না?

ক. তিন

খ. চার

গ. পাচ

ঘ. ছয়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সাজ্জাদ হোসেন একজন মুদী দোকানদার। পণ্য বিক্রির সময় সে ওজনে কম দেয় এবং পণ্যের দোষ গোপন করে।

৭. সাজ্জাদের কাজটি কেমন হচ্ছে?

ক. মুবাহ

খ. হারাম

গ. মাকরুহ তানজিহি

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৮. তার উচিত ছিল-

i. সঠিক ওজন দেয়া

ii. পণ্যের দোষ-গুণ প্রকাশ করা

iii. দোকানদারী ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করা।

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ইমাম মাওলানা বদিউজ্জামান সরকার একদিন কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে গেলেন এবং দেখলেন, একজন ব্যবসায়ী তার পণ্য বিক্রয়ের জন্য কসম খাচ্ছে। তিনি ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে তাকে এসব করতে বারণ করলে ব্যবসায়ী বলল, আমরা বুঝি ব্যবসা কিভাবে করতে হয়?

(ক) ব্যবসা বিষয়ক একটি হাদিস লিখ।

(খ) إن البيع يحضره اللغو والحلف হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) ইমাম সাহেবের কাজটি হাদিসের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ব্যবসায়ী মন্তব্যটি হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## অষ্টবিংশ অধ্যায়

### باب الفتن

## ফিৎনা ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায়

ফিৎনা বা ফাসাদ সৃষ্টির কারণে জীবন ও জগতের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। শান্তি ও শৃঙ্খলা হয় বিঘ্নিত, মানুষের মৌলিক অধিকার হয় লংঘিত। মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই যাবতীয় ফিৎনা-ফাসাদ মুকাবিলা করাও রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। তবে পৃথিবী নামক গ্রহটি একদিন লয় হবে নিশ্চয়ই। কিয়ামতের সে করুণ মুহূর্তের পূর্বে এ জগৎটি ফিৎনা ও ফাসাদে ভরপুর হয়ে যাবে।

হাদিস-২৮৮:

২৮৮- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلَيْسَنَ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ . أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ . رَوَاهُ رُزَيْنٌ

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যাঁরা ইত্তিকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। কেননা, জীবিত ব্যক্তি ফিৎনা হতে বাঁচতে পারে না। তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবিগণ। তাঁরা ছিলেন এ উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা অন্তঃকরণে ছিলেন অধিক ভালো জ্ঞান-গরিমায় ছিলেন অধিক গভীর, তাঁদের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না বললেই চলে। আল্লাহ তা'আলার তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন তাঁর নবির সংস্পর্শের জন্য এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করো, তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলো এবং তোমরা যতদূর সক্ষমতা রাখো তাঁদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধরো। কেননা, তাঁরা সঠিক হিদায়াতের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। (ইমাম রাজিন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থ:- যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যাঁরা এত্তেকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম নীতি মান্য করে চলে। হাদীসের অত্র অংশে ফিৎনা বলতে ইমান ও আমলের পরিপন্থী কার্যাবলী বুঝানো হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়, নফসে আম্মারার তাড়নায় এবং যুগ-যামানার কলুষ আবহাওয়ায় যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর



পূর্বে ফিত্নায় পতিত হয়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে যেতে পারে। তাই যাদের এমন সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ, যারা ইমান ও আমলের উপর সুদৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, যথা- সাহাবায়ে কেরাম তাদের অনুসরণ করলে কোন প্রকারে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার মনোনীত ছিলেন। সুতরাং তারা সমালোচনারও উর্ধে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

স-ন-ন. মাদ্দাহ استنان মাসদার বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مستن

জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- নিয়ম- নীতি মান্যকারী

الفتنه : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন অর্থ- বিপদ, মুসিবত

أصحاب : ছিগাহ اسم جمع একবচন অর্থ- সংগী, সাথী

হ-ম-দ. মাদ্দাহ التحميد মাসদার বাব اسم مفعول বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : محمد

জিনস صحيح অর্থ- অধিক প্রশংসিত

العموق : ছিগাহ اسم تفضيل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : أعماق

অর্থ- অধিক গভীর জিনস ع-ম-ق. صحيح

التمسك : ছিগাহ اسم تفاعل বাহাছ جمع مذکر غائب ছিগাহ : تمسكوا

অর্থ- তারা (পু) ধারণ করল। জিনস م-স-ك. صحيح

ق-و-م. মাদ্দাহ الاستقامة মাসদার বাব اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مستقيم

জিনস أجوف واوي অর্থ- সঠিক, সরল, সোজা

أخلاق : ছিগাহ اسم جمع একবচন অর্থ- চরিত্র, স্বভাব

হাদিস-২৮৯:

٢٨٩- عَنْ عِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِّنْ تَحْتَ أَدْنَمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعَوُّذٌ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

**অনুবাদ:** হজরত আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলে আকরাম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- অতি নিকটবর্তী যে, মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এবং কুরআনের অংকিত অক্ষর ব্যতীত কিছু থাকবে না। তাদের মসজিদ গুলি হবে সুসজ্জিত, তবে হেদায়েত থেকে শূন্য। তাদের আলেমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তাদের থেকে ফিৎনা বের হবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। (বায়হাকি, শুয়াবুল ইমান)

**ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:**

**السماء تحت أديم السماء :** অর্থ- তাদের আলেমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। অত্র হাদিসে কিয়ামতের পূর্বকার ফিৎনার কথা বলা হয়েছে। কিয়ামত যত নিকটবর্তী হবে একটার পর একটা ফিৎনার সৃষ্টি হবে যাতে মানুষের ইমান আমল নিয়ে বেচে থাকা দুষ্কর হবে। সেই সময়ের নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এইযে, সমাজের যে শ্রেণির লোকদের সর্বোত্তম হওয়া উচিত, যাদেরকে দেখে অন্যান্যরা আমল করবে সেই আলেম সমাজই হবে দুর্নীতি গ্রস্থ এবং চারিত্রিক অধপতনের চরম সীমায় তারা অবস্থান করবে। তারা এমন হবে যে সর্বোত্তম হওয়ার পরিবর্তে তার হবে সর্ব নিকৃষ্ট। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে কিয়ামতের আলামত বড় অিজুা সমূহ প্রকাশ পাবে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**يأتي ضرب - يضرب** বাব **إثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** ছিগাহ : **يأتي** মাসদার **الإتيان** মাদ্দাহ **أ- ت- ي.** অর্থ- **مركب جينس** (পু.) আসবে।

**يوشك** মাসদার **إفعال** বাব **إثبات فعل مضارع معروف** বাহাছ **واحد مذكر غائب** ছিগাহ : **يوشك** মাসদার **الإيشاك** মাদ্দাহ **و- ش- ك** অর্থ- **مثال جينس** (পু) নিকটবর্তী হচ্ছে।

**مساجد** মাসদার **السجود** মাদ্দাহ **س- ج- د** **ينصر - ينصر** বাব **اسم ظرف** বাহাছ **جمع** ছিগাহ : **مساجد** মাসদার **صحيح** জিনস অর্থ- মসজিদ সমূহ

**تعود** মাসদার **أجوف واوي** জিনস **ع- و- د.** অর্থ- **إثبات فعل مضارع معروف** বাব **واحد مؤنث** **غائب** ছিগাহ : **تعود** মাসদার **العود** মাদ্দাহ

**রাবি পরিচিতি:**

**হজরত আলি (রাঃ):** হজরত আলি (রাঃ) ইসলামের চতুর্থ খলিফা। হজরত আলি (রাঃ)। ৬০০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবুল হাসান। উপাধি আসাদুল্লাহ ও হায়দার। পিতার

### হাদিস-২৯০:

٢٩٠- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ.

**অনুবাদ:** হজরত মাহমুদ বিন নবীদ (ﷺ) হতে বর্ণিতযে, হজরত নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-দু'টি বিষয় আদম সন্তান অপছন্দ করে, সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর মৃত্যু তার জন্য ফিৎনা হতে উত্তম। সে সম্পদের স্বল্পতাকে অপছন্দ করে আর সম্পদের স্বল্পতা তার জন্য হিসাবকে কম করে দেয়। (আহমদ)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

والموت خير للمؤمن من الفتنة : অর্থ- আর মৃত্যু তার জন্য ফিৎনা হতে উত্তম। এ কথার মর্মার্থ এই যে, কেউ ইমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার সৌভাগ্য হাসিল করলে মৃত্যুর পর হতেই সুখময় জিন্দেগী শুরু হয়ে যাবে। তাই তার জন্য মৃত্যু বরণ করাই উত্তম। অপর দিকে সে যত দিন বেচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে ইমান ও আমল হারা হয়ে চির শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

## শব্দ বিশ্লেষণ (تحقیقات الألفاظ)

মাসদার-سمع-يسمع باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يكره  
 (পু.) অপছন্দ করে। -أর্থ صحيح ك-ر-ه. مآدأ الكراهة

মাদ্দাহ القليل الماسدادر ضرب - يضرب باب اسم تفضيل باهاض واحد مذكر حياها : أقل

অর্থ- অপেক্ষাকৃত অধিক কম জিনস ق-ل-ل

তারকিব: وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ

মিলে জার ও مجرور المؤمن مجرور , ل حرف جار , خير شبه فعل , الموت مبتدأ  
শবে فعل হয়েছে। متعلق ثانى جاره و مجرور , الفتنة مجرور من حرف جار হয়েছে।  
তার فاعل ও দুই متعلق মিলে جمله হয়ে خبر হয়েছে।

পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

হাদিস - ২৯১:

٢٩١- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَلَّمُوا  
الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤُ  
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا".  
رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ

অনুবাদ: হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-তোমরা এলেম শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও, তোমরা ফরজ্ বিধান সমূহ শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও এবং তোমরা কুরআন শিখা কর ও মানুষদের শিক্ষা দাও। কেননা, আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে। এমনকি একটি ফরজ্ বিধান নিয়ে দুইজনে মতানৈক্য করবে কিন্তু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না। (সুনান দারেমি, সুনান দারু কুতনি)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থ- কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে। অত্র হাদিসের এ অংশে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এন্তেকাল, এলেম বিলুপ্ত হওয়া এবং ফিৎনা প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হজরত রসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম।) ইলমে ওহি তথা-কুরআন ওহাদিস আনয়নের মাধ্যমে এলেমভিত্তিক একটি ইমান ও আমলের সমাজ উপহার দিয়ে গেছেন। যতদিন পর্যন্ত নবির ওয়ারিস ওলামায়ে কেরাম এলেম ও আমলের চর্চা ও অনুশীলন জারি রাখবে ততদিন সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণই থাকবে। কিন্তু দিন যত গড়াবে আর আলেমগণ যত শিথিল হবে তারা এলেমের চর্চা ও আমলের অনুশীলনের বিষয়ে গাফেল হয়ে পড়বে। তখন এমন অবস্থা হবে মানুষ তাদের সমস্যাবলীর ইসলামি সমাধান দেয়ার মত কোন যোগ্য আলেমকে খুজে পাওয়া যাবে না। তখনই ফিৎনা প্রকাশিত হবে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

العلم ماسداسم- يسمع- باب أمر حاضر معروف باهاض جمع مذكر حاضر حياض : تعلموا

মাদাহ. ম. - ল. - এ. - জিনস صحيح অর্থ- তোমরা (পু.) শিক্ষা কর।

الف- صحيح جিনس ف- - ر- ض. مাদাহ فريضة একবচন اسم جمع حياض : فرائض  
ফরজকৃত বিধানসমূহ

ق- ماسداسم القبض ماسداسم- يسمع- باب اسم مفعول باهاض واحد مذكر حياض : مقبوض  
কবজাকৃত (পু.) সে - صحيح جিনس ب- - ض

ضرب- يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف باهاض تثنية مذكر غائب حياض : لايجادان  
মাসদার مثال واوي جিনস - ও - ج - د مাদাহ الوجدان

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب حياض : يفصل  
মাসদার الفصل (পু.) মীমাংসা করবে। - صحيح جিনস - ফ - ص - ل. مাদাহ

يفتعال ماسداسم إثبات فعل مضارع معروف باهاض واحد مذكر غائب حياض : يختلف  
অর্থ- (পু.) মতানৈক্য করছে। - صحيح جিনস - খ - ল - ফ مাদাহ الاختلاف

হাদিস-২৯২:

٢٩٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَتَقَارَبُ  
الزَّمانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْفَى الشُّعْ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ " قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ " الْقَتْلُ " .  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ: হজরত আবু সাঈদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, এলেম উঠায়ে নেয়া হবে, ফিৎনা প্রকাশিত হবে, কৃপণতা পরিত্যাজ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। সাহাবাই কেরাম জিজ্ঞাসা করলে الهرج দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তিনি বললেন ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য কতল বা হত্যা। (বুখারি ও মুসলিম)

#### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

يتقارب الزمان : অর্থ- কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ, দ্রুত সময় কাটবে, সময়ের বরকত কমে যাবে, উদ্দেশ্য কাজ না করতেই সময় ফুরিয়ে যাবে। মনে হবে অল্প সময়ে বহু দিন, মাস ও বৎসর পার হয়ে যাবে।

ويلقى الشح ويكثر الهرج : অর্থ- কৃপণতা পরিত্যাজ্য হবে এবং আর হত্যা বেড়ে যাবে। এখানে কিয়ামতের পূর্বে ফিৎনা প্রকাশিত হওয়ার সময়ের সার্বিক অবস্থার কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে পৃথিবীতে ধন-রত্নের কোন অভাব থাকবে না। জমিনের তলের ও সাগর বক্ষের অটেল সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাই মানুষের মধ্যে কৃপণতাও আর থাকবে না। তবে সে সময়ে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। নানাবিধ কারণে মানুষ হত্যা বেড়ে যাবে। তাই ফেৎনা প্রসার হওয়ার বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া কর্তব্য।

#### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

يتقارب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفاعل মাসদার : জিনস ق-র-ب. মাদ্দাহ التقارب

يقبض : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব يضرب বাব تفاعل মাসদার : জিনস ق-র-ب. মাদ্দাহ القبض

হাদিস - ২৯৩:

٢٩٣- عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ وَلَمْ يَأْتِ فَصَبَرَ فَوَاهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

অনুবাদ: হজরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি- নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া

হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল, নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যাকে ফিৎনা হতে পরিত্রাণ দেয়া হল। আর যাকে ফিৎনার দ্বারা পরীক্ষা করা হবে তার জন্য ধ্বংস অবধারিত। (সুনান আবু দাউদ)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অত্র হাদিসে ফিৎনার সময়ে কিভাবে বসবাস করতে হবে তার প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর তা হল, ফিৎনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতে হবে। যদি কেউ মনে করে যে, আমি ফিৎনার মধ্যে থেকেও নিজেকে হিফায়তে রাখব এবং ইমান ও আমলহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অশেষ ছওয়াব লাভ করব। একথা বলা যত সহজ বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। একবার ফিৎনার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে ধ্বংস অবধারিত হয়ে যাবে। তাই সৌভাগ্যবান তাকেই বলতে হবে যে, ফিৎনাকে পরিহার করে নিজেকে কলুষতা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

سعيد : ছিগাহ اسم مفرد বহুবচন سعداء মাদ্দাহ -ع- د. জিনস صحيح অর্থ -সৌভাগ্যবান

الابتلاء : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي مجهول বাব إفتعال মাসদার ماسدার

مادتلي : ছিগাহ باহাছ جمع مذكر غائب বাহাছ فعل ماضي مجهول বাব إفتعال মাসদার ماسدার

মাদ্দাহ -ع- د. জিনস ناقص يائي অর্থ -সে (পু) মুসীবতগ্রস্থ হল।

## অনুশীলনী

### ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কারা ?

ক. নামাজীগণ।

খ. সাহাবীগণ।

গ. তাবায়ীগণ।

ঘ. আলেমগণ।

২. আখেরি জামানায় মসজিদগুলি কেমন হবে ?

ক. জীর্ণশীর্ণ।

খ. সুসজ্জিত।

গ. নামাজী দ্বারা পরিপূর্ণ।

ঘ. আলেমদের দ্বারা ভরপুর।

৩. মুমিনের জন্য মৃত্যু শ্রেয় কেন ?

ক. সম্পদ বেশী হওয়ার আশংকায়।

খ. ফিৎনায় জড়িত হওয়ার আশংকায়।

গ. শয়তানের ধোকাবাজির আশংকায়।

ঘ. অমুসলিমদের অত্যাচারের আশংকায়।

৪. শেষ জামানায় জমিনের মধ্যে নিকৃষ্টতম হবে কারা ?

ক. নেতাগণ।

খ. আলেমগণ।

গ. ব্যবসায়ীগণ।

ঘ. কর্মচারীগণ।

৫. সৌভাগ্যবান কে ?

ক.যে ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে।

খ.যে ফিৎনাকে পরিহার করে।

গ. ফিৎনার সংগেমোকাবিলা করে।

ঘ. ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের দমন করে।

৬. ফিৎনায় পতিত হওয়া বলতে কী বুঝায় ?

ক. বিপদগ্রস্থ হওয়া।

খ. যাগতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া।

গ. ইমান ও আমল হারা হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হওয়া।

ঘ. হত্যা, গুম, চুরি-ডাকাতি ও রাহাজানীর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

৭. কাদের সমালোচনা করা বৈধ নয় ?

ক. নেতা-নেত্রীদের।

খ. ওলামায়ে কেরামের।

গ. মাযহাবের ইমামদের।

ঘ. সাহাবায়ে কেরামের।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুশাররফ হোসেন সরকারি চাকরি হতে অবসর নিয়েছেন। অবসর জীবনে ইসলাম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে প্রচুর ইসলামি বই পড়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে নানান মতাদর্শ তাকে দ্বিধাশ্রিত করে তুলে। তিনি ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বিষয়টি স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে জানালে ইমাম সাহেব কুরআন ও হাদিসের আলোকে তার জন্য সমাধান বাতলে দেন।

(ক) الفتنة শব্দের সংজ্ঞা দাও।

(খ) علماءهم شر من تحب أديم السماء হাদিসাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(গ) মুশাররফ হোসেনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কী সমাধান রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইমাম সাহেবের কাজটি মূল্যায়ন কর।



## উনত্রিংশ অধ্যায়

### باب السكران

#### নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির বর্ণনা অধ্যায়

ইসলামে মদ পান করা নিষেধ। ইসলামপূর্ব যুগে মদের বহুল প্রচলন ছিলো। মদ না হলে কোন আসরই জমতো না। প্রাচীন আরবি কবিতায় মদের উল্লেখ ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়। মদের প্রতি মানুষের আসক্তি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ক্রমান্বয়ে মদ হারাম করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিম্নরূপ-

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ- আর খেজুর ও আঙুর গাছের ফল থেকে তোমরা গ্রহণ কর মাদক এবং ভালো খাদ্য। নিশ্চয়

এতে বুদ্ধিমান কণ্ডমের জন্য অবশ্যই মহান উপদেশ রয়েছে। এরপর নাজিল হল- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থ- তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, হে নবি আপনি বলে দিন এ দু'টিতে রয়েছে বড় গোনাহ ও মানুষের জন্য অনেক উপকার। এবং ইহাদের গোনাহ তাদের উপকার হতে বড়। তারপর নাজিল হল- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ অর্থ- ওহে ইমানদারগণ তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়োনা যতক্ষণ না তোমরা জান যা তোমরা বলছ। অবশেষে মদ হারামের অমোঘ বিধান নিয়ে নাজিল হল- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. অর্থ- ওহে ইমানদারগণ!

নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, ছাপনকৃত মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর অপবিত্র ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা উহা হতে দূরে থাক। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। নিশ্চয়ই শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও ক্রোধ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নামাজ হতে বিরত রাখতে। তোমরা কি তাহলে বিরত থাকবে না?

মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর আর একটি বারের জন্যও মদ বৈধ হয় নি। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শিবির মদকে লালন পালন করে মানব জাতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রাপ্তে এনে উপনীত করেছে। বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্ত যুব সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে দেশে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে উঠেছে মাদক আসক্তদের নিরাময় কেন্দ্র। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছুই হচ্ছে না। আইনের চোখকে ফাকি দিয়ে চোরাচালানীর মাধ্যমে মাদক সেবীদের হাতে মাদক ঠিকই পৌছে যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যে

মাদক কিনতে গিয়ে অনেকে নিষ হয়ে পড়ছে। আবার কতক মাদকসেবীরা মাদকের টাকা যোগাড় করতে জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অপরাধে। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের বিধানই রয়েছে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার অংগীকার। যেখানে মাদক সেবনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। মাদক কেনা বেচাকে করা হয়েছে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। মাদক উৎপাদনও শাস্তি যোগ্য অপরাধ। অবশ্য রোগের চিকিৎসার জন্য মানবতার কল্যাণে ল্যাবরেটরীতে উৎপাদিত মদ সর্ব সাধারণের হাতেপৌছার কথা নয়। আর তা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্র ছাড়া বিক্রয়যোগ্যও নয়। হাদিসে মদের মতোই মাদকতা সৃষ্টিকারী সর্ব প্রকার মাদকদ্রব্যকেও হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর মদকে ঘোষণা করা হয়েছে সব গোনাহের সূতিকাগার হিসেবে। তাই মাদকমুক্ত সমাজ পেতে ইসলামি অনুশাসনের কোন বিকল্প নেই।

হাদিস -২৯৪:

২৯৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-যিনাকারী ইমানদার অবস্থায় যিনা করে না, মদ্য পানকারী ইমানদার অবস্থায় মদপান করে না, চোর ইমানদার অবস্থায় চুরি করে না, লুটেরা ব্যক্তি কোন কোন দামী জিনিষ ইমানদার অবস্থায় লুট করে না যা লুট করার সময়ে অন্যরা তার দিকেচোখ তুলে তাকায় এবং কেউ ইমানদার অবস্থায় গনীমতের মাল হতে আত্মসাৎ করেনা। সুতরাং তোমরা এহেন কার্যবলীকে তোমাদের থেকে দূরে রাখ, এবং তোমরাও এহেন কাজকর্ম হতে দূরে থাক। (বুখারি ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

: لَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থ- কোন মদ্যপান কারী ব্যক্তি মদ পানের সময়ে মুমিন থাকেনা। হাদিসের এ ভাষ্যকে অপর এক হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের সময়ে তার ইমান অন্তকরণ হতে উঠে তার মাথার উপর ছায়ার মত বিরাজ করতে থাকে। অতপর যখন সে মদ পান থেকে মুক্ত হয় তখন আবার তার ইমান ফিরে আসে। একই অবস্থা চুরি ও যিনার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।, অথবা, একথার মর্মার্থ এই যে, এ কাজগুলি এতই গর্হিত যে, এ সব কর্ম সম্পূর্ণরূপে ইমানের পরিপন্থী কাজ। এ গোনাহগুলি করতে করতে সে ইমানের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। অথবা-কোন ব্যক্তি ইমানদার দাবী করা সত্ত্বেও এ গর্হিত কাজগুলি বৈধ জ্ঞানে করলে তার ইমান চলে যায়। অথবা- এহেন ব্যক্তির থেকে ইমানের নূর চলে যায়।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الزنا ضرب - يضرب باب نفي فعل معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : لا يزني

মাদ্দাহ (পু.) যিনা করছে না। অর্থ- ناقص يائي জিন্স - ز- ن - ي.

ضرب - يضرب باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : يسرق

মাসদার السارقة মাদ্দাহ (পু.) চুরি করছে। অর্থ- صحيح জিন্স - ر- ق - ي.

أ- م- الإيمان ماسدادر إفعال باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : مؤمن

মাদ্দাহ (পু.) ইমান গ্রহণকারী অর্থ- مهموز فاء জিন্স - ن.

السارقة ماسدادر ضرب - يضرب باب اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر : سارق

মাদ্দাহ (পু.) চোর অর্থ- صحيح জিন্স - س- ر- ق.

ماسدادر افتعال باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : ينتهب

মাদ্দাহ (পু.) লুট করছে অর্থ- صحيح জিন্স - ه- ب - ي.

ابصار চক্ষুসমূহ - صحيح জিন্স - ب- ص- ر. ماسدادر البصر একবচন اسم جمع : ابصار

হাদিস-২৯৫:

٢٩٥- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ الدِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

অনুবাদ: হজরত আবু দারদা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু (রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্তিম কালিন উপদেশ দিয়ে গেছেন-তুমি আল্লাহ তাআলার সংগে অংশীদার স্থাপন করবে না যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, অথবা তোমাকে পুড়িয়ে মারা হয়, তুমি ইচ্ছাকৃত কোন ফরজ্ নামাজ্ ছেড়ে দিবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ্ ছেড়ে দিবে, তার থেকে আমার জিন্মাদারী মুক্ত হয়ে যাবে। এবং তুমি মদ্যপান করবে না কেননা, উহা সব মন্দের চাবিকাঠি। (সুনান ইবনে মাজাহ)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر : অর্থ- এবং তুমি মদ্যপান করবে না। কেননা, উহা সব মন্দের চাবিকাঠি। চাবি দ্বারা তালা খুললে যেমন কক্ষে প্রবেশ করা যায়। তদ্রূপ সর্বপ্রকার মন্দকাজের চাবি মদ পান করলে সে সর্ব প্রকার গোনাহ করতে পারে। কেননা, মদ পানের দ্বারা মানুষের মধ্যে মাতলামীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, তার বুদ্ধি - বিবেক লোপ পায়। তখন কোন অন্যায় কাজই তার কাছে অন্যায় মনে হয় না। তাইসে অন্যায়সে যে কোন অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এভাবেই মদ্যপান সব মন্দকাজের চাবিকাঠি।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

الإشراك ماسدائر باء نهي حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিগাহ : لانشرک

মাদ্দাহ - صحيح জিন্স - ر - ك. তুমি (পু.) শিরক করো না।

تفعيل باء إثبات فعل مضارع مجهول বাহাছ واحد مذکر حاضر ছিগাহ : حرقت

মাসদার التحيق মাদ্দাহ - ر - ق. তোমাকে (পু.) পোড়ানো হল।

ع - م - ماسدائر تفعيل باء اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : متعمد

মাদ্দাহ - صحيح জিন্স - د. ইচ্ছাকারী।

ف - ت ماسدائر الفتح باء اسم آلة বাহাছ واحد كبرى ছিগাহ : مفتاح

খোলা কটি বড় যন্ত্র (চাবি) - صحيح জিন্স - ح.

### হাদিস-২৯৬:

٢٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا وَالْمُسْتَرَاةَ لَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

অনুবাদ: হজরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন। এক. আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করে মদ প্রস্তুতকারী, দুই. যার নিমিত্তে মদ তৈয়ার করা হয়, তিন. মদ পানকারী, চার. মদ বহনকারী, পাচ. যার নিকট মদ বহন করে নেয়া হয়, ছয়. মদ পরিবেশনকারী সাকী, সাত. মদ বিক্রেতা, আট. মদের মূল্যভোগকারী ব্যক্তি, নয়. মদ তৈয়ার করার আসবাব ক্রয়কারী ব্যক্তি, দশ. মদের নিমিত্তে যা ক্রয় করা হয়। (জামে তিরমিজি, সুনান ইবনে মাজাহ)

মদের সম্পৃক্ততাই নিন্দনীয় :

## শব্দ বিশ্লেষণ (تحقیقات الألفاظ)

205b

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

**والخمر ما خامر العقل** : অর্থ- আর মদ হল যা বুদ্ধি-বিবেককে লোপ করে দেয়। সাধারনত পাচ শ্রেণির বস্তু দ্বারা মদ তৈরী করা হয়। ১. আঙুর, ২. খেজুর, ৩. গম, ৪. যব, ৫. মধু। বর্তমানে মাদক জাতীয় বস্তু যথা-হিরোইন, কোকেন, গাজা, ইয়াবা ইত্যাদী উল্লেখিত বস্তু দ্বারা তৈরী মদের চেয়েও ভয়ংকর এবং ক্ষতিকর। তাই মদের ক্ষেত্রে বস্তুগত দিক নিবেচনা না করে মদের উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। আরহাদিস শরিফেও সে কথার সত্যতা পাওয়া যায়। হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে। **والخمر ما خامر**

**العقل** সুতরাং মাদকের কুফল যে বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হবে তা-ই মাদকের মত ব্যবহার বিপন্ন ও উৎপাদন করা নিষিদ্ধ হবে। এবং মদের গোনাহ ও বিচার এসব মাদক দ্রব্যের প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ন-ব- **ما** মাসদার **النبر** বাব **اسم آلة** বাহাছ **واحد صغرى** ছিগাহ **منبر** : অর্থ- উচু করার কটি ছোট যন্ত্র। **صحيح** জিন্স **ر**

মাসদার **مفاعلة** বাব **إثبات فعل ماضي** معروف **واحد مذكر غائب** ছিগাহ **خامر** : অর্থ- সে (পূ.)টেকে দিল। **صحيح** জিন্স **خ-ম-ر** **المخامرة**

হাদিস -২৯৮:

٢٩٨- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন-প্রত্যেক নেশা আনায়নকারী বস্তু মদের শামিল এবং প্রত্যেকনেশা আনায়নকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে অতপর তওবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের) মদ পান করতে পারবে না। (সহিহ মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

অর্থ- প্রত্যেক নেশা আনায়নকারী বস্তু হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে, অতপর তওবা না করে মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে সে আখেরাতে (জান্নাতের) মদ পান করতে পারবে না। দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহ তাআলার যথকিঞ্চিৎ নেয়ামতরাজী পেয়ে থাকে ও ভোগ করে থাকে। কিন্তু আখেরাতে তারা অফুরন্ত নেয়ামত পাবে ও

ভোগ করবে। যে সব নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার নেয়ামতের কোন তুলনাই হয়না। মদ পানে নেশা হয়, তবে শরীরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি করেই মদ নেশার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তা অসক্তি সৃষ্টি করে সমূহ ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। তাই ইসলামে মদকে করা হয়েছে হারাম। তবে আখেরাতের মদ হবে দুনিয়ার মদের থেকে অনেক অনেক উন্নত মানের। যা পাবে কেবল মাত্র বেহেশতীগণ। তা পান করলে রোমাঞ্চ হবে, ভালো লাগবে, কিন্তু নেশা হবেনা। বুদ্ধি বিবেক লোপ পাবেনা। সুতরাং যারা দুনিয়ায় মদ্যপানের মত কবিরাগোনাহ করবে, তারা পরকালে মদ পাবেনা অর্থাৎ, তারা চির শান্তির জান্নাতই পাবেনা। তাই জান্নাতের মদ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):

স-। - الاسكار মাসদার اسم فاعل বাহাছ واحد مذکر ছিগাহ : مسكر  
 (পু.) মাতলামী আনায়ন কারী। - ك - ر. صحیح জিন্স

মাসদার إفعال বাব إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب ছিগাহ : يدمن  
 (পু.) অভ্যস্ত হচ্ছে। - م - ن. صحیح জিন্স الإدمان

হাদিস-২৯৯:

٢٩٩- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ  
 "الْخَمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ. رَوَاهُ رُزَيْنٌ"

অনুবাদ: হজরত হুযাইফা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ভাষণের মধ্যে বলতে শুনেছি মদ সব গোনাহকে একত্রকারী। মহিলারা শয়তানের ফাঁদ এবং দুনিয়ার আকর্ষণ প্রত্যেক গোনাহের মূল। (রজিন)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

الخمير جماع الإثم : অর্থ- মদ সব গোনাহকে একত্রিতকারী। অর্থাৎ, মদ্যপানকারী সব গোনাহ করতে তার মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ থাকেনা। সে অনায়াসেই যে কোন গোনাহের কাজ করতে পাবে। কেননা গোনাহ হতে বিরত রোখে এবং ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে জিনিস তা হল মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি। বলা বাহুল্য যে, মদ্যপানে মাতাল ব্যক্তির মধ্যে বিবেক বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না ফলে সে হয়ে যায় বিবেকহীন পশুর মত। তার কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই মদই যেন তার মধ্যে সকল গোনাহের সমাহার ঘটাল।

تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

গোনাহ - ناقص يائي জিন্স - خ - ط - ي. خطايا বহুবচন اسم مفرد ছিগাহ : خطيئة

হাদিসসমূহ- অর্থ صحيح জিন্স -ح-ب-ل মাদাহ حبل একবচন اسم مفرد : حبال

তারকিব: وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

, رأس مضاف, مبتدأ مضاف مضاف اليه , الدنيا مضاف اليه , حب مضاف

হয়েছে مضاف اليه পুনরায় مضاف و مضاف اليه , خطيئة مضاف اليه , كل مضاف اليه مضاف جملة خبر و مبتدأ পরিশেষে مضاف ও مضاف اليه خبر হয়েছ। পরে رأس مضاف اسمية হল।

### রাবি পরিচিতি:

হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه) : হুয়াইফা (رضي الله عنه) এর পূর্ণ নাম হুয়াইফা ইবনুল ইয়ামান আবু আবদুল্লাহ ইসা। মূলত তার উপাধি ইয়ামান আর তার উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন রসূল (ﷺ) এর গুণ্ডাভার (اسرار النبي) তার থেকে হজরত উমার (رضي الله عنه), হজরত আলি (رضي الله عنه) ও আবু দারদা (رضي الله عنه) এর মত প্রখ্যাত সাহাবিগণহাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরাকের মাদাইন শহরে ইনতিকাল করেন এবং তথায় বর্তমান সালমান পাক নামক স্থানে তাঁর কবর রয়েছে। হজরত ওসমান (رضي الله عنه) এর মর্যাদা চল্লিশ দিন পরে ৩৫/৩৬ হিজরিতে আল্লাহ তাআলার রসূরের এই বিশিষ্ট সাহাবি ইনতিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

#### ১. মদ্যপানের হুকুম কি?

ক. হারাম।

খ. মাকরুহ তাহরিমি।

গ. মাকরুহ তানজিহি।

ঘ. মাকরুহ তবয়ি।

#### ২. মদের সাথে জড়িত কত শ্রেণির লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলার লা'নত করেছেন?

ক. ৩ শ্রেণি।

খ. ৫ শ্রেণি।

গ. ৭ শ্রেণি।

ঘ. ১০ শ্রেণি।

#### ৩. আজওয়া কোথা হতে এসেছে?

ক. মিশর থেকে।

খ. জান্নাত থেকে।

গ. আরব দেশ থেকে।

ঘ. লাওহে মাহফুজ থেকে।



৪. সর্ব প্রকার গোনাহকে একত্রকারী জিনিস কি?

ক. যিনা ।

খ. জুয়া ।

গ. মদ ।

ঘ. হারাম উপার্জন ।

৫. মদ কিভাবে হারাম হয়েছে ?

ক. একবারে ।

খ. বারে বারে ।

গ. পর্যায়ক্রমে ।

ঘ. শুধু নামাজের সময়ে ।

৬. কবিরা গোনাহ করলে কখন ইমান থাকেনা ?

ক. বৈধ জ্ঞানে গোনাহ করলে ।

খ. নির্ভয় হয়ে গোনাহ করলে ।

গ. কবিরা গোনাহ বার বার করলে ।

ঘ. গোনাহ করার পর তওবা না করলে ।

৮. মদপান সব মন্দের চাবিকাঠি । কারণ-

i. মদ বুদ্ধিকে লোপ করে ।

ii. মদ্যপ ব্যক্তি সব গোনাহ করতে পারে ।

iii. মদের প্রতিক্রিয়ায় সব গোনাহ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় ।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

### খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজধানীর কালাচাদপুরের মদসহ দু'জন খেপ্তার । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গুলশান জোনের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাত ১২টা দিকে পশ্চিম কালাচাদপুরের ১০১/১ নম্বর বাড়ির সপ্তম তলায় অভিযান চালিয়ে ২৪ হাজার লিটার মদ উদ্ধার করে । খেপ্তারকৃত বজলু ও ফজলু জানান, ৭ম তলা ঐ বাড়ির মালিক আশরাফ উদ্দীনের । বাড়ির মালিক ভবনের তিন তলা থেকে সাত তলা পর্যন্ত কারখানা দিয়ে মদ তৈরী করে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে থাকে । তারা সেখানে বেতনভূক্ত কর্মচারী ।

(ক) لا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر এর অনুবাদ কর ।

(খ) الخمر ما خامر العقل হাদিসাংশটির ব্যাখ্যা কর ।

(গ) উদ্ধৃত সংবাদে উল্লিখিত কাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার লানত বর্ষিত হয় বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে ।

(ঘ) পরিদর্শক কামরুল ইসলাম সাহেবের ভূমিকা কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর ।

## ত্রিংশ অধ্যায়

### باب الإرهاب

## সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা অধ্যায়

ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার কল্যাণের ধর্ম। পরস্পর কল্যাণ কামনাই ইসলামের মূলমন্ত্র। কারো অকল্যাণ কামনা ও অহিত চিন্তা ইসলাম কখনও অনুমোদন করে না। বরং ইসলামের নির্দেশ হল, তুমি নিজের জন্য যা ভালোবাস তা তোমার ভাইয়ের ক্ষেত্রেও পছন্দ কর। রসুল (ﷺ) বলেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার যবান ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আল্লাহ সে বান্দাকে সাহায্য করেন, যে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।

ইসলামের এসব অমোঘ শিা মেনে চললে কেউ সন্ত্রাসী হতে পারে না। ইসলামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কোন ঠাঁই নেই। বর্তমানে সুকৌশলে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ভার মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুখজনক। জিহাদ হলো- সত্য, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। জিহাদ শুধু সসস্ত্র মোকাবিলা নয়। জিহাদ মানব কল্যাণে নিবেদিত। অপর দিকে সন্ত্রাসের দ্বারা মানবতার অনিষ্টই সাধিত হয়ে থাকে। তাই, যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামে ফিৎনা ও ফাসাদ নামে অখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ফিৎনাকে মানুষ হত্যার চেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে- **والفتنة أشد من القتل** অর্থ- ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়ে কঠিন। সন্ত্রাস নিসন্দেহে ফিৎনার অন্তরভুক্ত বা ফিৎনার অন্যতম প্রকার। তাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিহার করা প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে হাদিসে এরশাদ হয়েছে-

**المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده** অর্থ- প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও যবান হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অথাত সে কাউকে কটু বা অশ্লীল কথা বলে কষ্ট দেয়না বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেনা। এবং হাত দ্বারা তার অনিষ্ট সাধন করেনা বা অস্ত্র ও লাঠিসোটা উত্তোলন করে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেনা।

হাদিস-৩০০:

৩০০- **عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا أَسْلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .**

অনুবাদ: হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। ( বুখারি ও মুসলিম)

### ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন- যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। একজন মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান ও মালের হিফায়ত করা তার প্রতি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম যারা বিদ্রোহী নয়, দেশের আইন মান্য করে চলে। তাদের জান-মালের হিফায়ত করাও দেশের নাগরিকদের উপর অবশ্য কর্তব্য। অমুসলিমদের প্রসঙ্গে হাদিসে ঘোষিত হয়েছে- **أموالهم كاموالنا ودمائهم كدمائنا**। অর্থ- তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র ও হেফায়তযোগ্য। অতএব যারা এ আমানত রক্ষা করবে না বরং অস্ত্র ধারণ করবে, সে কোন ক্রমেই ইসলামের অনুপম আদর্শের অনুগামী হতে পারে না সে শরিয়তের নিরীখে কবির গোনাহে গোনাহগার হবে। আর এহেন করীরা গোনাহকে কেউ বৈধ মনে করলে সে অবশ্যই ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

### تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

ضرب-يضرب বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : حمل

সে (পু.) উত্তোলন করল অর্থ- صحيح জিন্স -ح-م-ل. ل. ماد্দাহ الحمل মাসদার

অস্ত্র, হাতিয়ার, অর্থ- صحيح জিন্স -س-ل-ح. ح. ماد্দাহ أسلحة বহুবচন اسم مفرد : السلاح

তারকিব: **مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا**

جار, না ضمير مجرور এবং على حرف جار. ضمير هو فاعل, حمل فعل, من متضمن معنى الشرط হয়ে جملة فعلية متعلق و مفعول, فاعل তার فعل, السلاح مفعول, متعلق مجرور و نا مجرور, من حرف جار, ضمير هو اسم ليس, ليس فعل ناقض, فا جزاءية। হয়েছে شرط خبر متعلق ও فاعل তার شبه فعل। এর সঙ্গে شبه فعل হয়েছে متعلق مجرور ও جار خیر متعلق و فاعل তার اسم ليس। হয়েছে جزء اسمية خبر اسم তার ليس। হয়েছে

পরিশেষে شرط ও جزء اسمية خبر اسم তার ليس। হয়েছে

হাদিস-৩০১:

৩০১- عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيَ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَدَبِ الْمُفْرَدِ .

অনুবাদ: হজরত বাক্কার বিন আব্দুল আজিজ তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে তিনি হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন-প্রত্যেক গোনাহের শাস্তি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবস অবধি যতদিন তিনি চান দেবী করেন। তবে সীমা লংঘন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি উহার অপরাধীকে দুনিয়াতে দ্রুত মৃত্যুর পূর্বে প্রদান করেন। (আদাবুল মুফরাদ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت অর্থ- এসব ঘৃণ্য কাজের অপরাধীকে তার শাস্তি দ্রুত দুনিয়াতে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন। হাদিসে বর্ণিত তিনটি অপরাধের মধ্যে প্রথমটি হল البغي বা সীমা লংঘন করা। শিরনামের সত্তাসী কর্মকাণ্ডও এ সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যে কোন অপরাধী সে দুনিয়াতে কোনভাবে বিচারের হাত এড়িয়ে গেলেও তার জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি অবধারিত থাকে। কিন্তু সত্তাসী এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। তাকে আখিরাতে শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করা হবে। শাস্তিস্বরূপ সে মৃত্যুর পূর্বে নানাবিধ রোগ-ব্যধি, মামলা-মোকদ্দমা, শারিরিক ও মানসিক বাল্য-মুসিবতের সম্মুখীন হবে। যা হবে তার কৃত সত্তাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিফল।

শব্দ বিশ্লেষণ) تحقيقات الألفاظ

صحيح جينس ذ - ن - ب. مادداه الذنوب ماسدار ذنب এক বচন اسم جمع হিগাহ : ذنوب  
অর্থ- গোনাহ সমূহ

يؤخر ماسدار تفعيل باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هিগাহ  
অর্থ- তিনি দেবী করবেন। مهموز فاء جينس أ - خ - ر. مادداه التأخير

عقوق جينس ع - ق - ق مادداه العقوق ماسدار اسم مصدر : هিগাহ  
অর্থ- অবাধ্যতা

يعجل ماسدار تفعيل باب إثبات فعل مضارع معروف বাহাছ واحد مذکر غائب : هিগাহ  
অর্থ- তিনি তাড়াতাড়ি করবেন। صحيح جينس ع - ج - ل. مادداه التعجيل

## হাদিস-৩০২:

৩০২- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ ، قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ ، قَالَ مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ قَتَلْتُهُ الْأَزَارِقَةَ ، فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْأَزَارِقَةَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَلَّابُ أَهْلِ النَّارِ ، قُلْتُ الْأَزَارِقَةُ وَحَدَّهَا أُمُ الْخَوَارِجِ كُلُّهَا ؟ قَالَ بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا

অনুবাদ: সায়েদ বিন জুমহান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি আব্দুল্লাহ বিন আবু আউফা (রাঃ) এর নিকট আসলাম। অতপর তাকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সায়েদ বিন জুমহান, তিনি বললেন, তোমার পিতার কী হয়েছে? আমি বললাম, তাকে আযারেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ আযারেকা সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত করুন। একথা তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। আমাদিগকে হযরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- তারা জাহান্নামীদের কুকুর হবে। আমি বললাম, শুধু কি আযারেকা সম্প্রদায় অভিশপ্ত না সব খারেজিরাই অভিশপ্ত? তিনি বললেন বরং সব খারেজিরাই অভিশপ্ত। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ)

## ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

আযারেকা ও খারেজি সম্প্রদায়ের বর্ণনা: ইসলামের সৃষ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে খারেজি সম্প্রদায় অন্যতম। খারেজি অর্থ- বাহির হওয়া ব্যক্তি। যেহেতু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত আকীদার কারণে ইসলামের গতি হতে বের হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে খারেজি বলা হয়। হজরত আলি (রাঃ) এর খেলাফত আমলে তৃতীয় খলিফায়ে রাশেদ হজরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের বিচারকে কেন্দ্র করে হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধের পর খারেজি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা দাবী করেছে, পবিত্র কুরআনকে ফয়সালাকারী মান্য করে উক্ত ফয়সালা কাজে যারা মানুষকে সালিস নিযুক্ত করে এবং যারা সালিস নিযুক্ত হয় তারা সবাই কাফির। সুতরাং তাদের মতে, হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সহ তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ সাহাবায়ে কেলামই কাফিরের তালিকায় স্থান পান। তাদের জঘন্য মতবাদের কারণে তারা ইসলামের দলত্যাগী খারেজি নামে অভিহিত হয়। আযারেকা তাদেরই একটি উপ-সম্প্রদায়। তারা আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাকারী সাঈদের পিতা জুমহানকে শহিদ করেছিল। সুতরাং বর্তমানেও যেসব সন্ত্রাসীরা মানুষ হত্যা করে দ্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে, তারাও উক্ত আযারেকাদের মত আখেরাতে দোজখের কুকুর হওয়ার মত শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

## (শব্দ বিশ্লেষণ) تحقیقات الألفاظ

তফেইল বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد متکلم (فاء عاطفة) : فسلمت

আমি সালাম দিলাম অর্থ- صحيح জিন্স স-ল-ম. মাদাহ التسليم মাসদার

বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد متکلم (هـ ضمير منصوب متصل) : قتلته

আমি হত্যা করলাম অর্থ- صحيح জিন্স ক-ত-ল. মাদাহ القتل মাসদার نصر-ينصر.

মাসদার فتح-يفتح বাব إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب : لعن

অভিসম্পাত করল (পু.) সে অর্থ- صحيح জিন্স ল-এ-ন. মাদাহ اللعن

إثبات فعل ماضي معروف বাহাছ واحد مذكر غائب (نا - ضمير منصوب متصل) : حدثنا

বর্ণনা করল (পু.) সে অর্থ- صحيح জিন্স হ-দ-থ. মাদাহ التحديث মাসদার تفعيل বাব

কুকুরগুলি অর্থ- صحيح জিন্স ক-ল-ব. মাদাহ كلب একবচন اسم جمع : كلاب

দলত্যাগীগণ অর্থ- صحيح জিন্স খ-র-জ. মাদাহ خارج একবচন اسم جمع : الخوارج

## রাবি পরিচিতি:

আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (رضي الله عنه) : তাঁর পূর্ণনাম আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা ইবনে আলকামা

ইবনে কায়েস আসলামি। তিনি হৃদয়বিয়া ও খয়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নবি করিম (ﷺ) এর ওফাত

পর্যন্ত তিনি মদিনায় বসবাস করেন। অতপর তিনি কুফায় গমন করেন। তিনি কুফায় শেষ সাহাবি হিসেবে ৮৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন্ অপরাধের শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মৃত্যুরপূর্বে প্রদান করবেন?

ক. নামাজ না পড়ার।

খ. মিথ্যা কথা বলার।

গ. কাউকে গালি দেয়ার।

ঘ. মাতা-পিতার অবাধ্যতা করার।

২. দোজখের কুকুর হবে কারা ?

ক. শিয়া সম্প্রদায় ।

খ. মুরজিয়া সম্প্রদায় ।

গ. খারেজি সম্প্রদায় ।

ঘ. মুতাযেলা সম্প্রদায় ।

৩. সত্ত্বাসী কর্মকাণ্ডের হুকুম কি ?

ক. হারাম ।

খ. কবির গোনাহ ।

গ. মাকরুহ তাহরিমি ।

ঘ. মাকরুহ তানজিহি ।

৪. আযারেকা উপদলটি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ?

ক. শিয়া সম্প্রদায় ।

খ. মুতাজেলা সম্প্রদায় ।

গ. খারেজি সম্প্রদায় ।

ঘ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ।

৫. حدثنا শব্দটি কোন্ ছিগাহ ?

ক. واحد مذكر غائب

খ. جمع مذكر غائب

গ. واحد مذكر حاضر

ঘ. واحد مؤنث غائب

৬. একমাত্র দল যা বেহেশতে যাবে তার নাম কি ?

ক. আহলেহাদিস ।

খ. আহলে কুরআন ।

গ. আহলুল আদলে ওয়াত তাওহিদ ।

ঘ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ।

৭. মুসলামনদের উপর অস্ত্রধারণ করার হুকুম কি ?

ক. কবির গোনাহ ।

খ. ছগির গোনাহ ।

গ. মাকরুহ তাহরিমি ।

ঘ. মাকরুহ তানজিহি ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :

নন্দী গ্রামের মাঠে একজনকে কে বা কারা হত্যা করে ফেলে রেখেছে। এলাকার মানুষ এসে দেখে যাচ্ছে এবং আফছোচ করছে। একই ভাবে বাউলি গ্রামের বরকত হোসেনকে রাস্তার পাশে পাটের ক্ষেতে গলা কাটা অবস্থায় সকলে চিহ্নিত করে। এলাকায় এখন সকলে ভীত সন্ত্রস্ত ।

ক. عقوق অর্থ কী ?

খ. পিতা মাতার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই প্রদান করা হয় ব্যাখ্যা কর ।

গ. উদ্দীপকে হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীকে হাদিসে কী বলা হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. উদ্দীপকে নস্তি ও বাউলি গ্রাম এলাকায় যে ভীতি ও ত্রাশ চলছে তা জান মালেন আমানতের আলোকে মূল্যায়ন কর ।

## একত্রিশতম অধ্যায়

### باب إِيْذاء النِّساء

## নারীদের উত্যক্ত করা / ইভটিজিং সংক্রান্ত অধ্যায়

নারীদের উত্যক্ত করা বা ইভটিজিং একটি জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি। সমাজের বখাটে, দুশ্চরিত্র, মাদকাসক্ত ও উশৃঙ্খল ছেলেরাই ইভটিজিং এর হোতা। তারামেয়েদের গমনাগমনের পথে ওৎ পেতে থেকে তাদেরকে উত্যক্ত করে। যথা- গায়ে পড়ে আলাপ করা, কুপ্রস্তাব দেয়া, শিষ দেয়া, অশ্লীল বাক্যবান নিক্ষেপ করা, ফোন-মোবাইলে রিং দিয়ে আলাপ জুড়ে দেয়া, নানা অজুহাতে দেখা করতে আসা ও নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি প্রদর্শন করা এবং শিষ দেয়া, যেমন কথা ও কাজ দ্বারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অগ্রসর হয়। ফলে মেয়েদের চলাফেরা, লেখাপড়া ও কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ইভটিজিং এর সিঁড়ি বেয়ে অনেকে বিপথগামী, ধর্ষণ, হাইজ্যাক ও মৃত্যুর সম্মুখীনও হয়ে থাকে। ইভটিজিং শব্দটি ইদানিং বহুল উচ্চারিত হচ্ছে। ইভ্ অর্থ- আদি মাতা হাওয়া এবং টিজিং অর্থ- উত্যক্ত করা। অতএব ইভটিজিং মানে নারীদের উত্যক্ত করা।

ইসলামে ইভটিজিংকে সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলাম নারী- পুরুষ সকলের উপর হিযাব পালন করাকে অত্যাবশ্যক করেছে। পুরুষ- নারী সবাই তাদের চক্ষু অবনমিত রাখবে। যাদের সংগে পরস্পর বিবাহ জায়েজ আছে এমন কারো সংগে দেখা দিবে না। স্বামী-স্ত্রী ও মুহরাম নয় এমন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই চক্ষু ফিরিয়ে নিবে। হিজাব রক্ষা করে সরাসরি বা ফোনে প্রয়োজনীয় কথা বলার ক্ষেত্রেও শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীদের শিক্তন, কর্মক্ষেত্র ও বিচরণ স্থান হবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। কারো বাড়ীতে গেলে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে। অনুমতি না পাওয়া গেলে বা কোন সাড়া নাপেলে ফিরে আসবে। কাউকে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, তিরস্কার করা ও ভয় দেখানো ইসলাম ধর্মে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গন্য।

যেসব কারণে সাধারণত ইভটিজিং এর মত অপরাধ সংঘটিত হয়, ইসলাম তা অংকুরেই বিনাশ করে থাকে। পিতামাতা ও অভিভাবকদের উপর তাদের অধিনস্ত সন্তান ও পোষ্যদের চরিত্রবান, খোদাভীরব ও সমাজের সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে প্রহার করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা সরকারের এবং সমাজের সর্বোচ্চরের নেতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব বলে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের কঠোর দণ্ড-বিধির যথাযথ প্রয়োগও অপরাধ প্রবণতাকে বহুলাংশে হ্রাস করতে সক্ষম। মূলতঃ ইসলামি অনুশাসন মেনে জীবন চলার মধ্যে ইভটিজিং জাতীয় সামাজিক ব্যাধির কোন আশংকা নেই। জনসাধারণের জান-মাল রক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা ইসলাম ধর্ম মতে পূত পবিত্র আমানত হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে।

হাদিস-৩০৫:

۳۰۵- عَنْ عِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عِيٍّ إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْنِيَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه

الحاكم)



**অনুবাদ:** হজরত আলি বিন আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হজরত নবি আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছেন- হে আলি! তোমার জন্য রয়েছে জান্নাতে একটি গুপ্ত ভাণ্ডার আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে নয়। (ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

**وَإِنَّكَ ذُو قُرْنِيهَا** : অর্থ- আর নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের দুই প্রান্তের মালিক হবে। এ কথা দ্বারা হজরত আলি (রাঃ) এর পুরো জান্নাতের মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন মাশরিক ও মাগরিব অথবা মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হয়ে থাকে। অথবা, হজরত আলি (রাঃ) এর দুই পুত্র হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হজরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) ভ্রাতৃত্বকে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতী যুবকদের দুই নেতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সে অর্থে হজরত আলি (রাঃ) পুত্রদের সুবাদে পূর্ণ জান্নাতের অধিকারী। আর এটা তিনি প্রাপ্ত হবেন ইচ্ছাকৃত পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করার কারণে।

**فَلَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ**:

অর্থ- সুতরাং তুমি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার স্বপক্ষে কথার মর্মার্থ এইয়ে, প্রথম দৃষ্টি সাধারণত অসাবধানতা বশতঃ এবং অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি ঠিকই ইচ্ছাকৃত এবং মনের চাহিদা মোতাবেক হয়ে থাকে। কেননা কোন রমণীকে দেখার জন্য শয়তান প্ররোচনা দিয়ে দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় থাকে। প্রথম দৃষ্টি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়, তাই তার গোনাহ ক্ষমার যোগ্য। আর পরবর্তী দৃষ্টিগুলি ইচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে উহাতে গোনাহ হবে। আর প্রথম দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী করলেও তা পুনঃদৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়ে গোনাহ হবে। সুতরাং যেখানে পরনারীর দৃষ্টিপাত করাও ইসলামে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে নারীদের উত্থাপন করা, বাক্যবানে জর্জরিত করা এবং অশ্লীল মন্তব্য জাতীয় গর্হিত কাজগুলি ইসলামের দৃষ্টিকোণে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ অপরাধীর জন্য ইসলামি দণ্ড বিধিতে তাজিরের শাস্তি নির্ধারিত আছে।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

**كنز** : অর্থ- صحيح, ك- ن - ز মাদ্দাহ কনুজ বহু বচন اسم مفرد হিগাহ : كنزا

**إفعال** : অর্থ- صحيح, نهي বাব نهي حاضر معروف বাহাছ واحد مذکر حاضر হিগাহ (فاء عاطفة) : فلا تتبع

**الإتباع** : অর্থ- صحيح, ت- ب- ع মাদ্দাহ الإتباع

**لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ** : তারকিব:

ثابت شبه فعل হয়েছে متعلق جaro و مجرور, ك مجرور, ل حرف جار, ليست فعل ناقص  
الآخرة اسم خبر مقدم ليست متعلق ও فاعل তার شبه فعل এর সঙ্গে।  
همل جملۃ اسمية خبر و اسم ليست তার ليست পরিশেষে

হাদিস-৩০৬:

৩০৬- عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

অনুবাদ: হজরত কাসিম বিন আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে রেওয়ায়েত করেন, হজরত রসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমায়েছেন-চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে দৃষ্টি নিপে বর্জন করবে আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে তাকে এমন ইমান দান করবেন যার স্বাদ সে কলবে অনুভব করবে। (তবারানি)

ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ : চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। বিষাক্ত তীর যেমন নিষ্কিণ্ড হলে উহা যে ব্যক্তির গায়ে লাগে সে আহত হয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করে। তদ্রূপ পরনারীকে দেখার দ্বারা দৃষ্টিকারী এবং যার দিকে দৃষ্টি করা হয়, উভয়েই তাদের মধ্যে বিরাজমান ইমান ও ইসলাম নামীয় কাঠামোটি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্রমে উহা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়, অর্থাৎ ইমান ও আমল হারা হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। যে ব্যক্তির ইমান ও আমল এ বিষমাখা দৃষ্টি হতে হেফাযত থাকে তার ইমান ও আমল শক্তিশালী ও মজবুত হয়। ফলে সে তার সবল ইমান ও আমলের স্বাদ দুনিয়ায় বসে পেতে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ (تحقيقات الألفاظ)

সহম : জিগাহ اسم جمع এক বচন سهم মাদ্দাহ س-ه-م জিন্স صحيح অর্থ- তীর সমূহ

মসুম : জিগাহ مذكر واحد বাহাছ اسم مفعول বাব ينصر- نصر- মাসদার السموم মাদ্দাহ

বিষাক্ত- অর্থ- مضاعف ثلاثي জিন্স س-م-م

রাবি পরিচিতি:

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (رضي الله عنه):

কাসেম ইবনে আবদুর রহমান শামি তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ এর গোলাম ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত তাবেয়িগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার পিতা থেকে হাদিস শুনেছেন। তার থেকে আ'লা ইবনে হারেছ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেছেন, আমি কায়েস এর থেকে কাউকে অধিক বুজুর্গ ব্যক্তি দেখিনি।

হাদিস-৩০৭:

৩০৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَبِي سَمُرَةَ جَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالْتَفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ الْإِسْلَامَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا (رواه أحمد)

**অনুবাদ:** হজরত জাবির বিন সামুরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি কোন এক মজলিসে ছিলাম যেখানে হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন, উক্ত মজলিসে আমার পিতা সামুরাহ আমার সম্মুখে বসা ছিলেন। অতপর হজরত নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- নিশ্চয়ই অশ্লীল কথা ও কাজ এবং অশ্লীলতার অভিনয় ইসলামে ইহার কোন স্থান নেই। নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। (মুসনাদ আহমদ)

**ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ:**

وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থ- নিশ্চয়ই মানুষদের মধ্যে ইসলামের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর। ইসলাম চারিত্রিক উৎকর্ষতার ধর্ম। যার চরিত্র যত ভালো তার মুসলমানিত্বও তত সুন্দর। আর নৈতিক চরিত্রের মাধুর্যতা এইযে, চরিত্রবান ব্যক্তি কোন অশ্লীল কথা বলবে না এবং অশ্লীল অশ্লীল কাজে জড়িত হবেনা। তাই ইভটিজিং জাতীয় গর্হিত কাজ নিসন্দেহে ব্যক্তির অশ্লীল ও নির্লজ্জ হওয়ার প্রমাণ। এহেন ব্যক্তিকে কোনমতেই চরিত্রবান বলা যায় না।

**تحقيقات الألفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ):**

ج-ل-س : আসমদার المجلس মাদ্দাহ স-ضرب-يضرِب বাব اسم ظرف বাহাছ واحد : مجلس  
জিন্স صحيح অর্থ- বসার স্থান

الفحش : অশ্লীলতা صحيح জিন্স ف-ح-ش মাদ্দাহ تفعّل বাব مصدر : التفحش

أحسن : أحسن ج-س-ن : আসম তفضيل একবচন واحد مذكر : أحسن  
অপেক্ষাকৃত সুন্দর

الإسلام : আসমদার إفعال বাব مصدر : الإسلام  
ج-ل-م : আসমদার صحيح জিন্স س-ل-م অর্থ- আত্মসমার্পন করা

## অনুশীলনী

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. জান্নাতের গুপ্তধন কে পাবেন?

ক. হজরত বেলাল (রাঃ)

খ. হজরত আয়েশা (রাঃ)

গ. হজরত আলি (রাঃ)

ঘ. হজরত ওমর (রাঃ)

২. শয়তানের বিষমাখা তীর কী?

ক. চুরি

খ. গান

গ. হত্যা

ঘ. চোখের দৃষ্টি

৩. কার ইসলাম সর্বসুন্দর ?

ক. নামাজী ব্যক্তির

খ. আলিম ব্যক্তির

গ. চরিত্রবান ব্যক্তির

ঘ. দানশীল ব্যক্তির

৪. বেগানা মহিলাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের হুকুম কী?

ক. হারাম

খ. অনুচিত

গ. মাকরুহ তানজিহি

ঘ. মাকরুহ তাহরিমি

৫. অশ্লীলতা কী কমায়ে ?

ক. জ্ঞান

খ. লজ্জা

গ. মর্যাদা

ঘ. ধন সম্পদ

৬. লজ্জাশীলতা কীসের অঙ্গ।

ক. বিবাহের

খ. ইমানের

গ. চরিত্রের

ঘ. কথাবার্তার

৭. অশ্লীলতার আদেশদাতা কে ?

ক. শয়তান

খ. মন্দ বন্ধু

গ. মন্দ নেতা

ঘ. মনের কুচিন্তা

### খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আফরোজা নিয়মিত মাদরাসায় যায়। পথে শফিক নামের একটি ছেলে তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ইদানিং এমন সব মন্তব্য করে যা আফরোজাকে বিব্রত করে। মাদরাসায় যাওয়া-আসায় সে নিরাপত্তাহীন মনে করে এবং তার পিতা-মাতাকে জানায়। আফরোজার বাবা একজন আলেম ও এলাকার চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে শফিককে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্য মেয়ের দিকে তাকানোর বিধান বর্ণনা করে। তখন শফিক আর এমন কাজ করবে না বলে তাদের কথা দেয়।

(ক) الايذاء শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

(খ) পুরুষ নারী সকলে তাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখবে কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) আফরোজার দিকে শফিকের তাকানো ও মন্তব্য করা কিরূপ? হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শফিক আর এমন করবে না বলে যে কথা দেয় তার সুফল হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## সমাপ্ত

২০১৮

শিক্ষাবর্ষ

দাখিল

৯ম-১০ম হাদিস

ভোজন কর এবং পান কর কিন্তু অপচয় করো না,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না  
-আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর  
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত